

## কাকতাড়ুয়া

সেলিনা হোসেন

## □ লেখক পরিচিতি :

নাম	সেলিনা হোসেন।
জন্ম	১৯৪৭ সালের ১৪ই জুন।
জন্মস্থান	রাজশাহী।
পারিবারিক পরিচয়	পিতার নাম মোশাররফ হোসেন ও মায়ের নাম মরিয়মুনুসা বকুল। তিনি পিতা-মাতার চতুর্থ সন্তান।
শিবা ও পেশা	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতক সন্মান ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। কর্মজীবনে বাংলা একাডেমির পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে লেখালেখি, নারী উন্নয়ন ও মানবাধিকার নিয়ে কাজ করছেন।
সাহিত্য	বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার সময় লেখালেখির সূচনা। তাঁর উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে সামাজিক ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংকটের সামগ্রিকতা। ভাষা-আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ তাঁর লেখায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। বড়দের জন্য প্রকাশিত উপন্যাসের সংখ্যা তেত্রিশ, ছোটদের পঁচিশ। ইংরেজি, রবংশ, ফরাসি, হিন্দি, জাপানি, কোরিয়ান, ফিনিশ, উর্দু, আরবি, মারে, মালায়াম ইত্যাদি বেশ কয়েকটি ভাষায় তাঁর বেশ কিছু গল্প ও উপন্যাস অনূদিত হয়েছে।
উল্লেখযোগ্য উপন্যাস	‘হাঙর নদী গেনেড’, ‘পোকামাকড়ের ঘরবসতি’, ‘নীল ময়ূরের যৌবন’, ‘গায়ত্রী সন্ধ্যা’, ‘পূর্ণছবির মগ্নতা’, ‘যমুনা নদীর মুশায়েরা’, ‘ভূমি ও কুসুম’।
পুরস্কার ও সম্মাননা	একুশে পদক, বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার। এছাড়া আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি হিসেবে পেয়েছেন ‘সুরমা চৌধুরী আন্তর্জাতিক স্মৃতি পুরস্কার’ (ভারত)। ২০১০ সালে কলকাতার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডিগ্রি উপাধিতে ভূষিত করে।

## বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর

১. বুধার কয় ভাইবোন কলেরায় মারা যায়?

খ

- ক. ৩ জন                      খ. ৪ জন  
গ. ৫ জন                      ঘ. ৬ জন

২. চঞ্চু কথার অর্থ কী?

গ

- ক. পা                              খ. পাখা  
গ. ঠোঁট                        ঘ. কান

৩. হরিকাকুর সঙ্গে বুধার কোথায় দেখা হয়েছিল?

ক

- ক. জামতলায়              খ. ফসলের মাঠে  
গ. বাজারে                    ঘ. রাস্তায়

৪. শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান হয়েছিল কে?

খ

- ক. মতিউর                    খ. আহাদ মুন্সি  
গ. হাশেম মিয়া              ঘ. হরিবাবু

৫. নিজের বোঝা নিজে বইব। বুধা এ বক্তব্যে ফুটে ওঠে—

খ

- ক. সাহস                        খ. আত্মবিশ্বাস  
গ. স্বনির্ভরতা                ঘ. দেশপ্রেম

৬. বিদেশি মানুষ এবং নিজেদের মানুষ সবার ওপর বুধার ঘৃণা বাড়তে থাকে কেন?

খ

- ক. যুদ্ধ করার জন্য      খ. অত্যাচার করার জন্য  
গ. বিরোধিতা করার জন্য      ঘ. গণহত্যার জন্য

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

‘কবর’ নাটকে বর্ণিত ইন্সপেক্টর হাফিজ ভাই শহিদদের একটা গণকবরে মাটি চাপা দিতে চাইলে গোরখুঁড়েরা আপত্তি জানায়। তাদের বক্তব্য, ‘মুসলমানের লাশ দাফন নাই, কাফন নাই তার ওপর আলাদা একটা কবর পাবে না তা হতে পারে না কভি নেহি।’

৭. উদ্দীপকের গোরখুঁড়েরদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ চরিত্রটি হলো—

গ

- ক. আহাদ মুন্সি              খ. মতিউর  
গ. বুধা                        ঘ. কুদ্দুস

৮. এরূপ সাদৃশ্যের কারণ হলো—

খ

- ক. দেশপ্রেম                    খ. প্রতিবাদী মনোভাব  
গ. সচেতনতা                    ঘ. প্রতিশোধ সূহা

৯. ‘আমরা লড়াই না করলে গ্রামটা একদিন ভুতের বাড়ি হবে’। কেন ভুতের বাড়ি হবে? **ঘ**

- i. গণহত্যার কারণে  
ii. লোকজন পালিয়ে যাওয়ায়  
iii. গ্রামটি জনশূন্য হওয়ায়  
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii  
খ. i ও iii  
গ. ii ও iii  
ঘ. i, ii ও iii

১০. যুদ্ধে শত্রুরা কখন হেরে যায়? **ক**

- ক. সবাই ঐক্যবদ্ধ হলে  
খ. আধুনিক অস্ত্র থাকলে  
গ. উন্নত প্রশিক্ষণ থাকলে  
ঘ. সৈন্যসংখ্যা বেশি হলে

### সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর

**১** পাকসেনারা থানায় ঘাঁটি স্থাপন করলে এলাকার মানুষের মাঝে আতঙ্ক বিরাজ করে। সবাই পালাতে শুরু করলে কলিমদ্দি দফাদার ভিন্ন পরিকল্পনা করেন। তিনি পাকসেনাদের ঘায়েল করার জন্য তাদের সাথে যোগাযোগ শুরু করেন। আর গোপনে সব খবর পৌঁছে দেন, প্রস্তুত থাকতে বলেন। একদিন সুযোগমতো পাকসেনাদের গ্রামে এনে ভাঙা পুলের গোড়ায় দাঁড় করিয়ে কলিমদ্দি দফাদার তা পার হতে গিয়ে পরিকল্পনামাফিক জলে পড়ে যান। সাথে সাথে গর্জে ওঠে ওৎ পেতে থাকা মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র। আর খতম হয় সব কজন পাকসেনা।

- ক. বুধা প্রায়ই কী সাজত? ১  
খ. ‘আধ-পোড়া বাজারটার দিকে তাকিয়ে ওর চোখ লাল হতে থাকে’। কেন? ২  
গ. উদ্দীপকের কলিমদ্দি দফাদারের সাথে ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসের সাদৃশ্যপূর্ণ চরিত্রটি ব্যাখ্যা করো। ৩  
ঘ. উদ্দীপকটি ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসের সমগ্র ভাবকে ধারণ করে কি? যুক্তিসহ প্রমাণ করো। ৪

#### ১ এর ক নং প্র. উ.

- বুধা প্রায়ই কাকতাড়ুয়া সাজত।

#### ১ এর খ নং প্র. উ.

- হানাদাররা আগুন দিয়ে বাজারটা পুড়িয়ে দিয়েছিল বলে প্রতিশোধের প্রতিজ্ঞায় ‘আধ-পোড়া বাজারটার দিকে তাকিয়ে বুধার চোখ লাল হতে থাকে’।  
• কোনো অন্যায় বা নির্মমতা দেখলে বুধার খুব রাগ হয়। রেগে গেলে তার চোখ লাল হতে থাকে। মুক্তিযুদ্ধকালে পাকহানাদার বাহিনী একদিন বুধাদের গ্রামে ঢুকে বহু মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করে। তারা আদিম নৃশংসতায় আগুন দিয়ে বাজারটা পুড়িয়ে দেয়। এ ঘটনায় বুধা দারবণ ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠে। হানাদারদের প্রতি তার প্রবল ঘৃণা সৃষ্টি হয়। এর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় সে। বুধার লাল চোখ সেই অনুভূতিই প্রকাশ করে।

#### ১ এর গ নং প্র. উ.

- সুকৌশলে শত্রু নিধনের দিক থেকে উদ্দীপকের কলিমদ্দি দফাদারের সাথে ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসের বুধা চরিত্রটি সাদৃশ্যপূর্ণ।  
• ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসের বুধা পিতৃমাতৃহীন অনাথ কিশোর হলেও সে ছিল মেধাবী ও কৌশলী। শক্তি দিয়ে যে কাজটি করা যায় না বুদ্ধি দিয়ে সে কাজটি অনায়াসে করা যায়। বুধার বুদ্ধিমত্তা আমাদের সে কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। সে সুকৌশলে একাধিক রাজাকারের বাড়ি

জ্বালিয়ে দিয়েছিল। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মিলিটারিদের বাংকারে মাইন পুঁতে রেখেছিল।

- উদ্দীপকের কলিমদ্দি দফাদার পাকসেনাদের ঘায়েল করার জন্য কৌশলী পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি পাকসেনাদের সাথে মিশে গিয়ে তাদেরকেই নাস্তানাবুদ করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন একজন মুক্তিসংগ্রামী। মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে হাত মিলিয়ে তিনি হানাদার নিধনে ভূমিকা রাখেন। ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসের বুধাও তেমনি নানা কৌশলে মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা করেছিল।

#### ১ এর ঘ নং প্র. উ.

- উদ্দীপকে বর্ণিত দিকটি ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসের খণ্ডিত অংশের ধারক।  
• আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রেৰণা নিয়ে রচিত ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাস। লেখক সেলিনা হোসেন অপরিসীম মমতায় রচনা করেছেন দেশপ্রেমের এই অনবদ্য কাহিনি। উপন্যাসটি রচিত হয়েছে বুধা চরিত্রকে ঘিরে। উপন্যাসে মূলত বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের কাহিনি বর্ণিত হলেও পাশাপাশি প্রতিফলিত হয়েছে গ্রামীণ জীবন, সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনায় ভরা নিম্নবিত্ত ও দারিদ্র্যক্লিষ্ট মানুষের ইতিবৃত্ত।  
• উদ্দীপকে কলিমদ্দি দফাদার কীভাবে পাকসেনাদের নিজ বুদ্ধিবলে পরাস্ত করেছেন সেই দিকটি আলোচিত হয়েছে। তিনি পাকসেনাদের সাথে বন্ধুত্বের অভিনয় করে তাদের সাথে মিশেছেন। এরপর সুযোগ বুঝে মুক্তিসেনাদের মাধ্যমে হানাদারদের শায়েস্তা করেন। ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসের বুধা চরিত্রের মাঝেও এই একই চেতনা রয়েছে। কিন্তু উপন্যাসটির পরিধি আরও বিস্তৃত।  
• ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহ দিনগুলোর বর্ণনার পাশাপাশি গ্রামীণ জীবনের খুঁটিনাটি, প্রেম-ভালোবাসা, মায়া-মমতার গভীর বন্ধন, আত্মমর্যাদা ও স্বাধীনতার অনুভূতি ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে। শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বুধার দিন দিন মুক্তিযোদ্ধা হয়ে ওঠার কথা বলা হয়েছে। শত্রুর বাংকারে মাইন পুঁতে তাদের ধ্বংস করে দিয়েছে। এছাড়াও রয়েছে হানাদারদের বিরুদ্ধে বাঙালির ঐক্যবদ্ধ চেতনার স্বরূপ। কিন্তু উদ্দীপকে কেবল মুক্তিযুদ্ধে কলিমদ্দি দফাদারের ভূমিকার একটি বিশেষ মুহূর্ত তুলে ধরা হয়েছে। তাই এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, উদ্দীপকটি ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসের আংশিক ভাব ধারণ করে।

**২** ৭ই মার্চের ভাষণ শুনে গর্জে ওঠে কলেজপড়ুয়া আবু সাঈদ। বাঁপিয়ে পড়ে মুক্তিযুদ্ধে। তাঁর নেতৃত্বে একের পর এক গেরিলা আক্রমণে অতিষ্ঠ পাকসেনারা। অপারেশন জ্যাকপটের সফল অভিযানের পর পাকসেনারা

আবু সাঈদের গ্রামে আক্রমণ করে। বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়। আর যাকে যেখানে পেয়েছে সেখানেই নির্মমভাবে হত্যা করে। একসময় আবু সাঈদ জানতে পায় স্বজন হারানোর খবর। কিন্তু সে আপসহীন। তার একটাই প্রতিজ্ঞা, এ দেশের মাটি থেকে ওদের তাড়াতেই হবে।

ক. কে বুধাকে ‘মানিকরতন’ বলে ডাকত? ১

খ. ‘এবার মৃত্যুর উৎপাত শুরব করেছে ভিন্ন রকমের মানুষ’। এ কথা বলার কারণ কী? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত কাহিনি ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসের যে বিশেষ দিকটির ইঙ্গিত করে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ‘উদ্দীপকের আবু সাঈদের মনোভাবই যেন ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসের মূল বক্তব্য।’ যুক্তিসহ প্রমাণ করো। ৪

## ২ নং প্র. উ.

ক. হরিকাকু বুধাকে মানিকরতন বলে ডাকত।

খ. ‘এবার মৃত্যুর উৎপাত শুরব করেছে ভিন্ন রকমের মানুষ’ কথাটি ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসের বুধার। পাকহানাদার বাহিনীর নির্বিচার হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা প্রসঙ্গে সে এ কথা বলে।

• ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসে কিশোর বুধার মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা গভীরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। মাতৃভূমির প্রতি বুধার গভীর ও অকৃত্রিম ভালোবাসা এই উপন্যাসে ফুটে উঠেছে। গ্রামে কলেরা রোগের বিস্তার ঘটলে বুধার মা-বাবা, বোন, আত্মীয়, পরিজন অনেকেই মারা যায়। চোখের সামনে বুধা আপনজনের মৃত্যু দেখেছে। কিন্তু নতুন করে যে মৃত্যুর বিতীষিকা তৈরি হয়েছে তা কোনো রোগে শোকে নয়। বুধার কিশোর মনে আগুন জ্বলে ওঠে যখন দেখে গ্রামের ভেতর জিপ নিয়ে ঢুকে হানাদাররা নির্বিচারে গুলি করে মানুষ হত্যা করে। সে বুঝতে পারে এরা এদেশের কেউ নয়। তাই তার মনে আলোচ্য কথাটি ধ্বনিত হয়।

গ. উদ্দীপকের কলেজছাত্র আবু সাঈদ মুক্তিযুদ্ধে যে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসের বুধার ভূমিকাকেই ইঙ্গিত করে।

• ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রেৰাপটে রচিত ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাস। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালক বুধার জীবন কেটেছে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে। হানাদার বাহিনীর নির্বিচার হত্যাকাণ্ড ও বাজার জ্বালিয়ে দেওয়ার ঘটনায় তার মনে বোভের আগুন জ্বলে ওঠে। সে প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠে। দিন দিন সে মুক্তিযোদ্ধা হয়ে ওঠে। শান্তি কমিটির চেয়ারম্যানের বাড়ি সে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়। পাকসেনাদের বাংকারে সে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মাইন পুতে আসে।

• কলেজপড়ুয়া আবু সাঈদ ৭ই মার্চের ভাষণে উদ্বুদ্ধ হয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। একের পর এক গেরিলা আক্রমণ করে হানাদারদের পর্যুদস্ত করে। হানাদাররা তার গ্রামে ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড চালায়। আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যুর খবরও সে দমে যায়নি। দেশ শত্রুবমুক্ত করতে সে বজ্রকঠিন শপথ নেয়। ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসের বুধা

দেশের মাটি মানুষকে ভালোবেসে জীবনটাকে হাতের মুঠোয় নিয়েছিল। আবু সাঈদও যুদ্ধে স্বজন হারিয়েও একচুল পিছপা হয়নি। ঘ. উদ্দীপকের আবু সাঈদ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশকে শত্রুবমুক্ত করতে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মুক্তিকামী মনের এই দৃঢ় তাই ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসের মূল বক্তব্য।

• ‘কাকতাড়ুয়া’ মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক এক অসাধারণ উপন্যাস। লেখক সেলিনা হোসেন যুদ্ধের পটভূমি অত্যন্ত জীবনঘনিষ্ঠ করে আমাদের কাছে উপস্থাপন করেছেন। তিনি বুধার মতো এক বিষ্ময়কর চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। বুধা সহায়সম্মলহীন। তাই তার হারানোর কিছু ছিল না নিজের প্রাণটা ছাড়া। দেশের জন্য সে প্রাণটাকেই বাজি রেখেছিল। বুধা ও তার সহস্রাঙ্গীদের মরণপণ চেষ্টায় শত্রুর ধ্বংস অনিবার্য হয়ে উঠেছিল।

• উদ্দীপকে উল্লিখিত ৭ই মার্চের ভাষণের মধ্য দিয়ে এ দেশের মানুষের মাঝে গণজাগরণের সৃষ্টি হয়েছিল। মুক্তিপাগল মানুষ দেশমাতৃকার স্বাধীনতার জন্য বজ্রকঠিন সিদ্ধান্ত নেয়। কলেজপড়ুয়া আবু সাঈদও সেদিন প্রতিরোধ ও প্রতিশোধের নেশায় গর্জে উঠেছিল। একের পর এক গেরিলা আক্রমণের মধ্য দিয়ে হানাদার বাহিনীকে সমুচিত জবাব দেয় সে। হানাদাররা তার বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়। নির্বিচারে মানুষ হত্যা করে। প্রিয়জন হারানোর খবরও সে দমে যায়নি বরং প্রাণপণে যুদ্ধ করেছে।

• ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসে পাকসেনাদের বর্বরতা ও বাঙালির প্রতিরোধ সংগ্রামের কথা বলা হয়েছে। অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে রবখে দাঁড়ানোর প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে। উদ্দীপকের বক্তব্য সংবিস্ত হলেও কলেজপড়ুয়া আবু সাঈদের ভূমিকার মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে জীবন-মরণ সংগ্রামের চিত্রই প্রতিফলিত হয়েছে। উপন্যাসে বুধা ও তার সহযোগীরা যেভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল উদ্দীপকের আবু সাঈদও একই ভাবে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। উপন্যাসের কাহিনি আমাদের মনে মুক্তিসংগ্রামের সেই অবিনাশী চেতনার জাগরণ ঘটায়। উদ্দীপকের আবু সাঈদের বীরত্বে গর্বে আমাদের বুক ফুলে ওঠে। উপন্যাস ও উদ্দীপক উভয়টিই স্বাধীনতা সংগ্রামে মানুষের মহান আত্মত্যাগের স্বল্প প তুলে ধরে।

ত জমিদার মফিজ খাঁর নাম শুনলে প্রজারা ভয়ে কাঁপতে থাকে। তার হুকুমের অবাধ্য হলে সে প্রজার আর রবা নেই। ইদানীং তার চেলা হিসেবে কাজ করছে হাসেম ব্যাপারী। সারাৰণ তাকে কুপরামর্শ দেয় আর নানা অজুহাতে প্রজাদের হালের বলদ, ঘরের টিন, পুকুরের মাছ ধরে নিয়ে আসে। কেউ প্রতিবাদ করলে তাকে গ্রাম ছাড়া করে। গ্রামের সালিস-বিচার সবই হাসেম ব্যাপারীর ইজিতে চলে। তাই সাধারণ মানুষ কানাঘুসা করে হাসেম ব্যাপারী যেন জমিদারের জমিদার।

ক. শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান কে ছিল? ১

খ. যে মানুষের দৃষ্টিতে ভাষা নেই, বুধার মতে সে মানুষ কেন মানুষ নয়? ২

গ. উদ্দীপকের হাসেম ব্যাপারীর সাথে ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসে বর্ণিত আহাদ মুন্সি চরিত্রের সাদৃশ্যের দিকটি ব্যাখ্যা করো।

৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত দিকটিই ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসের একমাত্র দিক নয়— যুক্তিসহ বুঝিয়ে লেখো।

৪

৩ নং প্র. উ.

ক. শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান ছিল আহাদ মুন্সি।

খ. যে মানুষের দৃষ্টিতে ভাষা নেই, বুধার মতে সে মানুষ নয়। কারণ সে প্রাণহীন, তার মাঝে ভালোবাসা নেই।

• যে মিলিটারিরা নির্বিচারে মানুষ হত্যা করে তাদের চোখে চোখ রাখতে বুধা ভয় পায় না। বরং তাদের দিকে তাকিয়ে ভালো করে পরখ করে। তাদের দৃষ্টি ছিল নিজীব, প্রাণহীন। আর নিজীব প্রাণহীনরাই হিংস্র হয়ে থাকে। বুধা এই হিংস্রতা প্রত্যব করেছে। এমন নির্মমতা প্রদর্শন কোনো স্বাভাবিক মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই সে মনে করে যে মানুষের দৃষ্টিতে ভাষা নেই, সে মানুষ মানুষ নয়।

গ. সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচার, অবিচার ও জুলুম চালানোর বেগ্রে সহায়তাকারী হিসেবে উদ্দীপকের হাসেম ব্যাপারীর সাথে ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসের আহাদ মুন্সির সাদৃশ্য বিদ্যমান।

• মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা নির্বিচারে মানুষ হত্যা করে, বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়। হানাদারদের দোসর হয়ে অপকর্মে লিপ্ত হয় এদেশীয় কিছু নরপশু। তারা নিরপরাধ মানুষকে হানাদারদের কাছে ধরিয়ে দেয়। সম্পদ লুণ্ঠনসহ বিভিন্ন কাজে তারা প্রত্যবভাবে সহায়তা করে। মুক্তিযোদ্ধাদের খবর পাকিস্তানি ক্যাম্পে পৌঁছে দিয়ে তারা হানাদারদের পক্ষে কাজ করে। ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসের আহাদ মুন্সীর মাঝে আমরা এ বৈশিষ্ট্যগুলো লব করি।

• উদ্দীপকের হাসেম ব্যাপারী অত্যাচারী জমিদারের প্রতিনিধি। জমিদারের সব অপকর্মের সাথি সে। জমিদারের কথার অবাধ্য হলেই তার নেতৃত্বে প্রজাদের ওপর নেমে আসত অত্যাচারের স্টিমরোলার। সে নানা অজুহাতে প্রজাদের সহায়-সম্মল লুট করে নেয়। সবকিছুর নাটের গুরব এই হাসেম ব্যাপারী। উপন্যাসের আহাদ মুন্সি যেমন হানাদার বাহিনীর দোসর হয়ে অপকর্ম করে তেমনি হাসেম ব্যাপারীও

জমিদারের চামচা হয়ে অন্যায়-অত্যাচার চালায়। উভয়ের ভূমিকাই মানবতাবিরোধী এবং নিপীড়নমূলক।

ঘ. ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসের আহাদ মুন্সি চরিত্রের একটি খণ্ডিত দিক উদ্দীপকে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু উপন্যাসে আরো বহু বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে।

• সেলিনা হোসেন রচিত ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসের পটভূমি রচিত হয়েছে মহান মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে। পাকবাহিনীর বর্বরতার বিরুদ্ধে একটি কিশোর কীভাবে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলে তারই চমকপ্রদ বর্ণনা রয়েছে উপন্যাসে। তার সংগ্রামমুখরতা প্রেরণা জোগায় মুক্তিকামীদের। সকলে শত্রুবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়। পাকিস্তানিদের এদেশীয় দোসরদের কর্মকাণ্ডের বিবরণ রয়েছে উপন্যাসে। গ্রামীণ জীবনে নানা খুঁটিনাটি বিবরণের আড়ালে উপন্যাসে ভাস্বর হয়ে উঠেছে মুক্তির চেতনা।

• উদ্দীপকে অত্যাচারী জমিদার মফিজ খাঁয়ের চেলা হলো হাসেম ব্যাপারী। সে জমিদারের হয়ে প্রজাসাধারণের ওপর নির্যাতন চালায়। জমিদারের ছত্রচ্ছায়ায় সে সাধারণ মানুষের হালের বলদ, ঘরের টিন, পুকুরের মাছ আত্মসাৎ করে। তাদের মুখের কথাই যেন আইন। বিচার-সালিসও হয় হাসেম ব্যাপারীর ইজিতে। ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসের আহাদ মুন্সিও অনুরূপ একটি চরিত্র। কিন্তু উপন্যাসে অন্য চরিত্রগুলোর মাধ্যমে একটি বিস্মৃত কাহিনির রূপ পাণয় ঘটেছে।

• আহাদ মুন্সির চরিত্র ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসের একটি অনুষঙ্গ হলেও এই উপন্যাসে বহু বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। সাহস ও দেশপ্রেমের প্রতিরূপ হিসেবে বুধা চরিত্র সৃষ্টি করা হয়েছে। মুক্তিসংগ্রামে তার প্রত্যয়দীপ্ত ভূমিকার উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে সাধারণ গ্রামীণ জীবনের বর্ণনা, মহামারির ভয়াবহতা, হানাদার বাহিনীর অবর্ণনীয় পৈশাচিকতা, আর্থিক টানাপোড়েন, ইত্যাদি। উপন্যাসের মূলভিত্তি মুক্তিযুদ্ধ হলেও উদ্দীপকে তা নয়। উদ্দীপকে শুধু গ্রামীণ সামন্তবাদের একটি করুণ রূপ ফুটে উঠেছে।

### গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

৪ ১৯৭১ সাল। আমাদের ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়। নির্যাতন, হত্যা, বাড়িঘর পুড়ে যাওয়া স্বচক্ষে দেখে দেশবাসী। তাঁদের মনে প্রতিরোধ ও প্রতিশোধের বাসনা জাগে। তাঁরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, শত্রুর মোকাবিলা করে দেশকে মুক্ত ও স্বাধীন করবে।

ক. বুধার মা-বাবার কবর কে পরিষ্কার করে? ১

খ. ‘ভয় কী- সে তো ও কবে ভুলে গেছে।’ কেন ভুলে গেছে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. “‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসটি আমাদের ইতিহাসের এক গৌরবময় দলিল”- উদ্দীপকের আলোকে বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের মূলভাব যেন ‘বুধা’ চরিত্রের প্রতিচ্ছবি? বিশ্লেষণ করো। ৪

৪ নং প্র. উ.

ক. বুধার মা-বাবার কবর পরিষ্কার করে কুন্সি।

খ. চোখের সামনে পরিবারের সবাইকে চিরবিদায় নেওয়ার দৃশ্য দেখার পর থেকে বুধা ভয় পেতে ভুলে গেছে।

• বুধাদের গ্রামে একবার কলেরা এসেছিল মহামারির রূপ ধারণ করে। তাতে উজাড় হয়ে যায় গ্রামের অর্ধেক মানুষ। বুধার বাবা-মা ও চার ভাইবোনেরও এক রাতে অকাল মৃত্যু ঘটে। অলৌকিকভাবে বেঁচে যায় বুধা। চোখের সামনে জীবনের সবচেয়ে ভয়াবহ ও নির্মম বাস্তবতা বুধার মন থেকে সব ধরনের ভয় কেড়ে নেয়। এ কারণেই বুধা সম্পর্কে আলোচ্য উক্তিটি করা হয়েছে।

গ. ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসকেই তুলে ধরা হয়েছে। তাই আলোচ্য উক্তিটি যথার্থ।

• সেলিনা হোসেন রচিত ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসের পটভূমি বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন সময়কালের বাস্তবতা উপন্যাসে ধরা পড়েছে। হানাদার পাকিস্তানি ও দেশীয় শত্রুদের বিরুদ্ধে মানুষের লড়াইয়ের বিবরণ রয়েছে উপন্যাসে। মানুষের গভীর দেশপ্রেম ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞার কাছে শত্রুদের পরাজয়ের চিত্রও আমরা উপন্যাসটিতে দেখতে পাই।

• উদ্দীপকে আমরা পাই ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের গৌরবের অনুভূতি। এ দেশের মানুষের ওপর পাকিস্তানি সেনারা নির্মম নির্যাতন চালিয়েছিল। কিন্তু মানুষ আশা হারায়নি। বরং ঐক্যবদ্ধ হয়ে দ্বিগুণ শক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল শত্রুদের ওপর। অধিকার আদায়ের এই সংগ্রামী চেতনা আমাদের চিরকালের অহংকার। ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসও একই চেতনায় সমৃদ্ধ।

[প্রশ্নটি সৃজনশীল আঙ্গিকে রচিত না হওয়ায় সঠিকভাবে উত্তর দেওয়া গেল না।]

ঘ. ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসের বুধা চরিত্রটি স্বাধীনতার চেতনায় সমৃদ্ধ। উদ্দীপকের মূলভাবও তা-ই।

• সেলিনা হোসেন রচিত ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র বুধা। দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি তার মনে রয়েছে গভীর মমত্ববোধ। সেই চেতনাই তাকে মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশমাতৃকার শত্রুদের চিনিয়ে দেয়। তাই শত্রুদের বিনাশের জন্য বুধা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে।

• ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের চিত্রপট প্রকাশিত হয়েছে আলোচ্য উদ্দীপকে। পাকিস্তানিদের শত অত্যাচার ও নির্যাতনেও হার মানেনি বাঙালি জাতি। বরং অধিকার আদায়ের জন্য সজ্জবদ্ধ হয়েছে। শত্রুকে মোকাবেলার জন্য অনেক আত্মত্যাগ স্বীকার করেছে। মুক্তিযুদ্ধ এ কারণেই আমাদের কাছে এত গৌরবের। ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসের বুধাও বাঙালির সেই অবিনাশী চেতনায় উদ্ভূত হয়েছে।

• বুধা বয়সে ছোট হলেও তার বোধশক্তি প্রখর। পাকিস্তানি হানাদাররা যে এদেশের মানুষের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে চায় তা সে বুঝতে পারে। সেই সাথে সে এটিও বুঝতে পারে যে সবাই এক হয়ে শত্রুদের মোকাবেলা না করলে শত্রুদের জয় সুনিশ্চিত। উদ্দীপকেও আমরা একই ভাব দেখতে পাই। প্রতিরোধ ও প্রতিশোধের যে বাসনা বাঙালির মনে ছিল সেটিই একসময় ধ্বংস করে দিয়েছিল

পাকসেনাদের সমস্ত অহংকার। উপন্যাসে লেখিকা কিশোর বুধা চরিত্রের আড়ালে এই চেতনাকেই রূপায়িত করতে চেয়েছেন।

এক দারবণ সাহসী ছিল ১৯৭১। সাহসে ও সংগ্রামে, লব্য অর্জনে দৃঢ় সংকল্প আর বিশাল আত্মত্যাগে পুরো বাঙালি জাতিই ছিল বিশ্বব্যাপী সংবাদ শিরোনাম। এ পথ পেরিয়েই আমাদের আজকের গৌরবদীপ্ত বাংলাদেশ। এ আমাদের বড় অহংকার।

ক. নোলক বুধা বুধাকে কী নামে ডাকত? ১

খ. ‘গণকবর’ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসের বুধা চরিত্রটি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. “এ পথ পেরিয়েই আমাদের আজকের গৌরবদীপ্ত বাংলাদেশ”— ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসের আলোকে ঐ পথের স্বরূপ বিশ্লেষণ করো। ৪

#### ৫ নং প্র. উ.

ক. নোলক বুধা বুধাকে ছলছাড়া নামে ডাকত।

খ. গণকবর বলতে বোঝায় এমন একটি স্থানকে যেখানে অনেক মানুষকে একত্রে সমাধিস্থ করা হয়।

• সাধারণত একজন মানুষকে একটি কবরে সমাধিস্থ করা হয়। তবে বিশেষ পরিস্থিতিতে একটি বড় কবর খুঁড়ে অনেক মানুষকে একসাথে চিরবিদায় জানানো হয়। এটিকেই গণকবর বলা হয়। বাংলাদেশে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকহানাদাররা গণহত্যা চালায়। তখন সারা দেশের অনেক স্থানে অসংখ্য গণকবর তৈরি হয়।

গ. ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসে স্বাধীনভাবে বেড়ে ওঠা কিশোর বুধা কীভাবে মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা পালন করে তাই আলোচিত হয়েছে।

• ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র বুধা। পিতৃ-মাতৃহীন অনাথ বালক বুধা তার গ্রামে পাকহানাদার বাহিনীর বর্বরতা দেখেছে, বাজারের দোকানপাট আগুনে ভস্মীভূত হতে দেখেছে। এসব তান্ডব দেখে তার মনে প্রতিশোধের আগুন জ্বলে ওঠে। সে দিনের পর দিন নিজেকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে গড়ে তুলেছে।

• উদ্দীপকে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির বীরত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা বলা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের বিনিময়েই আমরা পেয়েছি স্বাধীন দেশ, স্বাধীন পতাকা, স্বাধীন পরিচয়। মুক্তিযোদ্ধা ও শান্তিকামী মানুষেরা রক্তবরষা যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছে। ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসের কিশোর বুধার সাহস পাহাড়সম। তার কারণেই এলাকা শত্রু মুক্ত হয়। উদ্দীপকে বর্ণিত মুক্তির চেতনারই ধারক ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসের বুধা।

ঘ. “এ পথ পেরিয়েই আমাদের আজকের গৌরবদীপ্ত বাংলাদেশ” বলতে মুক্তিসংগ্রামে বাঙালির রক্তবরষা সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের কথা বলা হয়েছে, যা ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসেরও মূলকথা।

• ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই মুক্তিযুদ্ধকালে পাকহানাদার বাহিনী নির্বিচারে গণহত্যা চালিয়েছে। বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে। পৈশাচিকভাবে এদেশের মানুষের ওপর নির্যাতননিপীড়ন

চালিয়েছে। তাদের বিরবন্দে মানুষ একসময় ঐক্যবন্দ হয়ে লড়াই করেছে।

- উদ্দীপকে ১৯৭১ সালে বাঙালির বীরত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা বলা হয়েছে। পুরো জাতি মুক্তিযুদ্ধে যেভাবে ঐক্যবন্দ হয়েছিল পৃথিবীর ইতিহাসে তা এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। বিশ্ব অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখেছে বাঙালি কীভাবে লড়াই করে দেশকে স্বাধীন করেছে। ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসে আমরা লব করি একজন কিশোর কীভাবে প্রতিশোধের আগুনে জ্বলে উঠেছে।
- উদ্দীপকে বলা হয়েছে লব্য অর্জনে বাঙালি ছিল দৃঢ় সংকল্পবন্দ। গুলির সামনে বাঙালি বুক পেতে দিয়েছে কিন্তু অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেনি। রক্তের সিঁড়ি বেয়েই বিজয় অর্জিত হয়েছে। আর হানাদাররা আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়েছে। ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসেও আমরা দেখি নির্ধাতিত মানুষেরা শত্রুবকে রবখে দাঁড়িয়েছে। নিজেদের জীবনের বিনিময়ে হলেও স্বদেশকে রবা করতে চেয়েছে, মানুষের আত্মত্যাগের কল্যাণেই স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে।

**৬** বাপ-মা মরা সবুজের খোঁজখবর কেউ রাখে না। তাই সারাদিন সে এখানে-সেখানে কাটিয়ে রাতের বেলা কারও বৈঠকখানায়, স্কুলের বারান্দায় ঘুমায়। মুক্তিযুদ্ধের সময় মানুষকে প্রাণভয়ে পালাতে দেখে সে জেনে যায় পাকসেনারা আমাদের শত্রব। এদের খতম করতেই হবে। মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তায় পাকসেনা ক্যাম্পে কৌশলে ঢুকে সে গ্রেনেড ছুড়ে মারলে বহু সৈন্য হতাহত হয়। সবুজ বিজয়ীর হাসি হাসে।

- ক. নোলক বুয়া বুধাকে কী খেতে দেয়? ১
- খ. আলো-আঁধার বুধার কাছে সমান কেন? ২
- গ. উদ্দীপকে ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসের কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের সবুজ কি বুধার প্রতিরূপ? তোমার উত্তরের সপবে যুক্তি দেখাও। ৪

৬ নং প্র. উ.

- ক. নোলক বুয়া বুধাকে মুড়ি ভাজা খেতে দেয়।
- খ. বুধার জীবন ছনুছাড়া, উদ্দেশ্যহীন বলে দিনের আলো বা রাতের আঁধার বুধার কাছে বিশেষ কোনো পার্থক্য সৃষ্টি করে না।
- ছেলেবেলায় বাবা-মাসহ পরিবারের সবাইকে হারিয়ে চরম মানসিক আঘাত পায় বুধা। সেই থেকে তার ভবঘুরে জীবনের শুরব। মাঠে-ঘাটে গন্তব্যহীন ঘুরে বেড়ায়। রাত কাটে স্কুলের বারান্দা, টেকিঘর, খড়ের গাদা, নতুবা নৌকায় শুয়ে। সময়ের কোনো হিসাবে সে নিজেকে বন্দি করে না। দিন কি রাত সবই তার কাছে তাই একই রকম।
- গ. উদ্দীপকে ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসে উল্লিখিত হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করে বিজয় ছিনিয়ে আনার দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।
- ‘কাকতাদুয়া’ মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক একটি উপন্যাস। সেলিনা হোসেন গভীর দেশপ্রেম ও বাঙালির প্রতি মমত্ববোধ থেকে উপন্যাসটি লিখেছেন। উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই পাক হানাদারদের বর্বরতার

বিরবন্দে কিশোর বুধার লড়াইয়ের চিত্র। মুক্তিবাহিনীর পরিকল্পনা অনুযায়ী পাকবাহিনীর ক্যাম্প ধ্বংস করতে দুঃসাহসী ভূমিকা পালন করে সে।

- উদ্দীপকে বর্ণিত হয়েছে নির্ভীক এক বালকের কথা। মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বদেশের মানুষের অসহায়ত্ব দেখে সে বুঝে নেয় যে এদেশের শত্রব কারা। শত্রবদের বিরবন্দে লড়াই করার প্রতিজ্ঞা নেয় সে। মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য নিয়ে পাকসেনাদের বতিসাধন করে। শত্রববাহিনীর বিরবন্দে লড়াই করে সফল হওয়ার দিক থেকে উদ্দীপক ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ. জীবনযাপনের প্রণালি এবং মুক্তির চেতনা ধারণের দিক থেকে উদ্দীপকের সবুজকে ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসের বুধার প্রতিরূপ বলা যায়।

- সেলিনা হোসেন রচিত ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসের মূল চরিত্র বুধা। সংসারে তার আপন বলতে কেউ নেই। সবাইকে সে হারিয়েছে এক রাতের ব্যবধানে। সেই দুর্ঘটনার মানসিক কষ্ট তার জীবনকে ওলটপালট করে দেয়। জীবনটা তার ছনুছাড়া। তবে অসামান্য মানবিক বোধসম্পন্ন বুধা। পাক হানাদাররা যে এদেশের শত্রব এবং যেকোনো মূল্যে তাদেরকে যে প্রতিরোধ করতে হবে সেই চেতনা দৃঢ়ভাবে রয়েছে তার মাঝে।

- উদ্দীপকের সবুজ অনাথ এক বালক। গৃহহীন সবুজের খবর রাখে না কেউ। নিজের মতোই সারা দিন এখানে ওখানে কাটায় সে। মুক্তিযুদ্ধে পাকবাহিনীর অত্যাচারের নমুনা তাকে মুক্তিচেতনা সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসের বুধার মতোই সেও ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রবের বিরবন্দে লড়াইয়ে।

- উদ্দীপকের সবুজ ও ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসের বুধা দুজনেই দুর্ভাগা। অল্প বয়সেই এতিম হয়েছে তারা। তাদের খোঁজ-খবর রাখার কেউ নেই। দুজনেই ভবঘুরে হয়ে ঘুরে বেড়ায় মাঠে-ঘাটে। দুজনের মনেই রয়েছে স্বাধীনতার অগ্নিশিখা। পাকিস্তানি শত্রবসেনাদের বিরবন্দে তারা সমান প্রতিবাদমুখর। দৃপ্তপদে শত্রবদের ধ্বংস করার অভিযানে অংশ নেয় বুধা ও সবুজ। শত্রবদের পরাজয় নিশ্চিত করে অসীম সাহস বুকে নিয়ে। এই দিকগুলোই উদ্দীপকের সবুজকে উপন্যাসের বুধার সাথে এক বিন্দুতে স্থাপন করেছে।

**৭** ‘আমার বন্ধু রাশেদ’ নামক চলচ্চিত্রের এক সাহসী, নির্ভীক ও দেশপ্রেমিক কিশোর চরিত্র রাশেদ। পাকিস্তানিদের অত্যাচার আর রাজাকারদের এ দেশের মানুষের প্রতি বৈরী মনোভাবে সে বিপ্লব হয়ে ওঠে। তার মধ্যে প্রতিশোধসূহা জাগ্রত হয়। সে নানা কৌশলে রাজাকারদের হেনস্তা করে। এমনকি মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যে সে এগিয়ে আসে। স্কুলঘরে হানাদার বাহিনীর ক্যাম্প ধ্বংসে সে ভূমিকা রাখে। একসময় রাজাকারদের হাতে ধরা পড়ে এবং শহিদ হয়।

- ক. নোলক বুয়া বুধাকে কী নামে ডাকে? ১
- খ. ‘সেই শীতল মৃত্যু রাতের কথা’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২

- গ. উদ্দীপকের হানাদার ও রাজাকারদের সাথে ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসের সাদৃশ্যগত দিক নির্ণয় করো। ৩
- ঘ. ‘রাশেদ ও বুধা উভয়েই দেশপ্রেমিক’—উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

৭ নং প্র. উ.

- ক. নোলক বুধা বুধাকে ছন্নছাড়া নামে ডাকে?
- খ. ‘সেই শীতল মৃত্যু রাতের কথা’— বলতে বোঝানো হয়েছে বুধার পরিবারের সকল সদস্যকে একসাথে চিরতরে হারানোর বেদনার মুহূর্তটি সম্পর্কে।
- বুধাদের গ্রামে এক বছর কলেরা মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়ে। প্রাণঘাতী সেই রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে বুধার পরিবারের সবাই। একটি রাতের মাঝেই সামান্য সময়ের ব্যবধানে সবাই চলে যায়। বুধার চোখের সামনে একে একে বিদায় নেয় বাবা—মা ও চার ভাইবোন। সেই রাতটি বুধার জীবনে এক অন্ধকার অধ্যায়। খুব কাছ থেকে দেখা মৃত্যুর শীতলতার সেই অনুভূতি বুধাকে প্রায়ই অস্থির করে তোলে।
- গ. অন্যায়াভাবে মানুষের ওপর অত্যাচার চালানোর দিক থেকে উদ্দীপকে বর্ণিত হানাদার ও রাজাকাররা ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসে বর্ণিত হানাদার পাকিস্তানি ও দেশদ্রোহী রাজাকারদেরই প্রতিনিধি।
- সেলিনা হোসেন রচিত ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসে ১৯৭১ সালে এ দেশের মানুষের ওপর পাকবাহিনীর নৃশংসতার চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। উপন্যাসে আরও দেখা যায়, পাকিস্তানিদের সেই কর্মকাণ্ডে সমর্থন ও সহযোগিতা করে এদেশেরই এক শ্রেণির মানুষ। দেশ ও দেশের মানুষের সাথে তারা চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে। তাদের প্রতি দেশপ্রেমিক মানুষের প্রবল ঘৃণার পরিচয় পাওয়া যায় উপন্যাসে।
- উদ্দীপকে বর্ণিত হয়েছে ‘আমার বন্ধু রাশেদ’ নামক একটি চলচ্চিত্রের কথা। পাকিস্তানিদের বর্বরতার চিত্র রয়েছে চলচ্চিত্রটিতে। এ ছাড়াও রয়েছে ঘৃণ্য রাজাকারদের প্রতি মুক্তিকামী কিশোর রাশেদের বিক্ষুব্ধ মনের অনুভূতির কথা। উদ্দীপকের এ অনুভবগুলো ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসেও ধরা পড়েছে।
- ঘ. উদ্দীপকের রাশেদ ও ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসের বুধা উভয়েই দেশমাতৃকাকে শত্রুবশ্রুত করার জন্য নিজেদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছে। তারা দুজনেই মহান দেশপ্রেমিক।
- সেলিনা হোসেনের ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসে বর্ণিত বুধার হৃদয়ে দেশ ও দেশের মানুষের জন্য গভীর টান। আপাতদৃষ্টিতে তাকে দেখে মনে হয় মানসিক ভারসাম্যহীন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে গভীরভাবে জীবন ও মানবিকবোধসম্পন্ন। স্বদেশের প্রতি অকৃত্রিম অনুভূতি তাকে চিনিয়ে দেয় দেশের শত্রু বন্ধু করার আর বন্ধু করার। তাই সে ঘৃণ্য রাজাকারদের বাড়ি পুড়িয়ে দেয় গোপনে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পাকিস্তানিদের বাজ্জার উড়িয়ে দিয়ে মুখ্য ভূমিকা পালন করে।
- উদ্দীপকের রাশেদ এক সাহসী কিশোর। পাকিস্তানি হানাদারদের ধ্বংসযজ্ঞ আর তাতে বিশ্বাসঘাতক রাজাকারদের সহযোগিতা দেখে সে

বিক্ষুব্ধ হয়। তার প্রতিশোধপরায়ণ মনোভাবের আগুনে পুড়তে হয় রাজাকারদের। পাকিস্তানিদের ক্যাম্প ধ্বংসে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করে।

- দেশের শত্রুবাদের বিরুদ্ধে উপন্যাসের বুধা ও উদ্দীপকের রাশেদের দৃঢ় অবস্থান তাদের দেশপ্রেমের গভীর অনুরাগেরই প্রকাশক। উপন্যাসের বুধা যেমন পাকিস্তানিদের অত্যাচার মেনে নিতে পারেনি তেমনি উদ্দীপকের রাশেদও পারেনি। ফলে তারা উভয়েই অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছে। বুধা জীবন বাজি রেখে মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা করেছে। উদ্দীপকের রাশেদও তেমনি সহায়তা করেছে। ফলে তারা উভয়েই দেশপ্রেমিক।

৮. গ্রেনেড উঠেছে হাতে, কবিতার হাতে রাইফেল  
এবার বাঘের থাবা, ভোজ হবে আজ প্রতিশোধে  
যার সঙ্গে ঘেরকম সেরকম খেলব বাঙালি  
খেলেছি মেরেছি সুখে কান কেটে দিয়েছি তোদের।

- ক. গাঁয়ের মানুষ কয় ভাগে ভাগ হয়ে গেছে? ১
- খ. আহাদ মুন্সির চোখ কপালে উঠেছিল কেন? ২
- গ. উদ্দীপকে বুধার জীবনের কোন অংশটি ফুটে উঠেছে ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. “উদ্দীপকটিতে ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসের সম্পূর্ণ ভাবের প্রতিফলন ঘটেনি।”— উক্তিটির যথার্থতা বিচার করো। ৪

৮ নং প্র. উ.

- ক. গাঁয়ের মানুষ দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছে।
- খ. বুধার অপত্যাশিত আচরণের কারণে আহাদ মুন্সির চোখ কপালে উঠেছিল।
- বুধার স্বভাব—চরিত্র সম্পর্কে কিছুই জানা ছিল না আহাদ মুন্সির। বুধার সারল্যমাখা মুখ দেখে তাঁর মায়ী হয়। সন্মুখে তিনি বুধাকে তার নাম জিজ্ঞেস করেন। ভয়—ডরহীন বুধা আহাদ মুন্সিকে চমকে দেওয়ার জন্য বলে ‘যুদ্ধ’। এমন অনাকাঙ্ক্ষিত জবাব শুনে আহাদ মুন্সি অত্যন্ত বিস্মিত হন।
- গ. সেলিনা হোসেন রচিত ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসে বর্ণিত বুধা দেশের শত্রুবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ও প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠে। তার জীবনের সেই বাস্তবতার সাথে উদ্দীপক কবিতাংশটির ভাব সাদৃশ্যপূর্ণ।
- ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসে আমরা হানাদার পাকিস্তানি ও তাদের দোসরদের বিরুদ্ধে এদেশের মানুষদের ঐক্যবন্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার কথা জানতে পারি। উপন্যাসে বুধা তেমনই এক মুক্তিকামী সন্তা। পাকিস্তানিদের নির্মমতা, রাজাকারদের হৃদয়হীনতার ব্যাপারগুলো তার মনে প্রতিশোধের স্ফুলিঙ্গ জ্বলে। নিজের সাহসিকতা ও বুদ্ধিমত্তাকে সম্বল করে সে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে।
- উদ্দীপকের কবিতাংশে দেশের শত্রুবাদের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিশোধের কথা বলা হয়েছে। অধিকার ফিরে পাওয়ার প্রত্যয়ে বাঙালি আজ



মরিয়া। তাদের প্রবল ঘৃণার আগুনে জ্বলে-পুড়ে যায় শত্রুবরা। কবিতাংশে বর্ণিত প্রতিশোধপরায়ণতার এ দিকটি ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসে বর্ণিত বুধার জীবনের ঘটনার সাথে মিলে যায়।

ঘ. উদ্দীপকটিতে ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসের বুধার প্রতিশোধপরায়ণতার দিকটি ছাড়া অন্য দিকগুলোর প্রতিফলন না ঘটায় উদ্দীপকটির উপন্যাসের খণ্ডিত ভাব প্রকাশ পেয়েছে।

• সেলিনা হোসেনের ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে বুধা নামক এক গ্রাম্য কিশোরের জীবনের অভিজ্ঞতা। আপাতদৃষ্টিতে ভাবলেশহীন মনে হলেও তার মাঝে জীবনবোধ প্রবল। মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশের মানুষের ওপর হানাদারদের বর্বরতা লব করে সে ক্ষুব্ধ হয়। একাই শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রতিজ্ঞা করে। পরবর্তীকালে মুক্তিবাহিনীর সাথে যুক্ত হয়ে পাকিস্তানি সেনাদের আস্তানা পুড়িয়ে দেয়।

• উদ্দীপকে প্রকাশিত হয়েছে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের মিত্রদের ওপর বাঙালির প্রতিশোধ গ্রহণের কথা। বাংলার মানুষের ওপর নির্যাতনের পরিণতি হয়েছিল ভয়াবহ। মানুষের ঐক্যবন্ধ প্রতিরোধের মুখে শত্রুদের সকল অন্যায়ের অবসান ঘটেছিল। শত্রুদের বিরুদ্ধে এমন প্রবল প্রতিরোধের কথা বলা হয়েছে ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসেও।

• উদ্দীপক কবিতাংশ ও ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাস উভয়ই মহান মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত। উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের প্রারম্ভ, পাকবাহিনী ও তাদের দোসরদের বর্বরতা এবং তাদের বিরুদ্ধে বাঙালির প্রতিরোধের বর্ণনা। গ্রামীণ জীবনের নানা দিক তুলে ধরা হয়েছে উপন্যাসে। সেই সাথে রয়েছে বুধা নামক এক কিশোর মুক্তিযোদ্ধার নানা অনুভূতির কথা। কিন্তু উদ্দীপক কবিতাংশে রয়েছে মুক্তিযুদ্ধের কেবল একটি দিক। তা হলো শত্রুদের বিরুদ্ধে দেশবাসীর বীর বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের পরাজিত করার বিষয়টি। এই বিবেচনায় উদ্দীপকটিকে ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসের আংশিক ভাবের প্রকাশক বলা যায়।

৯. উনিশশো একাত্তর সালের নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে মুক্তিযোদ্ধা আজাদের নেতৃত্বে বোমা মেরে একটি ব্রিজ ধ্বংস করে দেওয়া হয়। থানা সদর থেকে প্রায় ষাট কিলোমিটার দূরে চাচড়া গ্রামসংলগ্ন এ ব্রিজটি উড়িয়ে দেওয়া হয়। এতে প্রায় পঁচিশজন পাকিস্তানি হানাদার মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

ক. উপন্যাসের প্রধান উপাদান কী? ১

খ. “বানরের আবার চাঁদে যাবার সাধ।”— এ কথা বলার কারণ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আজাদ ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসের কোন চরিত্রের প্রতিনিধি?— ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. “উদ্দীপকটি ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসের সমগ্র ভাব ধারণ করে না”— যথার্থতা নির্ণয় করো। ৪

৯ নং প্র. উ.

ক. উপন্যাসের প্রধান উপাদান এর কাহিনি বা গল্প।

খ. বুধা নিজের নাম ‘বজ্রবন্ধু’ রাখায় বন্ধু মধু তাকে ব্যঙ্গ করে আলোচ্য উক্তিটি করেছে।

• কেউ নতুন নামে ডাকলে খুব ভালো লাগে বুধার। বজ্রবন্ধুর ভাষণ শোনার পর তাঁর প্রতি বুধার এক ধরনের আকর্ষণ তৈরি হয়। তাই তার ইচ্ছা হয় তাকে সবাই বজ্রবন্ধু নামে ডাকুক। কিন্তু বজ্রবন্ধুর বিশাল ব্যক্তিত্বের পাশে বুধাকে নিতান্তই বোমানান মনে হয় বন্ধু মধুর কাছে। তাই বুধার কথা শুনে সে হেসে ফেলে এবং আলোচ্য উক্তিটি করে তাকে কটাক্ষ করে।

গ. পাকিস্তানি হানাদারদের ওপর আক্রমণ করার দিক থেকে উদ্দীপকের আজাদ ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসের বুধা চরিত্রটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

• সেলিনা হোসেন রচিত ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসের মূল চরিত্র বুধা। কিশোর হলেও ভীষণ সাহসী সে। নিজের ভেতরে থাকা গভীর স্বদেশপ্রেম তার অজান্তেই তাকে যুক্ত করে দেয় মুক্তিযুদ্ধের সাথে। তাই সে রাজাকারদের বাড়ি আগুনে পুড়িয়ে দেয়। পাকিস্তানিদের বাজ্ঞারে মাইন পুঁতে রেখে আসে।

• উদ্দীপকে আমরা পাই, আজাদ নামক এক স্বাধীনতা সংগ্রামীর পরিচয়। পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে সে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত ছিল। তার নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা বোমা মেরে একটি ব্রিজ ধ্বংস করে দেয়। ফলে অনেক শত্রুসেনা নিহত হয়। মুক্তির চেতনা ধারণ করে হানাদারদের বিরুদ্ধে লড়াই করার দিক থেকে উদ্দীপকের আজাদকে ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসের বুধার সাথে মেলানো যায়।

ঘ. উদ্দীপকটিতে ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসের দেশাত্মবোধ এবং সাহসিকতার দিকটিই কেবল প্রকাশিত হওয়ায় এটি উপন্যাসের খণ্ডিত ভাবের ধারক।

• সেলিনা হোসেনের ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসটি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত। উপন্যাসে প্রকাশিত হয়েছে দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি মমত্ববোধ, বিদেশি যুদ্ধবাজদের প্রতি ঘৃণা, দেশের মানুষের মুক্তিযুদ্ধকালীন অসহায়ত্ব, বাঙালির ঐক্যবন্ধ প্রতিরোধ মানবিকতা, মর্যাদাবোধ, সহমর্মিতা ইত্যাদির অনুভূতি। একজন সাধারণ কিশোর কিতাবে অসাধারণ এক মুক্তিযোদ্ধা হয়ে ওঠে তার বর্ণনা পাওয়া যায় উপন্যাসে।

• উদ্দীপকে প্রকাশিত হয়েছে আজাদ নামক এক মুক্তিযোদ্ধার বীরত্বের কথা। সাথি মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা নিয়ে সে পাকিস্তানি হানাদারদের আক্রমণ করে। এতে অনেক হানাদারের মৃত্যু ঘটে। শত্রুদের বিরুদ্ধে এমন আক্রমণের বর্ণনা ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসে মিললেও উপন্যাসটির ভাব তুলনামূলকভাবে বেশি বিস্তৃত।

• ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসে রয়েছে মুক্তিযুদ্ধের সূচনা পর্বের কথা। সেখান থেকে উপন্যাসের কাহিনি ধারাবাহিকভাবে এগিয়েছে। অন্যদিকে উদ্দীপকে কেবল মুক্তিযুদ্ধের একটি ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। উপন্যাসের মূল চরিত্র বুধার মাঝে আমরা মুক্তির চেতনা ছাড়াও আত্মনির্ভরশীলতা, পরোপকারিতা, তীক্ষ্ণ জীবনবোধ ইত্যাদি অনুভূতির ছাপ লব করি। কিন্তু উদ্দীপকে এর মূল চরিত্র আজাদের দেশাত্মবোধ ও সাহসিকতাই কেবল প্রকাশিত হয়েছে। এসব যুক্তি



বিবেচনায় উদ্দীপকটিকে ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসের সমগ্র ভাবের ধারক বলা যায় না।

১০ দীনু উপন্যাসিক ইমদাদুল হক মিলনের “উনিশ শ একাত্তর” গল্পের এক অসহায় কিশোর চরিত্র। বয়স দশ বছর। গায়ের রং কালো। সংসারে তার আপন বলতে কেউ নেই। একাত্তরে সবাই যখন ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়, তখন দীনু গ্রামের ভিক্ষুক জমির চাচার সাথে ‘সুবলদের বাংলা’ ঘরে অবস্থান করে। সারাদিন ঘুরে বেড়ায় জমির চাচার সাথে। দেশ স্বাধীন হলে সবাই আবার গ্রামে ফিরে আসবে, এই স্বপ্ন নিয়ে দীনু যখন খালের ওপারে হানাদারদের ক্যাম্পের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল তখন হানাদাররা তাকে গুলি করে হত্যা করে।

- ক. শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান কে? ১
- খ. বুধা কাকতাড়ুয়া সেজেছিল কেন? ২
- গ. উদ্দীপকের কাহিনি ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসের যে দিকটির ইজিত করে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের দীনুকে কি ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসের বুধার সাথে তুলনা করা যায়? যুক্তিসহ বিচার করো। ৪

১০ নং প্র. উ.

- ক. শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান আহাদ মুন্সি।
- খ. অন্যান্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করার জন্যই বুধা কাকতাড়ুয়া সেজেছিল।
- কাকতাড়ুয়া মাঠের ফসলকে পাখপাখালির হাত থেকে রবা করে। কাকতাড়ুয়ার ভয়ে পাখিরা ফসলের খেতে নামতে সাহাস পায় না। পাকিস্তানি হানাদাররাও বাঙালির স্বাধীনতা কেড়ে নিতে চেয়েছিল। বাঙালির সমস্ত সম্পদ নিজেদের অধিকারে নিতে চেয়েছিল। তাদের অত্যাচারের দৃশ্য বুধাকে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ করে। গ্রাম থেকে হানাদারদের তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য সেও কাকতাড়ুয়ার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে চায়।
- গ. উদ্দীপকের কাহিনি ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসে বর্ণিত পাকিস্তানি হানাদারদের নিষ্ঠুরতার দিকটিকে ইজিত করে।
- সেলিনা হোসেন ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহতার চিত্র তুলে ধরেছেন। পাকিস্তানি হানাদাররা এদেশে নির্মম ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। গ্রাম-গঞ্জ, বাজার-ঘাট আগুনে পুড়িয়ে দেয়। অসংখ্য নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে। প্রাণে বাঁচতে অনেক মানুষ ভিটেমাটি ছেড়ে পালায়। দেশান্তরি হতে বাধ্য হয় অনেকে।
- উদ্দীপকে উল্লেখ করা হয়েছে ইমদাদুল হক মিলন রচিত ‘উনিশ শ একাত্তর’ গল্পের কথা। হানাদারবাহিনীর অত্যাচারে মানুষের বাড়িঘর ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানের কথা বলা হয়েছে তাতে। নিরূপ কিশোর দীনুকে বিনা কারণে হত্যা করে হৃদয়হীন পাকসেনা। এ দেশের মানুষদের ওপর বর্বর অত্যাচারের নমুনা রয়েছে উদ্দীপক ও ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসে।
- ঘ. উদ্দীপকের দীনু ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসের ‘বুধা’ চরিত্রকে আংশিকভাবে ধারণ করেছে।

- সেলিনা হোসেন রচিত ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র বুধা। অনাথ বুধার জীবন ছন্নছাড়া। আচার আচরণ অসংলগ্ন। তবে আশপাশের সবকিছুতেই তার সজাগ দৃষ্টি। একসময় দুর্দান্ত বুদ্ধিমত্তা ও সাহসিকতার কারণে বুধা হয়ে ওঠে মুক্তিসংগ্রামের অসামান্য এক যোদ্ধা।
- উদ্দীপকে বর্ণিত গল্পের দীনু দুঃখী এক কিশোর। আপন বলতে কেউ নেই তার। পাকবাহিনীর ভয়ে গ্রাম মানুষশূন্য হয়ে গেলেও রয়ে যায় দীনু। তার বৃকের ভেতর রয়েছে স্বাধীন দেশের স্বপ্ন। কিন্তু সে স্বপ্ন সত্যি হওয়ার আগেই হানাদারের গুলি কেড়ে নেয় দীনুর জীবন। ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসের বুধার সাথে বিভিন্ন দিক থেকে মিল থাকলেও মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যব অংশগ্রহণ না থাকা এবং শহিদ হওয়ার বাস্তবতার দিক থেকে উদ্দীপকের দীনু চরিত্রটি অসামঞ্জস্যপূর্ণ।
- উদ্দীপকের দীনু ও ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসের বুধা দুজনেই এতিম কিশোর। দুজনের জীবনই গম্ভীর। তারা দুজনেই পাকবাহিনীর নির্মম অত্যাচার স্বচক্ষে দেখেছে। গ্রামের মানুষেরা প্রাণভয়ে গ্রাম ছাড়েও তারা ছাড়েনি। উপন্যাসের বুধা শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে। দেশপ্রেমের প্রেরণায় সে জ্বালিয়ে দেয় রাজাকারের ঘর। পাকিস্তানিদের ক্যাম্প ধ্বংসে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। মুক্তির চেতনা ছিল দীনুর মনেও। কিন্তু বুধার বেত্রে তার কর্মকাণ্ডে যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে দীনুর বেত্রে তেমনটির উল্লেখ নেই। আবার দীনু পাকিস্তানি সৈনিকের নির্মমতার বলি হয়ে শহিদ হলেও বুধাকে এমন করবণ পরিণতি বরণ করতে হয়নি। উদ্দীপকের দীনুকে ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসের বুধার সাথে তাই কিছু দিক থেকে তুলনা করা গেলেও দীনু বুধার শতভাগ প্রতিনিধি নয়।

১১ প্রখ্যাত শিল্পী কামরুল হাসান জানোয়ারের ভয়ংকর মুখ ঐক্যছিলেন। যেটা ছিল তদানীন্তন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার মুখ। দেশ-বিদেশে যে মুখটা নিন্দিত হয়েছিল ঘৃণায়। এর পাশাপাশি তিনি অকুতোভয় দুর্দান্ত মুক্তিযোদ্ধাদের ছবিও ঐক্যছিলেন— হাস্যোজ্জ্বল মুক্তিযোদ্ধার ছবি। যা দেশে দেশে প্রশংসার আলোড়ন তুলেছিল। এ ছবি সাহসী মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি স্ফূর্ত্ত ভালোবাসার।

- ক. বুধার চাচাতো ভাই-বোন কতজন? ১
- খ. চাচি বলল, “তাহলে তুই আমাকে মুক্তি দিবি”? এখানে কোন মুক্তির কথা বলা হয়েছে? ২
- গ. উদ্দীপকটি “কাকতাড়ুয়া” উপন্যাসের কোন বিশেষ দিকটি ইজিত করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. “এ ছবি সাহসী মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি স্ফূর্ত্ত ভালোবাসার”। ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

১১ নং প্র. উ.

- ক. বুধার চাচাতো ভাইবোন আটজন।
- খ. আলোচ্য উক্তিতে অর্থনৈতিক মুক্তির কথা বলা হয়েছে।
- একই রাতে বাবা-মাসহ পরিবারের সবাইকে হারিয়ে বুধার আশ্রয় হয় চাচার সংসারে। সেই ঘরে রয়েছে আরো আটটি ছেলেমেয়ে। বুধার রোজগারহীন দরিদ্র চাচা বিশাল পরিবারের অনু সংস্থান করতে গিয়ে

হিমশিম খান। তাই চাচির কাছে বুধা সংসারে একটি বোঝা হিসেবে পরিগণিত হয়। তাই বুধা যখন বলে সে চাচির পরিবারের ভার আর বাড়াবে না, আত্মনির্ভরশীল হবে তখন তার চাচি যেন মুক্তি পান। হতদরিদ্র সংসারে একজন সদস্য কমে যাওয়ায় অর্থনৈতিক চাপ থেকে কিছুটা মুক্তি পাওয়ার অনুভূতি প্রকাশিত হয়েছে উক্তিটিতে।

গ. উদ্দীপকটি ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসে বর্ণিত শিল্পী শাহাবুদ্দিনের যুদ্ধে অংশগ্রহণের ইজ্জাত বহন করে।

• বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এদেশের নিরীহ মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাংলার সংগ্রামী জনতা পাকিস্তানিদের এই বর্বরতার প্রতিবাদ জানায়। তারা পাক হানাদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। বাংলার কৃষক, শ্রমিক, শিল্পী-বুদ্ধিজীবী সবাই নিজ নিজ অবস্থান থেকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসে বর্ণিত শাহাবুদ্দিন বাংলার এই সংগ্রামী মানুষদের প্রতিনিধি। তিনি একজন চিত্রশিল্পী হয়েও সশস্ত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

• উদ্দীপকে শাহাবুদ্দিনের মতো, চিত্রশিল্পী কামরুল হাসান মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। তিনি তাঁর শিল্পকর্মের মাধ্যমে পাকিস্তানি হানাদারদের মুখোশ উন্মোচন করেন। ফলে তা পরোবভাবে মুক্তিযুদ্ধে প্রেরণা জাগায়। ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসে শাহাবুদ্দিন উদ্দীপকের কামরুল হাসানের মতোই একজন চিত্রশিল্পী ছিলেন। তিনি যেমন পাকিস্তানি বর্বরতার প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন অস্ত্র ধরে তেমনি উদ্দীপকের শিল্পী প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন তুলির আঁচড়ে। ফলে উদ্দেশ্যগত দিক থেকে তাদের মিল ফুটে ওঠে।

ঘ. ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসের আলোকে বলা যায়, উদ্দীপকের সাহসী মুক্তিযোদ্ধার ছবিটি দেশে দেশে আলোড়ন তুলেছিল মানুষ মুক্তিযোদ্ধাদের ভালোবেসেছিল বলে।

• বাংলাদেশের স্বাধীনতায়ুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধারা তাদের জীবনের তোয়াক্কা না করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। অনেকে জীবন দিয়ে শহিদ হয়েছিলেন আবার কেউ কেউ পজু হয়েছিলেন। এদেশের আপামর জনতা তাদের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ। কেননা তারা পাকিস্তানি হানাদারদের এদেশ থেকে বিতাড়িত করে ছিনিয়ে এনেছিল স্বাধীনতার সূর্য। এজন্য এদেশের শিল্পী-সাহিত্যিকরা তাদের শিল্পকর্মে পরম মমতায় ফুটিয়ে তুলেছেন মুক্তিযোদ্ধাদের। ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসে এই মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বের কথাই বিবৃত হয়েছে।

• উদ্দীপকে শিল্পী কামরুল হাসানের সৃষ্ট হাস্যোজ্জ্বল মুক্তিযোদ্ধার চিত্রটি বাংলার মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বের স্মরণ বহন করে। মুক্তিযোদ্ধারা দেশমাতৃকার স্বাধীনতার জন্য নিজেদের জীবন বিলিয়ে দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি। তাদের অপরিসীম সাহসিকতায় বাংলার মানুষ দেখেছিল স্বাধীনতার স্বপ্ন। মুক্তিযোদ্ধাদের এরূপ বীরত্বের কারণে বাংলার জনগণ তাদের হৃদয় দিয়ে ভালোবেসেছিল। উদ্দীপকের হাস্যোজ্জ্বল মুক্তিযোদ্ধার ছবিটি তাই আলোড়ন তুলেছিল।

• ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসে মুক্তিযোদ্ধাদের এই বীরত্বগাথা সুনিপুণ দৰ্শনীয় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সেখানে মুক্তিযোদ্ধা শাহাবুদ্দিন বুধার

বীরত্ব মুগ্ধ হন। তিনি তাকে ভালোবেসে বিভিন্ন নামে ডাকেন। মনে মনে ভাবেন এই ভালোবাসার মানুষটির নানা রকম ছবি আঁকবেন যুদ্ধের পর। উদ্দীপকেও হাস্যোজ্জ্বল মুক্তিযোদ্ধার ছবিও একই রকম ভালোবাসার প্রকাশক। ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসে বুধাকে যেমন দেশের সাধারণ মানুষ ভালোবেসেছিল তেমনি তার বীরত্ব সকলে মুগ্ধও হয়েছিল। শাহাবুদ্দিন যে কারণে ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতায় বুধার ছবি আঁকার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন উদ্দীপকের শিল্পী সেই একই কারণে ছবি আঁকেছেন। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের হাস্যোজ্জ্বল মুক্তিযোদ্ধার ছবি সাহসী মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সন্মত ভালোবাসার।

১২ রোজানা ও তার পরিবার সাতারে বাস করে। রোজানা মায়ের সাথে বেড়াতে গিয়ে সাতারের স্মৃতিসৌধ দেখে অবাক হয়। সে মায়ের কাছে এই স্মৃতির মিনার সম্পর্কে জানতে চায়। মা তাকে বলে, মুক্তিযুদ্ধের শহিদদের স্মরণে এই স্মৃতিসৌধটি নির্মিত হয়েছে। স্মৃতিসৌধ তরবণ প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের প্রামাণ্য দলিল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ক. বুধা কার কাছে গণকবর সম্পর্কে জানতে চেয়েছিল? ১

খ. বুধাকে ‘সাহসী বালক’ বলা হয়েছে কেন? ২

গ. উদ্দীপকের স্মৃতিসৌধ ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসের কোন স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ‘স্মৃতিসৌধ’ ও উপন্যাসের ‘কাকতাড়ুয়া’ উভয়ই মুক্তিযুদ্ধের প্রামাণ্য দলিল। মূল্যায়ন করো। ৪

১২ নং প্র. উ.

ক. বুধা হাবিব ভাইয়ের কাছে গণকবর সম্পর্কে জানতে চেয়েছিল।

খ. কোনো কিছুর ভয়েই বুধা কাবু হয় না বলে বুধাকে ‘সাহসী বালক’ বলা হয়েছে।

• খুব ছোটবেলায় পরিবারের সবাইকে হারিয়ে অন্য রকম হয়ে যায় বুধা। চোখের সামনে এতগুলো মানুষ একে একে চলে যাওয়ার দৃশ্য তার মন থেকে সমস্ত ভয় কেড়ে নেয়। তাই সে কাউকে অকারণে ভয় পায় না। দৃঢ়ভাবে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে জানে। এ কারণেই তাকে সাহসী বলা হয়েছে।

গ. উদ্দীপকের স্মৃতিসৌধ ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসে বর্ণিত পাকিস্তানি হানাদারদের গণহত্যার স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়।

• পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এদেশের সাধারণ মানুষের ওপর বর্বর নৃশংসতা চালায়। তারা এদেশের মানুষের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। গুলি করে হত্যা করে অসংখ্য মানুষকে। তাদের বর্বরতার হাত থেকে ছাত্র-শিবক, বৃদ্ধ-যুব কেউই রেহাই পায় না। ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসে পাকিস্তানি বাহিনীর এই বর্বরতার চিত্র ফুটে উঠেছে।

• উদ্দীপকে রোজানা তার পরিবারের সাথে পাকহানাদারদের নৃশংসতার স্মরণ বহনকারী স্মৃতিসৌধে বেড়াতে গিয়েছে। এই স্মৃতিসৌধ বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদারদের নৃশংস গণহত্যার শিকার শহিদদের স্মরণে নির্মিত। এই গণহত্যার নিদর্শন ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসের মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়। সেখানে পাকিস্তানি মিলিটারি বাহিনী বুধার এলাকায় গুলি করে অনেককে হত্যা করে।

মুক্তিযুদ্ধের সময় এই শহিদদের স্মরণেই নির্মিত হয় উদ্দীপকের স্মৃতিসৌধ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের স্মৃতিসৌধ ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসের গণহত্যার স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়।

- ঘ. উদ্দীপকের স্মৃতিসৌধের মতো উপন্যাসের কাকতাদুয়া মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিতে নির্মিত হওয়ায় উভয়ই মুক্তিযুদ্ধের প্রামাণ্য দলিল।
- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ একটি গৌরবময় ঘটনা। এই যুদ্ধে বাংলার মুক্তিকামী জনগণ পাকিস্তানি হানাদারদের কাছ থেকে ছিনিয়ে এনেছিল স্বাধীনতার সূর্য। লব প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত এই স্বাধীনতার স্মরণে এদেশে নির্মিত হয়েছে অনেক স্মৃতিস্তম্ভ। ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসের কাকতাদুয়া তেমনই একটি স্মৃতির মিনার।
  - উদ্দীপকে উল্লিখিত স্মৃতিসৌধ বাঙালির গৌরবময় স্মৃতির স্বাবর বহন করে। মহান মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী যে বর্বর গণহত্যা চালিয়েছিল তাতে নিহত শহিদদের স্মরণে নির্মিত হয়। রোজানার দেখা স্মৃতিসৌধ। ফলে এই স্মৃতিসৌধ মুক্তিযুদ্ধের প্রামাণ্য দলিল।
  - ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসের কাকতাদুয়া হলো বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বিতাড়নের প্রতীক। অর্থাৎ ফসলের বেত থেকে যেমন বতিকর জীবজন্তু তাড়াতে কাকতাদুয়া লাগানো হয় তেমনি বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানি হায়েনাদের বিতাড়নে এই কাকতাদুয়া প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতায়ুদ্ধে অনেক বীর বাঙালি জীবন দিয়ে অমর হয়ে আছেন। তাদের স্মৃতি রবায় নির্মিত হয় স্মৃতিসৌধ। অর্থাৎ উদ্দীপকে স্মৃতিসৌধ মুক্তিযুদ্ধের দলিল। এমনিভাবে ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসেও পাকিস্তানি বাহিনীকে বিতাড়নের জন্য প্রতীকী হিসেবে কাকতাদুয়া ব্যবহার করা হয়। ফলে এটিও মুক্তিযুদ্ধের দলিল। তাই বলা যায়, প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যথার্থ।

**১৩** ফুলবাড়ি গ্রামের জনগণ জমির উদ্দীনের অত্যাচারে সবসময় আতঙ্কে দিন যাপন করত। এমনকি গ্রামের সালিস বিচারও তার হুকুমে চলত। কেউ প্রতিবাদ করলে তার ওপর অমানুষিক নির্যাতন নেমে আসত। কিশোর রাসেল এই বর্বরতার দৃশ্য দেখে একসময় প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। গ্রামবাসীদের সহযোগিতার জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সে জনমত গড়ে তোলে। তার একটাই প্রতিজ্ঞা, গ্রামবাসীকে এ অত্যাচার থেকে রক্ষা করবে।

- ক. শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান কে? ১
- খ. ‘আধা-পোড়া বাজারটার দিকে তাকিয়ে ওর চোখ লাল হতে থাকে’— কেন? ২
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত কাহিনি ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসের যে বিশেষ দিকটি ইঙ্গিত করে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের কিশোর রাসেলের মনোভাবই যেন ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসের মূল বক্তব্য – যুক্তিসহ প্রমাণ করো। ৪

১৩ নং প্র. উ.

- ক. শান্তি কমিটির চেয়ারম্যানের নাম আহাদ মুন্সি।
- খ. ১ নং সৃজনশীল প্রশ্নের (খ) এর উত্তর দেখো।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত কাহিনি ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসে উল্লিখিত পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর অত্যাচার এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মনোভাবের দিকটিকে ইঙ্গিত করে।

- বাঙালিরা মহান মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে দেশ স্বাধীন করেছে। সেসময় পাকিস্তানি হানাদাররা এদেশের সাধারণ মানুষের ওপর বর্বর অত্যাচার চালিয়েছিল। সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে বাঙালিরা প্রতিবাদী হয়েছিল। ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের উক্ত দিকগুলো তুলে ধরা হয়েছে।
- উদ্দীপকে ফুলবাড়ি গ্রামে জমির উদ্দীনের অত্যাচার এবং তার বিরুদ্ধে কিশোর রাসেলের প্রতিবাদী মনোভাব বর্ণিত হয়েছে। এটি ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসের পাকিস্তানি বাহিনীর অত্যাচার এবং বুধা ও অন্যদের প্রতিবাদের কাহিনির সাথে সাযুজ্যপূর্ণ। উপন্যাসে পাকিস্তানিদের অত্যাচারে বুধার এলাকার মানুষ জর্জরিত হয়। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী চরিত্র বুধা। উদ্দীপকের জমির উদ্দিন পাকিস্তানিদের প্রতীক এবং রাসেল বুধার প্রতীক। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত কাহিনির মধ্যে পাকিস্তানিদের অত্যাচার এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ইঙ্গিত রয়েছে।

ঘ. ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধের যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তা উদ্দীপকের রাসেলের মনোভাবে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

- ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এবং প্রতিশোধ গ্রহণের ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। অন্যায়কারী যেই হোক তার প্রতিবাদ করা উচিত। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে রবখে দাঁড়িয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ করা প্রয়োজন। আর উপন্যাসের মধ্যে সুনিপুণভাবে সেই ভাবনার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন উপন্যাসিক।
- উদ্দীপকে রাসেলের মাঝে প্রতিবাদী চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। সে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। গ্রামবাসীকে রক্ষা করার জন্য রাসেল অত্যাচারীর বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। সে নিজের জীবনের মৃত্যুঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও গ্রামবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করে। অন্যায়কে কোনোভাবেই মেনে না নেওয়ার এই মানসিকতা উদ্দীপকের রাসেলকে অনবদ্য করে তুলেছে।
- ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসের মূল উপজীব্য পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর অত্যাচার এবং তার বিপরীতে বুধা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিবাদী চরিত্র হিসেবে উপস্থাপন করা অন্যায়ের প্রতিবাদের ধারণাকে কেন্দ্র করেই ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসটি আবর্তিত হয়েছে। আর উদ্দীপকে রাসেলের মনোভাব এই প্রতিবাদী মানসিকতাকেই ধারণ করেছে। রাসেল যেমন এলাকায় জমির উদ্দীনের অত্যাচার মেনে নিতে পারেনি, উপন্যাসের বুধাও তেমনি পাকিস্তানিদের অত্যাচার মেনে নিতে পারেনি। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের কিশোর রাসেলের মনোভাবই যেন ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসের মূল বক্তব্য।

**১৪** সাকিব পিতামাতাকে হারিয়ে চাচির সংসারে বেড়ে ওঠেন। অভাবের সংসারে চাচি তাকে বোঝা মনে করলে, সাকিব তখন আত্মকর্মসংস্থানের

লব্ধ উপজেলা যুব অধিদপ্তরের অধীনে প্রশিৰণ গ্রহণ করেন এবং একজন সফল নার্সারি মালিক হিসেবে সাফল্য অর্জন করেন।

- ক. কুন্সিত কে? ১
- খ. বুধার চোখ লাল হয়ে ওঠে কেন? ২
- গ. বুধা ও সাকিবের কর্মকাণ্ডে যে অমিল লব করা যায় তা তুলে ধরো। ৩
- ঘ. “উদ্দীপকটি ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসের বুধার চরিত্রিক বৈশিষ্ট্যের আংশিক প্রতিফলন মাত্র”— মন্তব্যটি বিচার করো। ৪

১৪ নং প্র. উ.

- ক. কুন্সিত বুধার চাচাতো বোন।
- খ. কোনো ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলে বুধার চোখ লাল হয়ে ওঠে।
- আপাতদৃষ্টিতে বুধাকে মানসিক ভারসাম্যহীন মনে হলেও বুধা মোটেও তা নয়। বরং তার মাঝে রয়েছে প্রবল মানসিক শক্তি। আত্মসম্মানবোধে সে সমুজ্জ্বল। তাই কেউ তাকে অপমান করলে তার আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সে ক্ষুব্ধ হয়। এ মুহূর্তগুলোতে সে অপমানের প্রত্যুত্তর দেওয়ার জন্য, অন্যায়ের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য দৃঢ় শপথ গ্রহণ করে। আর তখনই তার চোখ লাল হয়ে যায়।
- গ. উদ্দীপকে সাকিব একটি নির্দিষ্ট কাজে আত্মনিয়োগ করলেও ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসে বর্ণিত বুধার বেত্রে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়।
- বুধা ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। বয়স অল্প হলেও আত্মনির্ভরশীল সে। তবে তার কাজকর্মের কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। একেক সময় একেক রকম কাজ করে বুধা। কখনো দোকানের কাজ করে, কখনো করে ফসলের মাঠে, কখনোবা মাছ ধরায় সাহায্য করে।
- উদ্দীপকের সাকিব নিজের পায়ে দাঁড়ানোর শপথ গ্রহণ করেন। যুব কর্মস্থান সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি প্রশিৰণ গ্রহণ করেন। এপর নার্সারী পেশায় নিয়োজিত হন। তাঁর মতো কোনো নির্দিষ্ট কাজে উপন্যাসের বুধা আটকে থাকে না। সাকিবের মতো সে কোনো বিশেষ প্রশিৰণও গ্রহণ করে নি। এসব বেত্রেই উভয়ের মাঝে অমিল বিদ্যমান।
- ঘ. উদ্দীপকের সাকিব ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসের বুধা চরিত্রের একটি খন্ডরূপকে ধারণ করে।
- ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র বুধা অসীম সাহস আর মানবিক গুণাবলির অধিকারী। দেশের মানুষের প্রতি মমত্ববোধ, বিদেশি মিলিটারির প্রতি ঘৃণা এবং দেশাত্ববোধ তার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন বুধা গ্রামের সবার কাছে ভালোবাসার পাত্র হয়ে ওঠে।
- উদ্দীপকের সাকিব আত্মমর্যাদাবোধে উজ্জ্বল একটি চরিত্র। সে চাচির সংসারে থেকে মানুষ হলেও চাচির বিরক্তিতে নিজের আত্মসম্মানে আঘাত পান। এ কারণেই তিনি উপজেলা যুব অধিদপ্তরে প্রশিৰণ

নেন নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য। এতে তিনি নিজের আত্মসম্মান ঠিক রাখতে পেরেছেন। উদ্দীপকে সাকিবের এই আত্মমর্যাদাবোধের দিকটিকেই তুলে ধরা হয়েছে।

- উদ্দীপকের সাকিবের মাঝে ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসের বুধা চরিত্রের সামগ্রিক দিক ফুটে ওঠেনি। বুধার মাঝে যে দেশাত্ববোধ আর গ্রামের মানুষের প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে উদ্দীপকের সাকিবের মাঝে তা লব করা যায় না। বুধা অসীম সাহসিকতার পরিচয় দিলেও সাকিবের বেত্রে তা অনুপস্থিত। শুধু চাচির বিরক্তিতে নিজের আত্মমর্যাদাবোধের দিকটি ঠিক রাখার বেত্রেই বুধা এবং সাকিব চরিত্রটি এক মনে হয়। বুধার মাঝে সাহসিকতা, মমত্ববোধ, ভালোবাসা, আত্মমর্যাদাবোধ, দেশাত্ববোধ প্রভৃতি গুণের সমন্বয় ঘটলেও উদ্দীপকের সবুজের মাঝে শুধু আত্মমর্যাদাবোধের দিকটিই প্রস্ফুটিত হয়েছে। ফলে সাকিব বুধা চরিত্রটির সামগ্রিক দিককে ধারণ করতে পারেনি।

১৫ আমেরিকায় পড়াশোনার জন্য যাওয়ার সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন রবমীর। কিন্তু বঁকে বসল সে। দেশকে শত্রুর কবল থেকে রবা করার জন্য সাধারণ মেধাবী আর সাহসী রবমী মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। পিতামাতার শত আপত্তি উপেক্ষা করে অবশেষে গেরিলা যোদ্ধা হিসেবে দুই নম্বর সেক্টরে যোগ দেয়। একের পর এক আক্রমণে পাকসেনাদের অতিষ্ঠ করে তোলে। একপর্যায়ে তাদের হাতে বন্দি হয় সে। প্রাণভিরা চেয়ে শত্রুর কাছে মার্সি পিটিশন করা পছন্দ করল না সে। শেষ পর্যন্ত রবমী শহিদ হয়।

- ক. শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান কে ছিল? ১
- খ. “লোহার টুপি ওদের মগজ খেয়েছে”— ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকের রবমীর সাথে ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসের বুধা চরিত্রের মিল ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. “মিল থাকলেও কিছু বেত্রে অমিলও রয়েছে”— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৩

১৫ নং প্র. উ.

- ক. শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান ছিল আহাদ মুন্সি।
- খ. পাকিস্তানি সেনাদের বিবেকহীনতার কথা বলা হয়েছে আলোচ্য উক্তিটিতে।
- আপাতদৃষ্টিতে মানসিক ভারসাম্যহীন মনে হলেও বুধা আসলে গভীর অনুভূতিপ্রবণ এক কিশোর। পাকিস্তানি সৈন্যরা যে দায়িত্বের খাতিরে নিজেদের বিচার-বুদ্ধি, বিবেচনাবোধ বিসর্জন দিয়েছে সেটি যে বুঝতে পারে। লোহার টুপি মাথায় দেওয়া অর্থাৎ হুকুম তামিলের জন্য প্রস্তুত হওয়ার পর থেকে তাদের মাঝে আর মনুষ্যত্ববোধ অবশিষ্ট থাকে না। এ কারণেই বুধা বলেছে যে লোহার টুপি ওদের মগজ খেয়েছে।
- গ. দেশাত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের দিক থেকে উদ্দীপকের রবমীর সাথে ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসের বুধার মিল পরিলবিত হয়।

- বুধা ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। সে অসীম সাহস আর মানবিক গুণাবলির সমন্বয়ে গঠিত একটি দেশপ্রেমী চরিত্র। দেশের মানুষের মুক্তির জন্য সে গেরিলা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর প্রতি তীব্র ঘৃণায় সে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের সংকল্প করে।
- উদ্দীপকের রবমী ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসের বুধার মতোই দেশপ্রেমী। সে দেশের জন্য অসীম সাহসিকতা নিয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। রবমীর এই দিকটি ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসের বুধার মাঝে সমানভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে। বুধার সাহসিকতা, দেশপ্রেম এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণের দিকটি উদ্দীপকের রবমীর বেত্রে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের রবমী এবং উপন্যাসের বুধা দেশপ্রেমের দিক থেকে একই সূতায় গাঁথা।
- ঘ. দেশপ্রেমের বেত্রে উদ্দীপকের রবমীর সাথে বুধার মিল থাকলেও পরিণতি বিচারে তাদের অমিল রয়েছে।
- বুধা একজন সাহসী ও দেশপ্রেমিক চরিত্র। সে নিজের জীবন বাজি রেখে শত্রুসেনার কবল থেকে দেশকে রবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে। গাঁয়ের লোক পাগল বললেও বুধা একজন সাহসী বালক। সে বাবা-মা হারা এতিম হওয়ায় তার কোনো নির্দিষ্ট ঠিকানা ছিল না। যেখানে সেখানে রাত কাটিয়েও সে অসীম সাহসিকতায় পাকিস্তানি মিলিটারি ক্যাম্প উড়িয়ে দেয়।
- উদ্দীপকে বর্ণিত রবমী এক মহান দেশপ্রেমিক। নিজের সুন্দর ভবিষ্যতের চেয়ে দেশের মুক্তির ভাবনা তার কাছে বেশি প্রধান্য পেয়েছে। তাই আমেরিকায় যাওয়ার বাসনা ত্যাগ করে সে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়। তার বীরত্বপূর্ণ ভূমিকায় দিশেহারা হয়ে যায় শত্রুসেনারা। ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসের বুধাও একইভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়ে সাহসিকতা প্রদর্শন করে। কিন্তু উভয়ের পরিণতি ও জীবনপন্থাটিতে অনেক অমিল লব করা যায়।
- উদ্দীপকের রবমী অসীম সাহসিকতা নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়ে শহিদ হয়। রবমীর সাথে চেতনাগত দিক থেকে মিল থাকলেও জীবনচারণ এবং পরিণতির দিক থেকে বুধার অমিল ফুটে ওঠে। বুধা তার অপারেশনে সফল হলেও উদ্দীপকের রবমী পাক হানাদারদের হাতে ধরা পড়ে এবং শহিদ হয়। তাছাড়া রবমী শিবিতে এবং মেধাবী যুবক হলেও ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসের বুধা ছিল এতিম এবং উদ্বাস্তু। বুধা পাকিস্তানি বাহিনীর ক্যাম্প উড়িয়ে দিয়ে সফলভাবে নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে পারলেও রবমী তা পারেনি। আবার বুধা যে ধরনের জীবনযাপন করে রবমী তার উল্টো। ফলে দেশপ্রেমের বেত্রে মিল থাকলেও জীবনচারণে ও পরিণতিতে তাদের তফাৎ রয়েছে। তাই প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

**১৬** মা মরা ছেলে রতন ও মেয়ে ময়নাকে নিয়ে ছমির মাস্টারের সংসার। গাঁয়ের মোড়লের নজর পড়ে ময়নার ওপর। বিয়ের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু মাস্টার তাতে রাজি হয় না। এত রাতে ছেলে রতনকে নিয়ে গঞ্জ থেকে ফেরার পথে মোড়লের লোকজন মাস্টারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাধা

দিতে গেলে রতনকেও বেদম প্রহার করে। পরদিন সকালে উঠানে শায়িত বাবা ও ভাইয়ের লাশ দেখে ময়না বাকশক্তিহারা হয়ে পড়ে।

- ক. গাঁয়ের লোকে বুধার কী নাম দিয়েছে? ১
- খ. বুধার চোখ লাল হয়ে যায় কেন? ২
- গ. “উদ্দীপকের ময়না এবং বুধার পরিণতি একই”—ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. “পরিণতি এক হলেও প্রেবাট ভিন্ন”—মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

#### ১৬ নং প্র. উ.

- ক. গাঁয়ের লোকে বুধার নাম দিয়েছে কাকতাড়ুয়া।
- খ. ১৪ নং সৃজনশীল প্রশ্নের খ. নং দেখো।
- গ. আপনজন হারিয়ে বিপর্যস্ত হওয়ার দিক থেকে উদ্দীপকের ময়না এবং ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসের বুধা একই পরিণতি বরণ করেছে।
- ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসের বুধা একটি এতিম কিশোর। সে বাবা-মা, ভাই-বোন হারিয়ে নিঃস্ব। তার থাকার কোনো নির্দিষ্ট জায়গা নেই। খাবার পাওয়ার কোনো নিশ্চয়তা নেই। গ্রামের রাস্তাঘাটই তার ঠিকানা। সে বাবা-মা, ভাই-বোনকে হারিয়েছে কলেরা রোগের আক্রমণে। তার আপনজন বলতে কেউ আর থাকে না। থাকলে সমবেদনা জানালেও সে হয়ে পড়ে এতিম।
- উদ্দীপকের ময়নাকেও বুধার মতো একই পরিণতি বরণ করতে হয়। ময়না তার পরিবার পরিজন হারিয়ে নিঃস্ব হয়। ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসে বুধা যেমন পরিবারের সবাইকে হারিয়ে এতিম হয়েছে উদ্দীপকের ময়নাও তেমনি এতিম হয়েছে। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে যাত্রা তাদের দুজনেরই। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের ময়না এবং বুধার পরিণতি একই।
- ঘ. উদ্দীপকের ময়নার এতিম হওয়া এবং ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসের বুধার এতিম হওয়ার কারণ আলাদা।
- ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র বুধা পরিবার-পরিজন হারিয়ে এতিম হয়েছে কলেরার প্রকোপে। সে চোখের সামনে বাবা-মা, ভাইবোনদের মরতে দেখেছে। একরাতের কলেরায় বাবা-মা, দুই-বোন শিলু আর বিনু এবং ভাই তালেক মারা যায়। শুধু বুধা ভাগ্যের জোরে বেঁচে যায়। সে বেঁচে গিয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।
- উদ্দীপকে ময়না বুধার মতো এতিম হলেও তার প্রেবাট ছিল ভিন্ন। ময়না গ্রামের মোড়লের রোয়ানলে পড়ে তার বাবা ও ভাইকে হারায়। মোড়ল নিজের স্বার্থসিদ্ধি করতে না পেরে তার লোকজন গিয়ে ময়নার বাবা ও ভাইকে হত্যা করে। ফলে ময়নার জীবন বিপর্যস্ত হয়।
- ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসের বুধা প্রাকৃতিকভাবে মহামারির প্রকোপে পরিবার-পরিজন হারিয়েছে। অন্যদিকে মানুষের ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড উদ্দীপকের ময়নার জীবনে দুঃসহ যন্ত্রণা সৃষ্টি করে। ফলে দেখা যায় বুধা এবং ময়না উভয়েই এতিম হলেও তার কারণ ছিল ভিন্ন। বুধা

কলেরার প্রকোপে পরিবারের লোকদের হারালেও ময়না হারিয়েছে

সম্ভ্রাসের শিকার হয়ে। তাই বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

### জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

১. দিনের আলো আর রাতের আঁধার কার কাছে দুটোই সমান?  
উত্তর : দিনের আলো আর রাতের আঁধার বুধার কাছে দুটোই সমান।
২. কার কাছে পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ সব সমান?  
উত্তর : বুধার কাছে পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ সব সমান।
৩. ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসে পথ কাকে ডাকে?  
উত্তর : ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসে পথ বুধাকে ডাকে।
৪. ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসে কাকে কেউ বুঝতে পারে না?  
উত্তর : ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসে বুধাকে কেউ বুঝতে পারে না।
৫. ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসে দিন যাপনে কার কোনো কষ্ট নেই?  
উত্তর : ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসে দিন যাপনে বুধার কোনো কষ্ট নেই।
৬. অনেক রাতে ঘুম ভাঙলে বুধা মাথার ওপরে কী দেখতে পায়?  
উত্তর : অনেক রাতে ঘুম ভাঙলে বুধা মাথার ওপরে তারা ভরা আকাশটা দেখতে পায়।
৭. ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসে নেড়ি কুকুরটা কার গা চেটে দেয়?  
উত্তর : ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসে নেড়ি কুকুরটা বুধার গা চেটে দেয়।
৮. ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসে চায়ের দোকানে কাজ করে দিলে বুধার কী জোটে?  
উত্তর : ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসে চায়ের দোকানে কাজ করে দিলে বুধার চা-বিস্কুট জোটে।
৯. বিয়ে বাড়ি হলে বুধা পেট পুরে কী পায়?  
উত্তর : বিয়ে বাড়ি হলে বুধা পেট পুরে ভাত-মাংস পায়।
১০. ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসে ছোটবেলায় কে ভুতের গল্প শোনেনি?  
উত্তর : ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসে ছোটবেলায় বুধা ভুতের গল্প শোনেনি।
১১. ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসে বর্ণিত কে নিজের নিয়মে বড় হয়েছে?  
উত্তর : ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসে বর্ণিত নিজের নিয়মে বড় হয়েছে বুধা।
১২. বুধার মতে যার ঘর নেই চারদিকে তার কী থাকে?  
উত্তর : বুধার মতে যার ঘর নেই চারদিকে তার সোনার ঘর থাকে।
১৩. ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসে গান ভীষণ প্রিয় কার?  
উত্তর : ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসে গান ভীষণ প্রিয় বুধার।
১৪. বুধার কয়টি ভাইবোন ছিল?  
উত্তর : বুধার চারটি ভাইবোন ছিল।
১৫. দুঃখকে বুধা কী ভাবে?  
উত্তর : দুঃখকে বুধা শকুন ভাবে।
১৬. মোচড়াতে মোচড়াতে কার চোখের মনি স্থির হয়ে যায়?  
উত্তর : মোচড়াতে মোচড়াতে বুধার বাবার চোখের মনি স্থির হয়ে যায়।
১৭. মৃত্যুর সময় তিনুর বয়স কত ছিল?  
উত্তর : মৃত্যুর সময় তিনুর বয়স দেড় বছর ছিল।
১৮. বুধা কার গায়ে হাত দিয়ে শিউরে ওঠে?  
উত্তর : বুধার তিনুর গায়ে হাত দিয়ে শিউরে ওঠে।
১৯. তিনু কার কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে যেত?  
উত্তর : তিনু বুধার কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে যেত।
২০. কার হাসিতে মনে হতো বিলের জলে ঢেউ বয়ে যাচ্ছে?  
উত্তর : বিনুর হাসিতে মনে হতো বিলের জলে ঢেউ বয়ে যাচ্ছে।
২১. ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসে পাথরের চোখ মেলে বুধা কী দেখে?  
উত্তর : ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসে পাথরের চোখ মেলে বুধা মৃত্যু দেখে।
২২. ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসে বর্ণিত গ্রামের অর্ধেক লোক উজাড় হয়ে যায় কিসে?  
উত্তর : ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসে বর্ণিত গ্রামের অর্ধেক লোক উজাড় হয়ে যায় কলেরার মহামারিতে।
২৩. কাকতাদুয়ার ভক্তিতে দাঁড়িয়ে থাকে কে?  
উত্তর : কাকতাদুয়ার ভক্তিতে দাঁড়িয়ে থাকে বুধা।
২৪. বুধার কানের পাশ দিয়ে কী উড়ে যায়?  
উত্তর : বুধার কানের পাশ দিয়ে বোলতা উড়ে যায়।
২৫. বুধাকে কামাই করতে বলে কে?  
উত্তর : বুধাকে কামাই করতে বলে তার চাচি।
২৬. ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসে কার রোজগার নেই?  
উত্তর : ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসে বুধার চাচার রোজগার নেই।
২৭. বুধার চাচাতো ভাই-বোন কয়জন?  
উত্তর : বুধার চাচাতো ভাই-বোন ৮ জন।
২৮. ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসে কার চোখ লাল হয়ে যায়?  
উত্তর : ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসে বুধার চোখ লাল হয়ে যায়।
২৯. চাচির কাছে বুধাকে কখন মুরবির মতো মনে হয়?  
উত্তর : বুধার চোখ যখন লাল হয়ে যায় তখন চাচির কাছে মতো মনে হয়।
৩০. বুধার চাচাতো বোনের নাম কী?  
উত্তর : বুধার চাচাতো বোনের নাম কুন্তি।
৩১. বুধা কুন্তিকে কোন সময় ভীষণ ভালোভাবে আসার কথা বলেছিল?  
উত্তর : বুধা কুন্তিকে তার বিয়ের সময় ভীষণ ভালোভাবে আসার কথা বলেছিল।
৩২. নোলক বুধা বুধাকে কী নামে ডাকত?  
উত্তর : নোলক বুধা বুধাকে ছনুছাড়া নামে ডাকত।
৩৩. গায়ের লোক বুধার কী নাম দিয়েছে?  
উত্তর : গায়ের লোক বুধার নাম দিয়েছে কাকতাদুয়া।
৩৪. কুন্তি কে?  
উত্তর : কুন্তি বুধার চাচাতো বোন।

৩৫. বুধা কার কাছে গণকবর সম্পর্কে জানতে চেয়েছিল?

উত্তর : বুধা হাবিবের কাছে গণকবর সম্পর্কে জানতে চেয়েছিল।

৩৬. হরিকাকু বুধাকে কী নামে ডাকত।

উত্তর : হরিকাকু বুধাকে মানিকরতন নামে ডাকত।

৩৭. বুধাকে কে কাকতাদুয়া খেলতে নিষেধ করেছিল?

উত্তর : বুধাকে রানি কাকতাদুয়া খেলতে নিষেধ করেছিল।

৩৮. কাদের ভাষা বুধা বুঝতে পারে না?

উত্তর : মিলিটারিদের ভাষা বুধা বুঝতে পারে না।

৩৯. গাঁয়ে কারা কিয়ামত ঘটিয়ে চলে যায়?

উত্তর : গাঁয়ে মিলিটারিরা কিয়ামত ঘটিয়ে চলে যায়।

৪০. বুধা কোথায় বসে রেডিওতে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনছিল?

উত্তর : বুধা বঙ্গবন্ধুর ভাষণ কানু দয়ালের বাড়িতে বসে রেডিওতে শুনছিল।

৪১. মিলিটারি ক্যাম্পে গরব-ছাগল, হাঁস-মুরগি, মাছ, ডিম, দুধ কারা পাঠায়?

উত্তর : মিলিটারি ক্যাম্পে গরব-ছাগল, হাঁস-মুরগি, মাছ, ডিম, দুধ পাঠায় গাঁয়ের কয়েকজন টাকাওয়ালা মানুষ।

৪২. ক্ষুধা পেলে বুধাকে আলি কী দেয়?

উত্তর : ক্ষুধা পেলে বুধাকে আলি চা-বিস্কুট দেয়।

৪৩. আলি বুধার নতুন নাম কী দেয়?

উত্তর : আলি বুধার নতুন নাম দেয় 'জয়বাংলা'।

৪৪. ভোরবেলা বুধাকে কে কান ধরে টেনে তোলে?

উত্তর : ভোরবেলা বুধাকে আহাদ মুন্সির বড় ছেলে মতিউর কান ধরে টেনে তোলে।

৪৫. আহাদ মুন্সির বাড়ির পর কার বাড়িতে আগুন লাগে?

উত্তর : আহাদ মুন্সির বাড়ির পর রাজাকার কমান্ডারের বাড়িতে আগুন লাগে।

৪৬. বুধা কাকে স্যালুট করে?

উত্তর : বুধা মুক্তিযোদ্ধা সাহাবুদ্দিনকে স্যালুট করে।

৪৭. মিলিটারি ক্যাম্পে রেকি করতে কাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়?

উত্তর : মিলিটারি ক্যাম্পে রেকি করতে বুধাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়।

৪৮. একগাদা পেয়ারা নিয়ে বুধা কোথায় যায়?

উত্তর : একগাদা পেয়ারা নিয়ে বুধা মিলিটারি ক্যাম্পে যায়।

৪৯. মিলিটারিরা কী দখল করে ক্যাম্প বানিয়েছে?

উত্তর : গাঁয়ের স্কুলঘরটি দখল করে মিলিটারিরা ক্যাম্প বানিয়েছে।

৫০. 'কাকতাদুয়া' উপন্যাসে প্রাণহীন দৃষ্টি কাদের?

উত্তর : 'কাকতাদুয়া' উপন্যাসে প্রাণহীন দৃষ্টি পাকিস্তানি মিলিটারিদের।

৫১. মিলিটারি ক্যাম্পে আহাদ মুন্সির সাথে কয়জন রাজাকার ছিল?

উত্তর : মিলিটারি ক্যাম্পে আহাদ মুন্সির সাথে ৩ জন রাজাকার ছিল।

৫২. বুধাকে কে সানকি ভরা ভাত দেয়?

উত্তর : বুধাকে মিঠুর মা সানকি ভরা ভাত দেয়।

৫৩. বুধা কাকে নিয়ে বাবা-মার কবর দেখতে যায়?

উত্তর : বুধা কুশিতিকে নিয়ে বাবা-মার কবর দেখতে যায়।

৫৪. বুধার মা-বাবার কবর কে পরিষ্কার করে রাখে?

উত্তর : বুধার মা-বাবার কবর কুশিত পরিষ্কার করে রাখে।

৫৫. বুধা মাটি কাটার দলে কাজ নিতে কার কাছে অনুরোধ করে?

উত্তর : বুধা মাটি কাটার দলে কাজ নিতে ফজু চাচার কাছে অনুরোধ করে।

৫৬. বাজ্জার কাটার কাজ কে তদারকি করে?

উত্তর : বাজ্জার কাটার কাজ আহাদ মুন্সির ছেলে মতিউর তদারকি করে।

৫৭. রাতের বেলা বাজ্জারে করে মিলিটারিরা কী দেখবে বলে বুধা জানায়?

উত্তর : রাতের বেলা বাজ্জারে করে মিলিটারিরা হাউইবাজি দেখবে বলে বুধা জানায়।

৫৮. বুধা কার পা ধরে সালাম করে ভৌ দৌড় দেয়?

উত্তর : বুধা ফজু মিয়র পা ধরে সালাম করে ভৌ দৌড় দেয়।

৫৯. বুধা বাজ্জারে কী পুঁতে রাখে?

উত্তর : বুধা বাজ্জারে মাইন পুঁতে রাখে।

৬০. বুধা ও শাহাবুদ্দিন দুজনে মিলে কী খায়?

উত্তর : বুধা ও শাহাবুদ্দিন দুজনে মিলে গুড়-মুড়ি খায়।

৬১. 'কাকতাদুয়া' উপন্যাসে উল্লিখিত কে নিজের বোঝা নিজে বইবে?

উত্তর : 'কাকতাদুয়া' উপন্যাসে উল্লিখিত বুধা নিজের বোঝা নিজে বইবে।

৬২. কে বুধাকে লজ্জা দিতে চায় না?

উত্তর : চাচি বুধাকে লজ্জা দিতে চায় না।

৬৩. পাকিস্তানি সেনা দেখে বুধা কোথায় লম্বা হয়ে শুয়ে থাকে?

উত্তর : পাকিস্তানি সেনা দেখে বুধা ধানগাছের আড়ালে লম্বা হয়ে শুয়ে থাকে।

৬৪. কে বুধাকে দেখে হাউমাউ করে কেঁদে ফেলে?

উত্তর : হরিকাকুর বউ বুধাকে দেখে হাউমাউ করে কেঁদে ফেলে।

৬৫. বুধার চাচা কাজ খুঁজতে কোথায় গিয়েছে?

উত্তর : বুধার চাচা কাজ খুঁজতে শহরে গিয়েছে।

৬৬. 'কাকতাদুয়া' উপন্যাসে বর্ণিত সালাম চাচা কিসের আঘাতে মারা গেছে?

উত্তর : 'কাকতাদুয়া' উপন্যাসে বর্ণিত সালাম চাচা বুলেটের আঘাতে মারা গেছে।

৬৭. কোন রোগ বুধাকে খেতে পারেনি?

উত্তর : কলেরা রোগ বুধাকে খেতে পারেনি।

৬৮. 'কাকতাদুয়া' উপন্যাসে লাশ খেতে কে উড়ে আসে?

উত্তর : 'কাকতাদুয়া' উপন্যাসে লাশ খেতে শকুন উড়ে আসে।

৬৯. শত্রুদের না তাড়িয়ে কে চায়ের দোকান বানাবে না?

উত্তর : শত্রুদের না তাড়িয়ে আলি চায়ের দোকান বানাবে না।

৭০. 'কাকতাদুয়া' উপন্যাসে কে যার-তার কাছে হাত পাতে না?



<p>উত্তর : ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসে বুধা যার-তার কাছে হাত পাতে না।</p>	<p>৮৭. পায়ের আঙুলে লাগানো শামুকের খোলটিকে বুধার কাছে কী বলে মনে হয়?</p>
<p>৭১. বুধার মতে কী না করলে গ্রামটা একদিন ভূতের বাড়ি হবে?</p> <p>উত্তর : বুধার মতে লড়াই না করলে গ্রামটা একদিন ভূতের বাড়ি হবে।</p>	<p>উত্তর : পায়ের আঙুলে লাগানো শামুকের খোলটিকে বুধার কাছে লোহার টুপি বলে মনে হয়।</p>
<p>৭২. বুধা কার কাছ থেকে কেরোসিন তেল নেয়?</p> <p>উত্তর : বুধা আলির কাছ থেকে কেরোসিন তেল নেয়।</p>	<p>৮৮. ‘ও পাগল হয় নি। শক্ত হয়ে গেছে।’— গাঁয়ের লোক কার সম্পর্কে কথাটি বলে?</p>
<p>৭৩. বুধা বড় মশালটা কয় চালা ঘরের চালে ছুড়ে মারে?</p> <p>উত্তর : বুধা বড় মশালটা আটচালা ঘরের চালে ছুড়ে মারে।</p>	<p>উত্তর : ‘ও পাগল হয় নি। শক্ত হয়ে গেছে।’— গাঁয়ের লোক বুধা সম্পর্কে কথাটি বলে।</p>
<p>৭৪. ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসে বুধাকে দেখে কাদের সাহস বেড়ে যায়?</p> <p>উত্তর : ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসে বুধাকে দেখে আলি আর মিঠুর সাহস বেড়ে যায়।</p>	<p>৮৯. চাচির বলা কোন শব্দটা বুধার শক্ত হয়ে থাকা মগজের গায়ে ধাক্কা খায়?</p>
<p>৭৫. কে বুধাকে পেলে চিবিয়ে খাবে?</p> <p>উত্তর : মতিউর বুধাকে পেলে চিবিয়ে খাবে।</p>	<p>উত্তর : চাচির বলা ‘কামাই’ শব্দটা বুধার শক্ত হয়ে থাকা মগজের গায়ে ধাক্কা খায়।</p>
<p>৭৬. ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসে কার হস্তিত্ব দেখে লোক জড়ো হয়?</p> <p>উত্তর : ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসে মতিউরের হস্তিত্ব দেখে লোক জড়ো হয়।</p>	<p>৯০. চাচির বলা কোন শব্দটা বুধার শক্ত হয়ে থাকা বুকের মাটিতে বলের মতো লাফায়?</p>
<p>৭৭. বুধা ফুলকলিকে কী খেতে দিল?</p> <p>উত্তর : বুধা ফুলকলিকে দুটো জিলাপি খেতে দিল।</p>	<p>উত্তর : চাচির বলা ‘বোমা’ শব্দটা বুধার শক্ত হয়ে থাকা বুকের মাটিতে বলের মতো লাফায়।</p>
<p>৭৮. কমাভারের বাড়িতে কিছু ঘটলে বুধাকে কে জানাবে?</p> <p>উত্তর : কমাভারের বাড়িতে কিছু ঘটলে বুধাকে ফুলকলি জানাবে।</p>	<p>৯১. বুধা চাচির বাড়িতে গেলে কার চোখ ছলছল করত?</p>
<p>৭৯. ফুলকলি বুধাকে কী বলে ডাকবে বলে জানায়?</p> <p>উত্তর : ফুলকলি বুধাকে যুদ্ধ বলে ডাকবে বলে জানায়।</p>	<p>উত্তর : বুধা চাচির বাড়িতে গেলে কুন্তির চোখ ছলছল করত।</p>
<p>৮০. বুধা মনের আনন্দে দু পায়ে কী মাখে?</p> <p>উত্তর : বুধা মনের আনন্দে দু পায়ে পথের ধুলো মাখে।</p>	<p>৯২. কিসের ভেতরে বুধা গাঁয়ের বেশির ভাগ মানুষকে দেখতে পায়?</p>
<p>৮১. বুধার ঘুমানোর জন্য দরজাবিহীন কী আছে?</p> <p>উত্তর : বুধার ঘুমানোর জন্য দরজাবিহীন টেকিঘর আছে।</p>	<p>উত্তর : কাকতাদুয়ার ভেতরে বুধা গাঁয়ের বেশির ভাগ মানুষকে দেখতে পায়।</p>
<p>৮২. গেরস্ত বাড়িতে কাজ করে দিলে বুধার কোন ডালের সাথে ভাত জোটে?</p> <p>উত্তর : গেরস্ত বাড়িতে কাজ করে দিলে বুধার অড়হর ডালের সাথে ভাত জোটে।</p>	<p>৯৩. হরিকাকু কখন বুধাকে হেসে মানিকরতন বলে ডাকে?</p>
<p>৮৩. ‘কোথায় যাচ্ছিস বুধা’— জিজ্ঞেস করলে বুধা কী জবাব দেয়?</p> <p>উত্তর : ‘কোথায় যাচ্ছিস বুধা’— জিজ্ঞেস করলে বুধা জবাব দেয় ‘সোনার ঘরে’।</p>	<p>উত্তর : হরিকাকুর জালে প্রচুর মাছ উঠলে বুধাকে সে হেসে মানিকরতন বলে ডাকে।</p>
<p>৮৪. মানুষের কিসের সীমা নেই বলে বুধা হাসতে হাসতে নিজেকে বলে?</p> <p>উত্তর : মানুষের বোকামির সীমা নেই বলে বুধা হাসতে হাসতে নিজেকে বলে।</p>	<p>৯৪. গাঁয়ের গোবর কুড়ানি বুড়িটা বুধার কী নাম দিয়েছে?</p>
<p>৮৫. কিসের গান শুনে বুধা গান শেখে?</p> <p>উত্তর : আখড়ার গান শুনে বুধা গান শেখে।</p>	<p>উত্তর : গাঁয়ের গোবর কুড়ানি বুড়িটা বুধার নাম দিয়েছে ‘গোবররাজা’।</p>
<p>৮৬. বুধা আঙুলের মাথায় কী তুলে নিয়ে নাচাতে থাকে?</p> <p>উত্তর : বুধা আঙুলের মাথায় মরা শামুকের খোল তুলে নিয়ে নাচাতে থাকে।</p>	<p>৯৫. বুধা কার ভাবনার মতো সাহসী মানুষ হয়ে উঠতে চায়?</p>
	<p>উত্তর : বুধা নোলক বুয়ার ভাবনার মতো সাহসী মানুষ হয়ে উঠতে চায়।</p>
	<p>৯৬. ‘আমি তো এখন স্বাধীন মানুষ।’— বুধা কাকে এ কথা বলে?</p>
	<p>উত্তর : ‘আমি তো এখন স্বাধীন মানুষ।’— বুধা হাবু দোকানদারকে এ কথা বলে।</p>
	<p>৯৭. গাঁয়ে যখন মিলিটারি এলো বুধা তখন কী খেলছিল?</p>
	<p>উত্তর : গাঁয়ে যখন মিলিটারি এলো বুধা তখন কাকতাদুয়া খেলছিল।</p>
	<p>৯৮. বুধাদের গাঁয়ে মিলিটারিরা কিসে চড়ে আসে?</p>
	<p>উত্তর : বুধাদের গাঁয়ে মিলিটারিরা জিপে চড়ে আসে।</p>
	<p>৯৯. বুধা আতঙ্কে কিসে মিলে যায়?</p>
	<p>উত্তর : বুধা আতঙ্কে ধানবেতের কাদায় মিলে যায়।</p>
	<p>১০০. বুধা কী নিয়ে ডোবা থেকে পানি আনে?</p>
	<p>উত্তর : বুধা মাটির হাঁড়ি নিয়ে ডোবা থেকে পানি আনে।</p>
	<p>১০১. কিসের দিকে তাকিয়ে বুধার চোখ লাল হতে থাকে?</p>

উত্তর : আধপোড়া বাজারটির দিকে তাকিয়ে বুধার চোখ লাল হতে থাকে।	১১৩. বুধা গায়ে খেটে কিসের দাম শোধ দেবে? উত্তর : বুধা গায়ে খেটে তেলের দাম শোধ দেবে।
১০২. বুকের ভেতর ভীষণ কিছু গজিয়ে উঠলে বুধা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়? উত্তর : বুকের ভেতর ভীষণ কিছু গজিয়ে উঠলে বুধা নদীর ধারে গিয়ে দাঁড়ায়।	১১৪. বুধা পোড়া ঘরে গিয়ে কয়টা মশাল বানায়? উত্তর : বুধা পোড়া ঘরে গিয়ে চারটা মশাল বানায়।
১০৩. কার বাড়িতে গিয়ে বুধার চক্ষু চড়কগাছ হয়? উত্তর : নোলক বুধার বাড়িতে গিয়ে বুধার চক্ষু চড়কগাছ হয়।	১১৫. আলি ও মিঠু কিসে যোগ দিতে গ্রাম ছেড়ে পালায়? উত্তর : আলি ও মিঠু মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিতে গ্রাম ছেড়ে পালায়।
১০৪. হরিকাকুর সাথে কোন গাছের নিচে বুধার দেখা হয়? উত্তর : হরিকাকুর সাথে জামগাছের নিচে বুধার দেখা হয়।	১১৬. ফুলকলি বাড়ির বাইরে কোন গাছের নিচে বসে অনেককণ কাঁদল? উত্তর : ফুলকলি বাড়ির বাইরে জামগাছের নিচে বসে অনেককণ কাঁদল।
১০৫. বুধাদের গ্রামে কলেরার প্রকোপ কত দিন ছিল? উত্তর : বুধাদের গ্রামে কলেরার প্রকোপ সাত দিন ছিল।	১১৭. বুধা ফুলকলিকে কার বাড়িতে নিয়ে যায়? উত্তর : বুধা ফুলকলিকে আতাফুপুর বাড়িতে নিয়ে যায়।
১০৬. ‘বানরের আবার চাঁদে যাওয়ার সাধ’— ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসে উক্তিটি কার? উত্তর : ‘বানরের আবার চাঁদে যাওয়ার সাধ’।— ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসে উক্তিটি মধুর।	১১৮. আতাফুপুর বাড়িতে বুধা পেটভরে কী খায়? উত্তর : আতাফুপুর বাড়িতে বুধা পেটভরে পাম্ভা ভাত খায়।
১০৭. ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসে বর্ণিত মধুর বড় ভাইয়ের নাম কী? উত্তর : ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসে বর্ণিত মধুর বড় ভাইয়ের নাম মিঠু।	১১৯. ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসে বর্ণিত কে আর্ট কলেজে পড়ে? উত্তর : ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসে বর্ণিত শাহাবুদ্দিন আর্ট কলেজে পড়ে।
১০৮. মৃত্যুর সময় বুধার মা বুধাকে কার ভরসায় রেখে যাওয়ার কথা বলে? উত্তর : মৃত্যুর সময় বুধার মা বুধাকে আলরাহর ভরসায় রেখে যাওয়ার কথা বলে।	১২০. গাঁয়ের স্কুলঘরটি দখল করে মিলিটারিরা কী বানিয়েছে? উত্তর : গাঁয়ের স্কুলঘরটি দখল করে মিলিটারিরা ক্যাম্প বানিয়েছে।
১০৯. কী খেলে বুধার মন ভরে? উত্তর : জোছনা খেলে বুধার মন ভরে।	১২১. “লোহার টুপি কি মানুষের মগজ খায়?” বুধা কাকে জিজ্ঞেস করে? উত্তর : “লোহার টুপি কি মানুষের মগজ খায়?” বুধা আহাদ মুন্সিকে জিজ্ঞেস করে।
১১০. কী খেলে বুধার মগজ ভরে? উত্তর : বাতাস খেলে বুধার মগজ ভরে।	১২২. বুধার পোড়া ঘরে তৈরি হওয়া মশালটি কার নতুন তোলা ছনের ঘর পুড়িয়ে দেয়? উত্তর : বুধার পোড়া ঘরে তৈরি হওয়া মশালটি আহাদ মুন্সির নতুন তোলা ছনের ঘর পুড়িয়ে দেয়।
১১১. আহাদ মুন্সির দলের লোকেরা কিসের পাশে ঘোরাঘুরি করে? উত্তর : আহাদ মুন্সির দলের লোকেরা মিলিটারি ক্যাম্পের পাশে ঘোরাঘুরি করে।	১২৩. বুধা তার জ্বরকে কিসের জ্বর বলেছে? উত্তর : বুধা তার জ্বরকে ভালরুকের জ্বর বলেছে।
১১২. আহাদ মুন্সি বুধাকে কী কাজ দেওয়ার কথা বলে? উত্তর : আহাদ মুন্সি বুধাকে গরব চরানোর কাজ দেওয়ার কথা বলে।	১২৪. কুন্তি কী তুলে বাড়ি ফিরছিল? উত্তর : কুন্তি একগাদা শাপলা তুলে বাড়ি ফিরছিল।

### অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

১. রাত নিয়ে ওর কোনো ঝামেলা নেই— কেন? উত্তর : ভবঘুরে বুধার মনে কোনো ভয়ডর নেই বলে রাত নিয়ে ওর কোনো ঝামেলা নেই।	উত্তর : ফুলকলির মাঝে মুক্তির চেতনা রয়েছে বলে বুধা ফুলকলিকে ‘জয় বাংলা’ বলে ডাকবে।
◆ ছোটবেলা থেকেই ভয়ডরের সাথে দেখা হয়নি বুধার। নিজের মতো করেই সে মানুষ হয়েছে। হুন্নাড়া তার জীবন তাই দিন-রাত সবই তার কাছে সমান। জীবন নিয়ে তার বিশেষ কোনো ভাবনা নেই। রাত হলে ঘরে ফেরার তাড়া নেই। যেখানে ইচ্ছা সেখানেই নির্ভয়ে রাত কাটিয়ে দেয় সে। এ কারণেই আলোচ্য কথাটি বলা হয়েছে।	◆ ‘জয় বাংলা’ বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের এক অবিস্মরণীয় স্লোগান। এর দৃঢ় উচ্চারণ বাঙালির মাঝে অমিত প্রেরণার সঞ্চার করত। ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসের বুধাও ‘জয় বাংলার’ মন্ত্রে উদ্দীপ্ত ছিল। ফুলকলি শত্রুর বিরুদ্ধে তার অবস্থান ও সহযোগিতার কথা জানায় বুধাকে। বুধা তখন ফুলকলিকে ‘জয় বাংলা’ বলে ডাকবে বলে জানায়।
২. বুধা ফুলকলিকে ‘জয় বাংলা’ বলে ডাকবে কেন?	৩. ‘ও পাগল হয় নি। শক্ত হয়ে গেছে।’— কেন?

**উত্তর :** চোখের সামনে পরিবারের সবাইকে মৃত্যুবরণ করতে দেখেছে বুধা। তার মনের অবস্থার স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে আলোচ্য চরণে।

- ◆ একরাতেই বুধার বাবা-মা ও চার ভাই-বোনের সবাই প্রাণ হারায় কলেরায় আক্রান্ত হয়ে। এত কাছ থেকে আপন মানুষদের এভাবে হারিয়ে যেতে দেখে শোকে পাথর হয়ে যায় বুধা। সেই থেকেই তার আচার-আচরণের কোনো ঠিক নেই। কেউ কেউ ভাবে বুধা বুঝি পাগল হয়ে গেছে। আর সচেতন মানুষেরা জানে বুধা পাগল হয়নি। মৃত্যুশোকের তীব্রতা তার স্বাভাবিক অনুভূতিকে ভেঁতা করে দিয়েছে। মনের ভেতর তৈরি হওয়া স্বজন হারানোর গভীর বত বুধার মনে স্থায়ী ছাপ তৈরি করেছে।

#### ৪. চাচির প্রতি বুধা মনে মনে কৃতজ্ঞ হয়ে ওঠে কেন?

**উত্তর :** চাচির ভর্তসনার কারণেই বুধা আত্মপ্রত্যয়ী হওয়ার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছিল। এ কারণেই চাচির প্রতি সে কৃতজ্ঞ হয়ে ওঠে।

- ◆ এক রাত্রির ব্যবধানে পরিবারের সকল সদস্যকে হারানো অসহায় বুধার আশ্রয় জোটে চাচার ঘরে। বেকার চাচা তার আঁচিটি সন্তান নিয়ে অতি কষ্টে দিনযাপন করছিলেন। তাই বিশাল এই পরিবারে বুধা যে একটি বোঝা সেই কথা বুধাকে স্মরণ করিয়ে দেয় চাচি। চাচির কথা শুনে বুধা বুঝতে পারে আত্মপ্রত্যয়ী হওয়ার গুরুত্ব। চাচির সংসার ছেড়ে সে নিজের ভার নিজের কাঁধে নিয়ে নেয়। এভাবে মুক্ত স্বাধীন জীবনের স্বাদ পায়, যা চাচির সংসারে পড়ে থাকলে তার পর্বে সম্ভব হতো না। এ কারণেই বুধা মনে মনে চাচির প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে উঠেছিল।

#### ৫. বুধা আতঙ্কে ধানবেতের কাদায় মিশে যায় কেন?

**উত্তর :** পাকবাহিনীর বর্বরতা দেখে বুধা আতঙ্কে ধানবেতের কাদায় মিশে যায়।

- ◆ ১৯৭১ সালের একদিন পাকিস্তানি হানাদাররা বুধাদের গ্রামে এসে উপস্থিত হয়। গ্রামের বাজারটিতে তারা হামলা চালায়। গুলি করে মানুষ হত্যা করে। বাজারে আগুন লাগিয়ে দেয়। আগুনে পুড়ে মারা যায় অনেকে। পাকিস্তানি হানাদারদের নিষ্ঠুরতার পরিচয় জানা ছিল না বুধার। তাছাড়া মানুষ যে মানুষের ওপর এতটা নির্দয় হতে পারে এ বিষয়টিও বুধা প্রথম বুঝতে পারল। এ কারণেই তাকে প্রচণ্ড ভয় ঘিরে ধরেছিল। চোখের সামনে দেখা এমন দৃশ্য তার কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিল না।

#### ৬. বুধার গ্রামের লোকেরা ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাচ্ছিল কেন?

**উত্তর :** পাকিস্তানি হানাদারদের অত্যাচার থেকে বাঁচতে বুধার গ্রামের লোকেরা ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাচ্ছিল।

- ◆ ১৯৭১ সালে পাক হানাদার বাহিনী এ দেশের মানুষের ওপর বর্বর নির্যাতন চালায়। পাখির মতো মানুষকে হত্যা করে। বাড়ি-ঘর-বাজার জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়। ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসে উল্লিখিত বুধাদের গ্রামেও একইভাবে ধ্বংসযজ্ঞ চালায় হানাদাররা। প্রাণ বাঁচাতে গ্রামের মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ঘরবাড়ি ফেলে পালাচ্ছিল।

#### ৭. ‘যেন পুরো একটি বিল ঢুকে আছে ওর চোখে’- কথাটি বুঝিয়ে লেখো।

**উত্তর :** বুধার বোন বিনুর মায়াঘেরা চোখের সৌন্দর্যের অনুভূতি প্রকাশিত হয়েছে আলোচ্য বক্তব্যে।

- ◆ বিনু ছিল বুধার পিঠাপিঠি বোন। তার চোখ জোড়া ছিল অসম্ভব সুন্দর। বিলের মতোই গভীর ও স্বচ্ছ ছিল তার চাহনি। সেই বোনটি কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। মৃত বোনের কথা স্মরণ করে আবেগাপন্ন হয়ে পড়ে বুধা।

#### ৮. বিদেশি মানুষ ও নিজেদের মানুষ সবার ওপর বুধার ঘৃণা বাড়তে থাকে কেন?

**উত্তর :** বিদেশি মানুষের ধ্বংসলীলা এবং তাতে এদেশের কিছু মানুষের সহযোগিতার বিষয়টি দেখে উভয় শ্রেণির মানুষের প্রতি বুধার প্রবল ঘৃণার সৃষ্টি হয়।

- ◆ ১৯৭১ সালে বাঙালির ওপর নিষ্ঠুর অত্যাচার চালায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। ভিনদেশি বর্বরদের নির্মমতা বুধাকে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ করে তোলে। তার বোভ আরও বাড়ে যখন সে দেখে এ দেশেরই কিছু মানুষ তাদের সমর্থন করছে। তাদের ধ্বংসযজ্ঞে প্রত্যবভাবে সহযোগিতা প্রদান করছে। তাদের এমন বিশ্বাসঘাতকতায় বুধার মনে তাদের প্রতি তীব্র ঘৃণা জন্মায়।

#### ৯. “আপনারা কী দুই জন, না এক জন?” বুধা এ কথা বলে কেন?

**উত্তর :** আলি ও মধুর একাত্মতার বিষয়টি অনুধাবন করতে পেরে বুধা আলোচ্য প্রশ্নটি করে।

- ◆ মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশকে শত্রুবমুক্ত করার প্রত্যয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় আলি ও মধু দুজনেই। বুধাও ছিল একই চেতনায় উদ্দীপ্ত এক কিশোর। ছোট হলেও বুধার অনুভূতিশক্তি ছিল প্রখর। মধু ও আলির মুখ দেখে সে বুঝে যায় যে, তাদের দুজনের মনে একই ভাবনা খেলা করছে। তাদের প্রাণের বাসনা একটি সুতোতে বাঁধা পড়েছে। তারা যে দুটি প্রাণ এক আত্মা এ বিষয়টিই প্রকাশিত হয়েছে বুধার কথায়।

#### ১০. বুধা আলির কাছ থেকে কেরোসিনের শিশি চেয়ে নেয় কেন?

**উত্তর :** আহাদ মুন্সির ঘরে আগুন দেওয়ার জন্য বুধা আলির কাছ থেকে কেরোসিনের শিশি চেয়ে এনেছিল।

- ◆ ১৯৭১ সালে এদেশে পাকিস্তানিদের বর্বরতার প্রত্যাব ও পরোব সহযোগী হয়েছিল এদেশেরই কিছু নরপশু। আহাদ মুন্সি তাদেরই একজন প্রতিনিধি। বুধাদের গ্রামে পাকিস্তানিদের ধ্বংসযজ্ঞের সে ছিল অন্যতম দোসর। বুধা তাই আহাদ মুন্সিকে উচিত শিবা দেওয়ার কথা ভাবে। আহাদ মুন্সির ঘর জ্বালিয়ে দেওয়ার জন্য সে আলির কাছ থেকে কেরোসিনের শিশি চেয়ে নেয়।

#### ১১. বুধা আহাদ মুন্সির বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয় কেন?

**উত্তর :** দেশের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য আহাদ মুন্সিকে শাস্তি দেওয়ার প্রত্যয়ে বুধা তার বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়।

- বুধাদের গ্রামে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ক্যাম্প স্থাপন করে। গ্রামে গণহত্যা চালায়। তাদের হত্যাযজ্ঞে প্রত্যাবর্তে ভূমিকা পালন করে শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান আহাদ মুন্সি। আহাদ মুন্সিকে বুধা তাই উচিত শিবা দেওয়ার পরিকল্পনা করে। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী সে আহাদ মুন্সির বাড়িতে আগুন দেয়।

#### ১২. আলী ও মিঠু গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায় কেন?

উত্তর : আহাদ মুন্সির আক্রোশ থেকে বাঁচতে এবং মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার প্রত্যয়ে আলী ও মিঠু গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায়।

- রাজাকার আহাদ মুন্সির বাড়িতে আগুন দেওয়ার পিছনে বুধার হাত থাকলেও নাবালক ও আপাতদৃষ্টিতে মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন হওয়ায় সে ছিল সন্দেহের উর্ধ্বে। আহাদ মুন্সির সকল সন্দেহ নিশ্চিতভাবেই এসে পড়ত স্বাধীনতাকামী যুবক আলী ও মধুর ওপর। মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য তাদের গ্রাম ছেড়ে পালানোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছিল। কিন্তু আহাদ মুন্সীর বাড়িতে ঘটে যাওয়া ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় তাদের গ্রামে অবস্থান আরও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যায়। তাই তারা মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে সেই রাতেই গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায়।

#### ১৩. মুক্তিযোদ্ধা শাহাবুদ্দিন বুধার সাথে দেখা করতে আসে কেন?

উত্তর : দেশকে শত্রুবমুক্ত করতে বুধার সাহসিকতাকে কাজে লাগানোর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লব্ধি নিয়ে বুধার সাথে দেখা করতে আসে মুক্তিযোদ্ধা শাহাবুদ্দিন।

- বুধা অসীম সাহসী এক বালকের নাম। পাকিস্তানিদের দোসর আহাদ মুন্সির বাড়ি পুড়িয়ে দিয়ে সে দেশপ্রেমের অনন্য স্বাবর রাখে। আলী ও মধুর মুখে বুধার দেশপ্রেম ও বীরত্বের কথা শুনে মুগ্ধ হন মুক্তিযোদ্ধা শাহাবুদ্দিন। বুধাকে নিয়ে তিনি আরও বড় পরিকল্পনা করেন। বুধার সাহায্য নিয়ে পাকিস্তানিদের ক্যাম্প নিশ্চিহ্ন করে দিতে চান। এ কথা জানাতেই তিনি বুধার সাথে দেখা করতে আসেন।

#### ১৪. মুক্তিযোদ্ধা শাহাবুদ্দিন বুধাকে বজ্রবন্ধু, মেশিনগান, যুদ্ধ ইত্যাদি নামে ডাকে কেন?

উত্তর : বুধার মাঝে মুক্তিসংগ্রামের অদম্য চেতনা লব করে বুধাকে প্রশ্নোক্ত নামগুলো দেয় মুক্তিযোদ্ধা শাহাবুদ্দিন।

- বুধা স্বদেশপ্রেমের অনন্য এক দৃষ্টান্ত। দুর্দান্ত সাহসিকতার সাথে সে রবখে দেয় শত্রুর গতি। তার মাঝে এমন মুক্তির আকাঙ্ক্ষা দেখতে পেয়ে অভিভূত হন মুক্তিযোদ্ধা শাহাবুদ্দিন। তার চোখে বুধা যেন দেশের মানুষের মুক্তিচেতনার অনন্য এক প্রতীক। তাই ভালোবেসে বুধাকে মুক্তিযুদ্ধের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন নামে ডাকে সে।

#### ১৫. মিলিটারিদের ক্যাম্পে যাওয়ার সময় বুধা সাথে করে পেয়ারা নেয় কেন?

উত্তর : পেয়ারার লোভ দেখিয়ে পাকিস্তানিদের সাথে ভাব জমিয়ে তোলার উদ্দেশ্যেই বুধা মিলিটারিদের ক্যাম্পে যাওয়ার সময় সাথে করে পেয়ারা নিয়ে যায়।

- মুক্তিযোদ্ধা শাহাবুদ্দিনের নির্দেশে পাকিস্তানিদের ক্যাম্পটি রেকি করার দায়িত্ব পড়েছিল বুধার ওপর। তাই ক্যাম্পে সৈনিকদের অবস্থান, অস্ত্রশস্ত্রের অবস্থান ও পরিমাণ ইত্যাদি খুব কাছ থেকে ভালোভাবে দেখা প্রয়োজন ছিল। পাকিস্তানিদের সাথে ভাব জমাতে পারলে কমিটি আরও সহজ হয়ে যেত। পেয়ারা খাওয়ানোর ছলে তাদের সাথে আড্ডা জমিয়ে নিজের কার্যসিদ্ধির পরিকল্পনা করে বুধা। এ কারণেই সে সাথে করে অনেকগুলো পেয়ারা নিয়ে যায়।

#### ১৬. আহাদ মুন্সি বুধাকে কাকতাদুয়া বানিয়ে রাখার নির্দেশ দেয় কেন?

উত্তর : বেয়াদবি করার শাস্তি হিসেবে আহাদ মুন্সি বুধাকে কাকতাদুয়া বানিয়ে রাখার নির্দেশ দেয়।

- পাকিস্তানিদের নির্মম অত্যাচারের সারথী হওয়ায় আহাদ মুন্সিকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করত বুধা। তাই তার সাথে দেখা হলেই অদ্ভুত কথাবার্তা বলে তাকে বিভ্রান্ত করত সে। মিলিটারিদের ক্যাম্পে বুধা আবার একই আচরণ করলে তার ওপর ভীষণ বিপ্লব হয় আহাদ মুন্সি। সজ্জী রাজাকার তিনজনকে আদেশ দেয় বুধাকে কাকতাদুয়া বানিয়ে রাখতে।

#### ১৭. বুধাকে দেখে রাজাকার তিনজন ভয় পেয়ে যায় কেন?

উত্তর : বুধার যন্ত্রণাক্রিষ্ট, কালিমাখা মুখটি রাজাকার তিনজনকে ভয় পাইয়ে দেয়।

- কাকতাদুয়া বানানোর জন্য বুধার মুখে রাজাকাররা কালি মেখে দিয়েছিল। প্রচণ্ড জ্বরের কারণে বুধার মুখ কদাকার হয়ে ওঠে। জ্বরের ঘোরে সুনসান পরিবেশে একাকী ছেলেটির কঁোকানোর দৃশ্য দেখে রাজাকাররা ভাবে যেন ভূত দেখছে। এ কারণেই ওরা বিষম ভয় পেয়ে যায়।

#### ১৮. বুধা মাটি কাটার দলে কাজ নিতে চায় কেন?

উত্তর : পাকবাহিনীর বাজ্কারে গোপনে মাইন পুঁতে রাখার জন্য বুধা মাটি কাটার দলে কাজ নিতে চায়।

- মুক্তিযোদ্ধা শাহাবুদ্দিন বুধাদের গ্রামে পাকবাহিনীর ক্যাম্পটি ধ্বংস করে দিতে চায়। হানাদাররা বাজ্কার তৈরির উদ্যোগ নিলে সে বাজ্কারটি উড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করে। পরিকল্পনা অনুযায়ী বুধাকে একটি মাইন দেওয়া হয় বাজ্কারে পুঁতে আসার জন্য। বাজ্কারের মাটি খোঁড়ার লোকদের সাথে কাজের সুযোগ পেলেই কেবল তা করা সম্ভব। এ কারণেই বুধা মাটি কাটার দলে কাজ নিতে চায়।

#### ১৯. পাকিস্তানি মিলিটারিরা বাজ্কার খোঁড়ার সিদ্ধান্ত নেয় কেন?

উত্তর : মুক্তিবাহিনীর অতর্কিত আক্রমণ ঠেকানোর উদ্দেশ্যে পাকিস্তানি মিলিটারিরা বাজ্কার খোঁড়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

- যুদ্ধের সময় আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থার অংশ হিসেবে বাজ্কার বা পরিখা খোঁড়া হয়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা আক্রমণের মুখে পাকবাহিনী অসহায় হয়ে পড়েছিল। ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসে বর্ণিত বুধাদের গ্রামে ক্যাম্প স্থাপন করলেও এই ভয়ে স্বস্তিতে ছিল না মিলিটারিরা। নদীপথে যেকোনো সময় মুক্তিবাহিনীর আক্রমণের

আশঙ্কা করছিল তারা। এ জন্যই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে তারা বাজ্কার খোঁড়ার উদ্যোগ নেয়।

**২০. মধুর মা বুধাকে রোজ এসে ভাত খেয়ে যেতে বলেন কেন?**

**উত্তর :** বুধার মুখের দিকে তাকিয়ে ছেলেকে হারানোর কষ্ট ভুলতে চান বলে মধুর মা বুধাকে রোজ এসে ভাত খেয়ে যেতে বলেন।

- বুধা ও মধু সমবয়সী বন্ধু ছিল। পাকিস্তানিদের হত্যায়জ্ঞের শিকার হয়ে শহিদ হয় মধু। ছেলের জন্য মধুর মায়ের শোকাক্ত বুক হাহাকার করে ওঠে। বুধার মাঝে তিনি যেন মৃত ছেলেরই ছায়া দেখতে পান। এ কারণেই বুধাকে তিনি রোজ এসে ভাত খেয়ে যেতে বলেন।

**২১. ‘মরণের কথা মনে করলে যুদ্ধ করা যায় না’- কুন্তি এ কথা বলে কেন?**

**উত্তর :** বুধাকে মানসিকভাবে উদ্দীপ্ত করার জন্যই কুন্তি আলোচ্য উক্তিটি করে।

- বুধা অসীম সাহসী এক বালক। দেশকে শত্রুবশ্ত করার প্রত্যয়ে সে তার সাহস ও বুদ্ধি খাটিয়ে যুদ্ধ করে যায়। বাবা-মায়ের কবরের সামনে এসে হঠাৎই বদলে যায় বুধা। ভয়-ডরহীন বুধার মাঝে মৃত্যুভয়ের চিহ্ন দেখা যায়। কিন্তু মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে যুদ্ধবেরে নামা যায় না। সে বেরে পরাজয় সূনিশ্চিত। বুধা যাতে তার মনোবল না হারায় সে জন্যই এ কথাটি বলে তার চাচাতো বোন কুন্তি।

**২২. ‘চাচা আমি একবার ভেতরটা দেখে আসি?’- বুধা কেন এ কথা বলে?**

**উত্তর :** বাজ্কার ধ্বংসের পরিকল্পনার মূল কাজটি সুসম্পন্ন করার জন্যই বুধা ফজু মিয়ার কাছে বাজ্কারের ভেতরটা দেখে আসার ইচ্ছা জানায়।

- বুধাদের গ্রামে পাকিস্তানি মিলিটারিদের আস্তানা ধ্বংস করার দায়িত্ব দেওয়া হয় বুধার ওপর। মিলিটারিদের বাজ্কার উড়িয়ে দেওয়ার জন্য বুধাকে দেওয়া হয় একটি মাইন। পরিকল্পনা অনুযায়ী বুধা বাজ্কারের মাটি কাটার লোকদের দলে কাজ জুটিয়ে নেয়। কাজ শেষে সে বাজ্কারের ভেতরটা দেখে আসার জন্য ফজু মিয়ার কাছে অনুমতি চায়। ভেতরে দেখে আসার ছলে গোপনে মাইন পুঁতে রাখাই ছিল বুধার আসল উদ্দেশ্য।

**২৩. ‘রাতের বেলা ওরা বাজ্কারে শুয়ে হাওইবাজি দেখবে’- বুধা কথাটি কেন বলে?**

**উত্তর :** বাজ্কারে মাইন বিস্ফোরিত হলে পাকিস্তানি সৈন্যদের যে অসহায় অবস্থা হবে ইজিাতে সে কথাই বুঝিয়েছে বুধা।

- পাকিস্তানিদের বাজ্কার উড়িয়ে দেওয়ার জন্য বাজ্কারে গোপনে একটি মাইন স্থাপন করে বুধা। মিলিটারিদের পায়ের চাপে সেটি বিস্ফোরিত হলেই হাউইবাজির মতো আলোর ছটা দেখা যাবে। আহত, অসহায় পাকিস্তানি সেনাদের তা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখা ছাড়া কিছুই করার থাকবে না। এই দৃশ্যটিই কল্পনা করেছে বুধা।

**২৪. “তবে কি বজ্রবন্ধু এই মানুষদের বিরবন্দে লড়ার কথা বলেছিলেন?” উক্তিটি বুঝিয়ে লেখো।**

**উত্তর :** বজ্রবন্ধুর ঘোষণায় বাঙালির যে মুক্তির আহ্বান ছিল তারই অনুধাবনের বিষয়টি ধরা পড়েছে এখানে।

- আচার-আচরণে ভাবলেশহীন হলেও ভেতরে ভেতরে এক গভীর অনুভূতিপ্রবণ সত্তা লালন করে বুধা। গ্রামে ভিনদেশি ও স্বদেশি মানুষদের মিলিত অত্যাচারে বিভীষিকার কারণ অনুসন্ধান করতে চায় সে। একসময় বুঝতে পারে এই মানুষগুলো সবার শত্রু। এদের বিরবন্দে লড়াই করে প্রতিশোধ গ্রহণের প্রতিজ্ঞা নেয় সে। তখনই তার মনে পড়ে বজ্রবন্ধুর ভাষণের কথা। বজ্রবন্ধু শত্রুদের বিরবন্দে লড়াইয়ের জন্য সবাইকে ঐক্যবন্দে হতে ডাক দিয়েছিলেন। বজ্রবন্ধুর সেই আহ্বানের সাথে নিজের মনের ভাবনা মিলে যাওয়ায় দারবণভাবে উদ্দীপ্ত হয় বুধা।

**২৫. ফুলকলিকে আচ্ছামতো পিটুনি দেওয়া হয় কেন?**

**উত্তর :** ঘরে আগুন লাগার জন্য ফুলকলির গাফিলতিকে দায়ী করে তাকে আচ্ছামতো পিটুনি দেয় রাজাকার কমান্ডার।

- এ দেশের কিছু মানুষ পাকিস্তানি হানাদারদের সাথে হাত মিলিয়ে পাকিস্তানিদের ধ্বংসযজ্ঞের দোসর হয়েছিল। সেই বিশ্বাসঘাতকদের মনে-প্রাণে ঘৃণা করে বুধা। তাই এক রাতে গোপনে সে রাজাকার কমান্ডারের বাড়িতে আগুন দেয়। কমান্ডারের পরিবার ঘুণাবরেও টের পায় না যে বুধা এ কাজটি করেছে। তারা ধারণা করে কাজের মেয়ে ফুলকলি রান্নার পর পাটখড়ি চুলার পাশে রেখে দেওয়ার কারণেই আগুন লেগেছে। এই সন্দেহ থেকেই তারা ফুলকলিকে নির্মমভাবে পিটুনি দেয়।

**২৬. ‘যুদ্ধের সময় আমাদের কত কিছু সহিতে হয়’- বুধা কথাটি বলে কেন?**

**উত্তর :** যুদ্ধের সময় মানুষকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়- এ অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে বুধার উক্তিটিতে।

- যুদ্ধের সময় একটি দেশের মানুষের ওপর মানবিক বিপর্যয় নেমে আসে। বিনা অপরাধে কষ্ট ভোগ করতে হয় অনেককে। বুধা রাজাকার কমান্ডারের ঘরে আগুন দিলেও সন্দেহ এসে পড়ে গৃহকর্মী ফুলকলির ওপর। তাই তাকে বিনাদোষে প্রহার করা হয়। ফুলকলিকে সালত্বনা দেওয়ার জন্যই বুধা কথাটি বলেছে।

**২৭. বুধাকে রেকি করার দায়িত্ব দেওয়া হয় কেন?**

**উত্তর :** বুধার সাহসিকতা ও আপাত মানসিক ভারসাম্যহীন কাজকর্মের জন্য বুধাকে রেকি করার দায়িত্ব দেওয়া হয়।

- বুধা এক অদম্য সাহসী কিশোরের নাম। দেশপ্রেমের গভীর আবেগে যেকোনো কঠিন কাজ সে অনায়াসে করে ফেলে। বয়স বলে তার সাথে মুক্তিবাহিনীর সংযোগের ব্যাপারে কারও মনে সন্দেহ জাগে না। তাছাড়া, বুধার উদ্ভট আচরণ দেখে সবাই ভাবে বুধা বুঝি মানসিক ভারসাম্যহীন। বুধা রেকি করতে গেলে এসব কারণে বিপদের ঝুঁকি কম। তাই বুধাকেই রেকি করার দায়িত্ব দেয় মুক্তিযোদ্ধা শাহাবুদ্দিন।

**২৮. ‘এখন শব্দটা শোনার জন্য বসে থাকব’- উক্তিটি বুঝিয়ে লেখো।**

**উত্তর :** বাজ্কারে মাইন লুকিয়ে রাখার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে কি না তা জানার জন্যই অপেক্ষা করে থাকবে বুধা।

- পাকিস্তানি মিলিটারিদের ক্যাম্প উড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব পড়েছিল বুধার ওপর। মুক্তিযোদ্ধা শাহাবুদ্দিন সেই লব্ধে বুধাকে একটি মাইন দেন। বাজকারের মাটি খোঁড়ার সময় বুধা তা গোপনে মাটির নিচে লুকিয়ে রেখে আসে। মাইনের ওপর পাকিস্তানি সেনাদের কারো পা পড়লেই সেটির বিস্ফোরণ হওয়ার কথা। সেই বিকট শব্দ শোনার অপেক্ষার কথাই বলা হয়েছে আলোচ্য উক্তি। শব্দটি বুধার দুঃসাহসিক কাজের সফলতার ঘোষণা দেবে।

#### ২৯. ‘স্বাধীনতা ভীষণ আনন্দের’— বুধা এ কথা বলেছে কেন?

উত্তর : স্বাধীন ও আত্মনির্ভরশীল জীবনযাপনের মর্ম বুঝতে পেরে আলোচ্য উক্তিটি করেছে বুধা।

- অনাথ বুধা দীর্ঘদিন চাচা-চাচির সংসারে আশ্রিত ছিল। কিন্তু চাচির সংসারে বোঝা হয়ে না থেকে সে একসময় নিজের মতো করে বাঁচতে শুরু করে। তখনই তার মাঝে মুক্তির বোধ জাগ্রত হয়। সে বুঝতে পারে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার আনন্দের সাথে কোনো কিছুই তুলনা হয় না।

#### ৩০. বুধা গ্রাম ছেড়ে পালায় না কেন?

উত্তর : শত্রুদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য বুধা গ্রাম ছেড়ে পালায় না।

- ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সেনারা হানা দেয় বাংলার গ্রামে-গঞ্জে। গ্রামের পর গ্রাম পুড়ে যায়, প্রাণ হারায় অসংখ্য মানুষ। বুধাদের গ্রামেও একইভাবে ধ্বংসলীলা চালায় হানাদাররা। জীবন বাঁচাতে গ্রাম ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে পালাতে থাকে গ্রামের মানুষ। কিন্তু হানাদারদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে রব্বি দাঁড়ানো না গেলে তাদের তাড়ব থামানো যাবে না। আর গ্রামের সবাই পালিয়ে গেলে লড়াই করা সম্ভব হবে না। এ ভাবনা থেকেই বুধা গ্রাম ছেড়ে পালায় না।

#### ৩১. ‘তোকে দেখেই বুঝতে পারছি দেশটা স্বাধীন হবে’— উক্তিটি বুঝিয়ে লেখো।

উত্তর : বুধার নির্ভীক স্বদেশপ্রেমিক মনোভাব আলী ও মধুর মুক্তির চেতনাকে আরো উদ্দীপ্ত করে।

- কিশোর বুধা অসীম সাহসের অধিকারী। দেশের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে তার মাঝে বিন্দুমাত্র ভয় নেই। অন্যায়ের সে জ্বালিয়ে দেয় রাজাকার আহাদ মুন্সির ঘর। বুধার এমন সাহসিকতা ও দেশপ্রেমের অনুভূতি মুক্তির প্রেরণা জোগায় আলী ও মিঠুর মাঝে। দেশমাতৃকার মুক্তির ব্যাপারে তাদের আত্মবিশ্বাস দৃঢ় হয়।

#### ৩২. পাকিস্তানি সৈনিকদের চোখে চোখ পড়লে বুধার দৃষ্টি কেঁপে ওঠে না কেন?

উত্তর : পাকিস্তানি সৈনিকদের চোখে কোনো ভাষা নেই বলে তাদের চোখে চোখ পড়লে বুধার দৃষ্টি কেঁপে ওঠে না।

- ‘কাকতাদুয়া’ গল্পের প্রধান চরিত্র বুধা ভয়-ভরহীন ও অসাধারণ মানসিকতা বোধসম্পন্ন এক কিশোর। মুক্ত জীবনের অভিজ্ঞতায় সে

মানুষ চিনতে শিখেছে। পাকিস্তানি সেনারা এদেশে এসেছিল কেবল হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে। মানবিকতার ভাষা সম্পর্কে তারা ছিল অজ্ঞ। তাদের মেরবদম্ভহীন সৈনিকেরা কেবল জানত উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের হুকুম তামিল করা। তাদের চোখেও সেটি ফুটে উঠত। বুধা তাই তাদের ভাষাহীন দৃষ্টি দেখে তাদেরকে ভয় পায় না।

#### ৩৩. রাজাকাররা বুধার কাছে মিঠুর অবস্থান জানতে চায় কেন?

উত্তর : মিঠু মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল এবং বুধার সাথে মিঠুর ভালো সম্পর্ক ছিল বলে রাজাকাররা বুধার কাছে মিঠুর খবর জানতে চায়।

- মিঠু ছিল মুক্তির প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ। সে পালিয়ে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেয়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই সে ছিল রাজাকারদের শত্রু। গ্রামে বুধার সাথে যে কয়েকজনের ভালো সম্পর্ক ছিল তাদের মধ্যে মিঠু অন্যতম। এসব কারণেই মিঠু গ্রাম থেকে উধাও হয়ে গেলে বুধার কাছে তার খোঁজ চায় রাজাকাররা।

#### ৩৪. ‘এমন খুশি আমার জীবনে আর আসেনি’— বুধা কেন এ কথা বলে?

উত্তর : দেশদ্রোহী রাজাকার আহাদ মুন্সির বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়ার পর বুধার হৃদয়ের প্রবল উচ্ছ্বাস প্রকাশ পেয়েছে বুধার উক্তিটির মাধ্যমে।

- একরাতের ব্যবধানে পরিবারের সব সদস্যকে হারিয়ে অন্য রকম হয়ে গিয়েছিল বুধা। প্রচণ্ড কষ্টের আড়ালে চাপা পড়ে গিয়েছিল তার সব হাসি-আনন্দ। পাকিস্তানি দখলবাজরা যে এদেশের মানুষের মুক্তির অধিকার কেড়ে নিতে চায় তা বুঝতে পারে বুধা। রাজাকাররা ছিল পাকিস্তানিদের সেই অপকর্মের সহযোগী। তাই গ্রামের রাজাকারদের প্রধান নেতা আহাদ মুন্সির বাড়িতে আগুন দিতে পেরে গভীর তৃপ্তি পায় বুধা। বহুদিন পর প্রাণখোলা হাসিতে ফেটে পড়ে সে। এটি বুধার স্বদেশপ্রেমেরই বহিঃপ্রকাশ।

#### ৩৫. ‘ওই যে বাড়িগুলো পুড়িয়েছিস, এটাও যুদ্ধ।’— কথাটি বুঝিয়ে লেখো।

উত্তর : রাজাকারদের বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া যে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামেরই অংশ, এ বিষয়টিই বুধাকে বুঝিয়ে বলেন মুক্তিযোদ্ধা শাহাবুদ্দিন।

- বুধাদের গ্রামের কিছু মানুষ পাকিস্তানিদের ধ্বংসযজ্ঞের প্রত্যক্ষ সহযোগীর ভূমিকা পালন করে। বিশ্বাসঘাতক এই লোকদের শাস্তি দেওয়ার ভার নিজের হাতে নেয় বুধা। গোপনে তাদের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। বুধার কাজটি দেশকে শত্রুশক্তির করায় একটি অংশ। বুধা এত কিছু ভেবে না করলেও সেও এর মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের অংশ হয়ে উঠেছে— সে কথাটিই বলা হয়েছে উক্তিটিতে।

## বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

### সাধারণ বহুনির্বাচনি

১. উপন্যাস কী? গ
  - ক গদ্য লেখা একধরনের প্রবন্ধ
  - খ গদ্য লেখা একধরনের নাটক
  - গ গদ্য লেখা একধরনের গল্প
  - ঘ গদ্য লেখা একধরনের ইতিহাস
২. উপন্যাসের শব্দ সংখ্যা কমপক্ষে কত হওয়া বাঞ্ছনীয়? খ
  - ক বিশ হাজার
  - গ দশ হাজার
  - খ পঁচিশ হাজার
  - ঘ পনেরো হাজার
৩. উপন্যাসের প্রধান উপাদান কী? ক
  - ক কাহিনি
  - খ চরিত্র
  - গ দৃশ্য
  - ঘ ভাষা
৪. বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস কোনটি? ঘ
  - ক ফুলমণি ও করবনার বিবরণ
  - খ আলোর ঘরের দুলাল
  - গ পথের পাঁচালি
  - ঘ দুর্গেশ নন্দিনী
৫. 'চোখের বালি' কার লেখা উপন্যাস? ক
  - ক রবীন্দ্রনাথ
  - খ বঙ্কিমচন্দ্র
  - গ শরৎচন্দ্র
  - ঘ তারাশঙ্কর
৬. 'সূর্য-দীঘল বাড়ি' কার লেখা উপন্যাস? গ
  - ক জহির রায়হান
  - খ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ
  - গ আবু ইসহাক
  - ঘ শওকত ওসমান
৭. পদ্মা মেঘনা যমুনা কোন ধরনের উপন্যাস? ক
  - ক মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক
  - খ ইতিহাসভিত্তিক
  - গ মনস্তাত্ত্বিক
  - ঘ দার্শনিক
৮. বাংলা উপন্যাসে ঈর্ষণীয় জনপ্রিয়তা অর্জন করেন কে? গ
  - ক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
  - খ বঙ্কিমচন্দ্র
  - গ শরৎচন্দ্র
  - ঘ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ
৯. নিচের কোনটি মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস? ক
  - ক খেলাঘর
  - খ লালসালু
  - গ চোখের বালি
  - ঘ গৃহদাহ
১০. উপন্যাসের দ্বিতীয় উপাদান কোনটি? খ
  - ক পরিবেশ
  - খ চরিত্র
  - গ কাহিনি
  - ঘ ভাষা
১১. সেলিনা হোসেন কত সালে জন্মগ্রহণ করেন? ক
  - ক ১৯৪৭
  - খ ১৯৪৬
  - গ ১৯৪৮
  - ঘ ১৯৪১
১২. সেলিনা হোসেন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন? গ
  - ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে
  - খ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে
  - গ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে
  - ঘ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে
১৩. সেলিনা হোসেন কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? খ
  - ক ঢাকায়
  - খ রাজশাহীতে

১৪. সেলিনা হোসেনের উপন্যাস কোনটি? ক
  - ক চট্টগ্রামে
  - খ বগুড়ায়
  - ক হাওর নদী গ্রেনেড
  - খ চরিত্রহীন
  - গ বিষবৃষ
  - ঘ পথের পাঁচালি
১৫. সেলিনা হোসেন কত সালে ডিলিট উপাধি লাভ করেন? গ
  - ক ২০০৫
  - খ ২০১২
  - গ ২০১০
  - ঘ ২০০৩
১৬. মহামারিতে গায়ের কত লোক উজাড় হয়ে যায়? ঘ
  - ক এক-তৃতীয়াংশ লোক
  - খ সব লোক
  - গ এক-চতুর্থাংশ লোক
  - ঘ অর্ধেক লোক
১৭. পথ কাকে ডাকে? খ
  - ক আহাদ মুন্সিকে
  - খ বুধাকে
  - গ আলিকে
  - ঘ শাহাবুদ্দিনকে
১৮. বুধা ভাত-মাংস পেটপুরে কোথায় খেতে পায়? গ
  - ক ঈদের দিন
  - খ কুলখানিতে
  - গ বিয়ে বাড়িতে
  - ঘ চাচির বাড়িতে
১৯. বুধার মা বুধাকে কার ভরসায় রেখে গেছে? গ
  - ক চাচির ভরসায়
  - খ চাচার ভরসায়
  - গ আলরাহর ভরসায়
  - ঘ ভরসার নোলক বুয়ার
২০. কত বছর আগে বুধা মা-বাবা সবাইকে হারিয়েছে? খ
  - ক এক বছর
  - খ দুই বছর
  - গ তিন বছর
  - ঘ চার বছর
২১. "পালাও! তোমাদের বাঁচতে হবে তো।" - বুধা কাকে বলেছে? খ
  - ক হরিকাকুকে
  - খ হরিকাকুর বউকে
  - গ নোলক বুয়াকে
  - ঘ রানিকে
২২. পোড়া বাজারের দিকে তাকিয়ে বুধার কোন অনুভূতি হয়? খ
  - ক কাঁদতে ইচ্ছা করে
  - খ প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছা করে
  - গ দুঃখ হয়
  - ঘ হাসি পায়
২৩. 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে বর্ণিত বাজারে আগুন লাগায় কারা? খ
  - ক রাজাকাররা
  - খ মিলিটারিরা
  - গ ডাকাতরা
  - ঘ গ্রামের লোকেরা
২৪. কে বুধাকে সহিতে পারেনি? ঘ
  - ক হরিকাকু
  - খ নোলক বুয়া
  - গ মিঠু
  - ঘ বুধার চাচি
২৫. বুধার মতে কুন্তির বর কেমন হবে? ঘ
  - ক সাদা ধবধবে
  - খ শ্যামলা বর্ণ
  - গ কালো কুচকুচে
  - ঘ লাল টুকটুকে
২৬. বুধাকে মুরবির মতো লাগে কার চোখে? ক
  - ক বুধার চাচির
  - খ আহাদ মুন্সির
  - গ ফুলকলির
  - ঘ কুন্তির



- ক) মতিউর                      খ) শাহাবুদ্দিন  
গ) বধা                          ঘ) আলি

৫৫. ‘ওরা তো আবার আসবে’ ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসে ‘ওরা’ কারা? ঘ

- ক রাজাকাররা                      খ মুক্তিযোদ্ধারা  
গ গ্রামবাসীরা                      ঘ মিলিটারিরা

৫৬. কারা একে-ওকে ধরে নিয়ে ক্যাম্পের সামনে বৈধে রাখে? গ

- ক গ্রামবাসীরা                      খ রাজাকাররা  
গ মিলিটারিরা                      ঘ মুক্তিযোদ্ধারা

৫৭. বুধা বাঁশের লাঠির মাথায় শুকনা পাট জড়িয়ে কয়টা মশাল ধরায়? গ

- ক ৫টি                                  খ ১০টি  
গ ৪টি                                  ঘ ২টি

৫৮. বুধার নতুন নাম জয় বাংলা কে রাখে? ক

- ক আলি                              খ কুন্সিত  
গ শাহাবুদ্দিন                      ঘ মিঠু

৫৯. মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিতে যাচ্ছে কারা? ঘ

- ক মধু ও মিঠু                      খ মিঠু ও বুধা  
গ আলি ও মিঠু                      ঘ মতিউর ও কুদ্দুস

৬০. আহাদ মুন্সির বড় ছেলে কাকে কান ধরে টেনে তোলে? গ

- ক মিঠুকে                              খ আলিকে  
গ বুধাকে                              ঘ কুন্সিতকে

৬১. বুধা কার দিকে তাকিয়ে ভেংচি কাটে? ঘ

- ক মিঠুর দিকে                      খ আহাদ মুন্সির দিকে  
গ হরি কাকুর দিকে                      ঘ মতিউরের দিকে

৬২. “তোকে পেলে চিবিয়ে খাব”- ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসে কার উক্তি? ক

- ক মতিউর                              খ আহাদ মুন্সি  
গ বুধা                                      ঘ শাহাবুদ্দিন

৬৩. রাজাকার কমান্ডারের কাজের মেয়ের নাম কী? গ

- ক কুন্সিত                              খ রানি  
গ ফুলকলি                              ঘ জরিনা

৬৪. বুধা ও ফুলকলি এক দৌড়ে কোথায় যায়? খ

- ক নোলক বুয়ার বাড়িতে                      খ আতাফুফুর বাড়িতে  
গ হরিকাকুর বাড়িতে                      ঘ আহাদ মুন্সির বাড়িতে

৬৫. কাকতাদুয়া সেজেছিস কেন?- বুধার প্রতি প্রশ্নটি কার? ক

- ক রাজাকার কুদ্দুস                      খ মতিউর  
গ আহাদ মুন্সি                              ঘ মিলিটারি

৬৬. কুদ্দুস কাকে তাড়া করে? খ

- ক মিঠুকে                              খ বুধাকে  
গ আলিকে                              ঘ শাহাবুদ্দিনকে

৬৭. বুধাকে কে ‘শুয়োরের বাচ্চা’ বলে গালি দেয়? গ

- ক মতিউর                              খ আহাদ মুন্সি  
গ কুদ্দুস রাজাকার                      ঘ মিলিটারি

৬৮. বুধা কাকে স্যাঁলুট করে? ক

- ক শাহাবুদ্দিনকে                      খ মিলিটারিকে  
গ আহাদ মুন্সিকে                      ঘ মতিউরকে

৬৯. বুধাকে ট্যাঙ্কা মাছের তরকারি দিয়ে ভাত দেয় কে? গ

- ক চাচি                                  খ নোলক বুয়া  
গ মিঠুর মা                              ঘ আতাফুফু

৭০. কুন্সিত বুধার সাথে কোথায় যায়? ঘ

- ক বেড়াতে                              খ খেলতে  
গ আম কুড়াতে                      ঘ যুদ্ধে

৭১. মতিউর ফজু মিয়াকে বকাবকি করে কেন? ক

- ক বুধাকে দলে নেওয়ায়                      খ কাজে ফাঁকি দেওয়ায়  
গ কাজে দেরিতে আসায়                      ঘ রাজাকারদের বিরোধিতা করায়

৭২. মাইন বিস্ফোরিত হওয়ায় প্রচণ্ড শব্দের সাথে গীয়ে কী ছড়িয়ে পড়ে? গ

- ক আনন্দধ্বনি                      খ গুলির আওয়াজ  
গ আর্তচিৎকার                      ঘ কান্নার শব্দ

৭৩. বুধার মা-বাবা কোন রোগে মারা গেছে? ক

- ক কলেরায়                              খ ম্যালেরিয়ায়  
গ হৃদরোগে                              ঘ যক্ষ্মায়

৭৪. বুধার মতে কাদের একদিন এ গাঁ ছেড়ে চলে যেতে হবে? গ

- ক রাজাকারদের                      খ গ্রামবাসীদের  
গ মিলিটারিদের                      ঘ আলি ও শাহাবুদ্দিনকে

৭৫. কে বুধাকে ‘ছন্নছাড়া’ বলে ডাকে? খ

- ক হরিকাকু                              খ নোলক বুয়া  
গ চাচি                                      ঘ রানি

৭৬. কে বুধাকে মোয়া-মুড়কি খেতে দেয়? গ

- ক চাচি                                      খ নোলক বুয়া  
গ কুন্সিত                                      ঘ ফুলকলি

৭৭. ‘তোমার মতো কেউ ভালো না’- কুন্সিত এ কথা কাকে বলেছিল? ঘ

- ক আলিকে                              খ মিঠুকে  
গ ফুলকলিকে                              ঘ বুধাকে

৭৮. ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসে বর্ণিত কার সামনে জেগে ওঠে ভয়াবহ কুটিল রাত? ক

- ক বুধার                                      খ আলির  
গ শাহাবুদ্দিনের                              ঘ আহাদ মুন্সির

৭৯. কার চোখ দেখতে অপূর্ব ছিল? খ

- ক কুন্সিতর                              খ বিনুর  
গ ফুলকলির                              ঘ তিনুর

৮০. কে বুধাকে স্বাধীন মানুষ হওয়ার স্বপ্ন দিয়েছে? খ

- ক হরিকাকু                              খ চাচি  
গ শাহাবুদ্দিন                              ঘ মতিউর

৮১. ধান কাটার সময় কে বুধাকে বাবা ছাড়া কথা বলে না? ক

- ক জয়নাথ চাচা                              খ হরিকাকু  
গ নোলক বুয়া                              ঘ চাচি

৮২. বুধাকে কে কাকতাদুয়া খেলতে নিষেধ করে? খ

- ক আহাদ মুন্সি                              খ রানি

৬৩. ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র কোনটি? **ক**

ক) বুধা খ) কুন্সিত  
গ) আহাদ মুঙ্গী ঘ) শাহাবুদ্দিন

৬৪. ‘ওর কাছে পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ সব সমান।’- বাক্যটি থেকে বুধার কোন বিষয় সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়? **খ**

ক) বোধশক্তিহীনতা খ) দিকভ্রান্তি  
গ) ছন্নছাড়া জীবন ঘ) দুঃসাহস

৬৫. বুধার মাঝে কোনো ভয় নেই কেন? **ক**

ক) নিজের নিয়মে বড় হয়েছে বলে  
গ) মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছে বলে  
ঘ) মুক্তিযুদ্ধ দেখেছে বলে  
ঙ) লেখাপড়া শিখেছে বলে

৬৬. খড়ের ওমে বুধার পাশে গা ডুবিয়ে ঘুমায় কোনটি? **খ**

ক) বিড়াল খ) কুকুর  
গ) বানর ঘ) ছাগল

৬৭. কোথায় কাজ করলে বুধার চা-বিস্কুট জোটে? **গ**

ক) বিয়েবাড়িতে খ) ধানখেতে  
গ) চায়ের দোকানে ঘ) গেরস্ত বাড়িতে

৬৮. ‘কোথায় যাচ্ছিস বুধা?’- কেউ প্রশ্ন করলে বুধা কী জবাব দেয়? **ক**

ক) সোনার ঘরে খ) যুদ্ধে  
গ) মরতে ঘ) কাকতাড়ুয়া হতে

৬৯. বুধার মতে কারও ভেতরে কী থাকলে সে ভালো মানুষ হতে পারে? **গ**

ক) সাহস খ) মায়া  
গ) গান ঘ) স্বপ্ন

৭০. মৃত্যুর সময় তিনুর বয়স কত ছিল? **খ**

ক) এক বছর খ) দেড় বছর  
গ) দুই বছর ঘ) আড়াই বছর

৭১. কে বুধার কোলে উঠতে খুব ভালোবাসত? **ক**

ক) তিনু খ) শিলু  
গ) তালেব ঘ) বিনু

৭২. ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসে পিঠাপিঠি ভাইবোন কারা? **খ**

ক) তালেব-বিনু খ) বুধা-বিনু  
গ) তিনু-তালেব ঘ) বুধা-শিলু

৭৩. কোন শব্দটা বুধার শক্ত হয়ে থাকা মগজের গায়ে ঠোঁকর খায়? **খ**

ক) বোমা খ) কামাই  
গ) মরা ঘ) মুক্তি

৭৪. কোন শব্দটা বুধার শক্ত হয়ে থাকা বুকের মাটিতে বলের মতো লাফায়? **গ**

ক) কামাই খ) মুক্তি  
গ) বোমা ঘ) স্বাধীন

৭৫. চাচির বাড়ি ছেড়ে আসার সময় সম্পর্কের অধিকার তুলে বুধাকে বাধা দিয়েছিল কে? **খ**

ক) চাচি খ) কুন্সিত  
গ) ফুলকলি ঘ) চাচা

৭৬. ‘আমি একদিন ভীষণ ভালোভাবে আসব’- বুধা এখানে কোন সময়টা বুঝিয়েছে? **ক**

ক) কুন্সিতর বিয়ের সময়  
গ) দেশের স্বাধীনতা লাভের সময়  
ঘ) নিজের বড়লোক হওয়ার সময়  
ঙ) প্রতিশোধ গ্রহণের সময়

৭৭. হরিকাকুর জালে প্রচুর মাছ উঠলে তিনি বুধাকে কী বলে ডাকেন? **ঘ**

ক) ছন্নছাড়া খ) সোনাবাবা  
গ) খোকন বাবু ঘ) মানিকরতন

৭৮. ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসে বর্ণিত কে বেশি সওদা করতে পারলে আত্মহারা হয়ে যেত? **খ**

ক) হরিকাকু খ) হাশেম মিয়া  
গ) জয়নাল চাচা ঘ) সালাম চাচা

৭৯. গায়ের গোবর কুড়ানি বুড়িটা বুধাকে কী নামে ডাকে? **ক**

ক) গোবর রাজা খ) গোবরা  
গ) গবুচন্দ্র ঘ) গব্বর সিং

১০০. স্বাধীন জীবনের ছোঁয়া পেয়ে বুধা মনে মনে কার প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব করে? **ক**

ক) চাচির প্রতি খ) নোলক বুয়ার প্রতি  
গ) কুন্সিতর প্রতি ঘ) ফুলকলির প্রতি

১০১. বুধা কাকতাড়ুয়া হয়ে দাঁড়ালে ওর দিকে শকুন উড়ে আসে কেন? **খ**

ক) ওর কাঁধে বসতে খ) ওকে মৃত ভেবে  
গ) ওকে ভয় দেখাতে ঘ) ওকে খাবার দিতে

১০২. মিলিটারিরা এলে বুধা আতঙ্কে কিসে মিশে যায়? **খ**

ক) পুকুরের পানিতে খ) ধানখেতের কাদায়  
গ) পাটখেতের গভীরে ঘ) কচুরিপানার আড়ালে

১০৩. বাজার পুড়ে গেলে বুধা কোথায় থাকার সিদ্ধান্ত নেয়? **গ**

ক) চাচির বাড়িতে খ) স্কুলঘরে  
গ) আধপোড়া বাজারে ঘ) আলির দোকানে

১০৪. বুধার চাচা কত মাস আগে কাজ খুঁজতে শহরে গিয়েছে? **গ**

ক) দুই মাস খ) চার মাস  
গ) ছয় মাস ঘ) আট মাস

১০৫. হাবিব ভাইয়ের কাছ থেকে বুধা কোন নতুন শব্দটি শোনে? **গ**

ক) যুদ্ধ খ) মুক্তি  
গ) গণকবর ঘ) রাজাকার

১০৬. বুধাদের গ্রামে কলেরার মহামারি কত দিন স্থায়ী ছিল? **ক**

ক) সাত দিন খ) দশ দিন  
গ) পনেরো দিন ঘ) বিশ দিন

১০৭. বুধা কোথায় বসে বজ্রবজ্র ৭ই মার্চের ভাষণ শুনছিল? **ক**

- ক কানু দয়ালের বাড়িতে খ চাচির বাড়িতে  
গ আধপোড়া দোকান ঘরে ঘে ধানখেতের আড়ালে
১০৮. ‘বানরের আবার চাঁদে যাওয়ার সাধ।’— মধু কেন বুধাকে এ কথা বলেছিল? ক  
ক বজ্রবম্বু নামে ডাকতে বলায়  
খ মিলিটারিদের প্রতিরোধ করার প্রতিজ্ঞা করায়  
গ স্বাধীনভাবে বাঁচার কথা বলায়  
ঘ মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে চাওয়ায়
১০৯. ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসে বর্ণিত আলি কোন গাছের নিচে বাঁশের বেঞ্চি বসিয়ে চা বিক্রি করতে শুরব করেছে? খ  
ক নিমগাছ খ কড়ইগাছ  
গ নারিকেলগাছ ঘ আমগাছ
১১০. ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসে বর্ণিত শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান কে ছিল? খ  
ক মতিউর খ আহাদ মুন্সি  
গ হাশেম মিয়া ঘ জয়নাল চাচা
১১১. আলি ও মিঠু বুধাকে দেখে কী বুঝতে পারে? ক  
ক দেশটা স্বাধীন হবে খ বুধার স্মৃতি হারিয়ে গেছে  
গ যুদ্ধে যাওয়ার এখনই সময়  
ঘ মুক্ত জীবন খুব আনন্দের
১১২. আহাদ মুন্সির বাড়ির পর কোথায় আগুন লাগে? খ  
ক মতিউরের বাড়িতে খ রাজাকার কমান্ডারের বাড়িতে  
গ মিলিটারিদের ক্যাম্পে ঘ আলির দোকান ঘরে
১১৩. বুধা রাজাকার কমান্ডারের বাড়িতে আগুন দিল কেন? খ  
ক বাবা-মাকে হত্যার প্রতিশোধ নিতে  
খ যুদ্ধের অংশ হিসেবে  
গ অপমানের প্রতিশোধ নিতে  
ঘ মানসিক ভারসাম্যহীন বলে
১১৪. বুধা ফুলকলিকে কী নামে ডাকবে? খ  
ক যুদ্ধ খ জয় বাংলা  
গ মেশিনগান ঘ আগুন
১১৫. ফুলকলি বুধাকে কী নামে ডাকতে চায়? ক  
ক যুদ্ধ খ বজ্রবম্বু  
গ জয় বাংলা ঘ কাকতাড়ুয়া
১১৬. ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসে বর্ণিত মুক্তিযোদ্ধা শাহাবুদ্দিনের পরিচয় কোনটি? ঘ  
ক ডাক্তার খ শিল্পী  
গ আইনজীবী ঘ সাংবাদিক
১১৭. মুক্তিযোদ্ধা শাহাবুদ্দিন বুধাকে কোনটির দায়িত্ব দেয়? খ  
ক রাজাকারের বাড়িতে আগুন দেওয়ার  
খ হানাদার ক্যাম্প রেকি করার  
গ আলি ও মিঠুকে খবর দেওয়ার  
ঘ গ্রামে মুক্তিবাহিনী গঠন করার

১১৮. বুধা মিলিটারি ক্যাম্পে যাওয়ার সময় সাথে কী নেয়? খ  
ক আম খ পেয়ারা  
গ কলা ঘ কমলা
১১৯. মিলিটারিরা কোথায় ক্যাম্প বানিয়েছে? ক  
ক স্কুলঘরে খ আধপোড়া বাজারে  
গ আহাদ মুন্সির বাড়িতে ঘ বটগাছের নিচে
১২০. মিলিটারিদের ক্যাম্পে যাওয়ার সময় বুধা সাথে করে পেয়ারা নিয়ে যায় কেন? খ  
ক মিলিটারিদের প্রতি মায়া অনুভব করায়  
খ মিলিটারিদের সাথে ভাব জমিয়ে তুলতে  
গ পেয়ারাগুলো বিসাক্ত ছিল বলে  
ঘ দূরের রাস্তায় ক্ষুধা লাগতে পারে বলে
১২১. কাদের দৃষ্টি বুধার কাছে প্রাণহীন মনে হয়? ক  
ক মিলিটারিদের খ মুক্তিযোদ্ধাদের  
গ ভয়াবহ মানুষদের ঘ প্রিয় মানুষদের
১২২. মিলিটারিদের দৃষ্টি বুধার মনে ভয় ধরায় না কেন? গ  
ক বুধা মানসিক ভারসাম্যহীন বলে  
খ মিলিটারিরা দয়ালু ছিল বলে  
গ দৃষ্টিতে ভাষা ছিল না বলে  
ঘ মিলিটারিদের সাথে ভাব ছিল বলে
১২৩. মিলিটারি ক্যাম্পে পৌঁছে বুধা প্রথমে কী করে? খ  
ক মিলিটারিদের পেয়ারা খেতে দেয়  
খ নিজে একটি পেয়ারায় কামড় দেয়  
গ গাছ থেকে পেয়ারা পাড়ে  
ঘ পেয়ারা খেতে চায়
১২৪. মিলিটারিরা নাম জিজ্ঞেস করলে বুধা কোন নামটি বলে? খ  
ক যুদ্ধ খ কাকতাড়ুয়া  
গ বজ্রবম্বু ঘ গোবর রাজা
১২৫. মিলিটারিরা পেয়ারা খাওয়ার সময় বুধা কী করে? খ  
ক ঘুমিয়ে নেয় খ রেকি করে  
গ লবণ মাখিয়ে দেয় ঘ ক্যাম্পের ভেতরে ঢোকে
১২৬. লোহার টুপি কি মানুষের মগজ খায়?— বুধা কাকে জিজ্ঞাসা করে? ক  
ক আহাদ মুন্সিকে খ মতিউরকে  
গ জনৈক মিলিটারিকে ঘ শাহাবুদ্দিনকে
১২৭. আহাদ মুন্সি বুধাকে কী বানিয়ে রাখতে বলে? ক  
ক কাকতাড়ুয়া খ মুরগি  
গ গাছ ঘ ঘুড়ি
১২৮. আহাদ মুন্সি বুধাকে কাকতাড়ুয়া বানিয়ে রাখার হুকুম দেয় কেন? ক  
ক শাস্তি হিসেবে খ মজা দেখবে বলে  
গ ধানখেতের সুরবার জন্য  
ঘ মিলিটারিদের বিনোদন দিতে
১২৯. ‘লোহার টুপি মানুষের মগজ খায়’— কথাটির মাধ্যমে বুধা মিলিটারিদের কোন দিকটিকে বুঝিয়েছে? গ

১৩০. মিলিটারিরা কখন বুধার বাঁধন খুলে দেয়? **গ**
- ক) সকালবেলা                      খ) দুপুরবেলা  
গ) সন্ধ্যাবেলা                      ঘ) ভোরবেলা
১৩১. তিন রাজাকারের কাছে বুধাকে কিসের মতো লাগে? **খ**
- ক) পাগলের মতো                      খ) ভূতের মতো  
গ) মুরব্বির মতো                      ঘ) আহাম্মকের মতো
১৩২. বুধা নিজের জ্বরকে কী বলেছে? **গ**
- ক) কুমিরের জ্বর                      খ) বাঘের জ্বর  
গ) ভালরুকের জ্বর                      ঘ) মাছের জ্বর
১৩৩. পাক মিলিটারি ক্যাম্পে বাজ্কার খোঁড়ার সিদ্ধান্ত নেয় কেন? **ক**
- ক) মুক্তিযোদ্ধাদের অতর্কিত আক্রমণ ঠেকাতে  
খ) গোলবারবদ লুকিয়ে রাখতে  
গ) খাবার ও পানির মজুদ রাখতে  
ঘ) শীতের প্রকোপ থেকে বাঁচতে
১৩৪. মিঠুদের বাড়ি গিয়ে বুধা কী চায়? **খ**
- ক) কেরোসিন                      খ) খাবার  
গ) আগুন                      ঘ) জামা
১৩৫. মিঠুর মা বুধাকে রোজ ভাত খেয়ে যেতে বলে কেন? **ঘ**
- ক) ঘরের কাজ করিয়ে নিতে  
খ) অতিরিক্ত ভাত থেকে যায় বলে  
গ) বুধা যুদ্ধ করছে বলে                      ঘ) মৃত ছেলের কষ্ট ভুলতে
১৩৬. মিঠুর মা বুধাকে সানকিতরা ভাতের সাথে কোন মাছের তরকারি দেয়? **গ**
- ক) বোয়াল মাছের                      খ) ইলিশ মাছের  
গ) টেংরা মাছের                      ঘ) পুঁটি মাছের
১৩৭. মিঠুদের বাড়ি থেকে ফেরার পথে বুধার কার সাথে দেখা হয়? **খ**
- ক) ফুলকলির সাথে                      খ) কুন্তির সাথে  
গ) চাচির সাথে                      ঘ) আহাদ মুন্সির সাথে
১৩৮. কে বুধার সাথে যুদ্ধ করতে চায়? **খ**
- ক) ফুলকলি                      খ) কুন্তি  
গ) মধু                      ঘ) মতিউর
১৩৯. কুন্তি বুধার বাবা-মায়ের কবরের যত্ন নেয় কেন? **ক**
- ক) বুধা খুশি হবে বলে                      খ) মা আদেশ করেছেন বলে  
গ) তাঁরা যুদ্ধে শহিদ হয়েছেন বলে  
ঘ) বুধা বলেছিল বলে
১৪০. কুন্তির মতে কিসের কথা ভাবলে যুদ্ধ করা যায় না? **খ**
- ক) দেশের কথা                      খ) মরণের কথা  
গ) পরিবারের কথা                      ঘ) ক্ষুধার কথা
১৪১. ফজু কাকা বুধাকে মাটি কাটার দলে নিতে চায় না কেন? **খ**
- ক) বুধা মুক্তিবাহিনীর পবে বলে  
খ) বুধার শরীরে শক্তি কম বিবেচনায়

- গ) বুধার অভিজ্ঞতা নেই বলে  
ঘ) বুধা মিলিটারিদের সাথে ভাব করেছে বলে
১৪২. বাজ্কার কাটার কাজ তদারক করে কে? **খ**
- ক) আহাদ মুন্সি                      খ) মতিউর  
গ) কুদ্দুস                      ঘ) ফজু মিয়া
১৪৩. বুধা ফজু মিয়ার কাছে বাজ্কার দেখে আসার অনুমতি চায় কেন? **খ**
- ক) জীবনে আর দেখার সুযোগ পাবে না বলে  
খ) মাইন পুঁতে রেখে আসতে  
গ) বাজ্কারে নিজের নাম লিখে আসতে  
ঘ) বাজ্কারে লুকিয়ে থাকতে
১৪৪. ফজু মিয়ার মতে বাজ্কার মিলিটারিদের জন্য কী হবে? **গ**
- ক) বিছানা                      খ) ঘর  
গ) কবর                      ঘ) শহর
১৪৫. বুধা কাকে সালাম করে তৌ দৌড় দেয়? **ক**
- ক) ফজু মিয়াকে                      খ) চাচিকে  
গ) আহাদ মুন্সিকে                      ঘ) মধুর মাকে
১৪৬. শাহাবুদ্দিন ও বুধা কী খায়? **গ**
- ক) দই-চিড়ে                      খ) রবটি-কলা  
গ) গুড়-মুড়ি                      ঘ) ডাল-ভাত
- ➡ **বহুপদী সমাপ্তিসূচক**
১৪৭. উপন্যাসের মধ্যে ঔপন্যাসিকের জীবনানুভূতির প্রকাশ পাওয়ার কারণ—
- i. জীবনের ঘটনার আলোকে উপন্যাস রচনা করেন বলে  
ii. উপন্যাসে লেখকরা নিজের ভাবনাকে মিশিয়ে দেন বলে  
iii. উপন্যাসে ঘটনার বর্ণনা থাকে বলে
- নিচের কোনটি সঠিক? **ক**
- ক) i ও ii                      খ) i ও iii  
গ) ii ও iii                      ঘ) i, ii ও iii
১৪৮. উপন্যাস রচনায় লেখকেরা কাহিনির আশ্রয় নেন—
- i. নিজের কথা বলার তাগিদে                      ii. মনের খেয়ালে  
iii. সমাজের কথা বলার তাগিদে
- নিচের কোনটি সঠিক? **খ**
- ক) i ও ii                      খ) i ও iii  
গ) ii ও iii                      ঘ) i, ii ও iii
১৪৯. বুধা তার পরিবার-পরিজনকে হারিয়েছিল—
- i. পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণে                      ii. কলারার মহামারিতে  
iii. একরাতের মধ্যে
- নিচের কোনটি সঠিক? **গ**
- ক) i ও ii                      খ) i ও iii  
গ) ii ও iii                      ঘ) i, ii ও iii
১৫০. বুধা চাচির বাড়ি ত্যাগ করেছিল—
- i. চাচি দারিদ্র্যের কথা তোলায়  
ii. নিজের আত্মসম্মানবোধের কারণে

iii. চাচার অত্যাচারের কারণে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক

ক i ও ii

খ i ও iii

গ ii ও iii

ঘ i, ii ও iii

১৫১. বুধা মিলিটারিদের ওপর প্রতিশোধ নিতে চায়—

i. শাহাবুদ্দিনের কথা শুনে

ii. তারা বাজারের দোকানপাট পুড়িয়ে দেওয়ায়

iii. ভীষণ ক্ষুধা হওয়ার কারণে

নিচের কোনটি সঠিক?

গ

ক i ও ii

খ i ও iii

গ ii ও iii

ঘ i, ii ও iii

১৫২. বুধার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো—

i. দেশের মানুষের প্রতি মমত্ববোধ

ii. মিলিটারিদের প্রতি ঘৃণা

iii. অসীম সাহস

নিচের কোনটি সঠিক?

ঘ

ক i ও ii

খ i ও iii

গ ii ও iii

ঘ i, ii ও iii

১৫৩. ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসে বুধা ভীষণ সাহসী হওয়ার কারণ—

i. দেশের মানুষের প্রতি মমত্ববোধ

ii. একা একা বেড়ে ওঠা

iii. মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রেরণা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক

ক i ও ii

খ i ও iii

গ ii ও iii

ঘ i, ii ও iii

১৫৪. বুধার কাছে রাতদিন সমান হওয়ার কারণ—

i. ওর নির্দিষ্ট কোনো ঠিকানা নেই

ii. সবাই ওকে পাগল বলে তাই

iii. ওর কোনো পিছুটান নেই

নিচের কোনটি সঠিক?

খ

ক i ও ii

খ i ও iii

গ ii ও iii

ঘ i, ii ও iii

১৫৫. বুধা নিজের নিয়মে বড় হওয়ার কারণে—

i. ভয় ওকে কাবু করতে পারে না

ii. মিলিটারি ক্যাম্প উড়িয়ে দেয়

iii. চারদিকে খোলা চোখে তাকাতে পারে

নিচের কোনটি সঠিক?

খ

ক i ও ii

খ i ও iii

গ ii ও iii

ঘ i, ii ও iii

১৫৬. গায়ের লোকের মতে বুধা শক্ত হয়ে গেছে—

i. চোখের সামনে বাবা-মাকে মরতে দেখে

ii. প্রচণ্ড শোকের আঘাতে

iii. মিলিটারির হত্যাকাণ্ড দেখে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক

ক i ও ii

খ i ও iii

গ ii ও iii

ঘ i, ii ও iii

১৫৭. বুধা তিনুর গায়ে হাত দিয়ে শিউরে ওঠে—

i. গা ঠান্ডা হয়ে গেছে দেখে ii. প্রচণ্ড জ্বর হয়েছে দেখে

iii. তিনুর মৃত্যু হয়েছে বুঝতে পেরে

নিচের কোনটি সঠিক?

খ

ক i ও ii

খ i ও iii

গ ii ও iii

ঘ i, ii ও iii

১৫৮. বুধা চাচির বাড়ি থেকে চলে আসার সময় কুন্তি তাকে বাধা দেয়—

i. নিজের খারাপ লাগবে বলে ii. কুন্তি তাকে ভালোবাসে বলে

iii. মিলিটারি মেরে ফেলবে বলে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক

ক i ও ii

খ i ও iii

গ ii ও iii

ঘ i, ii ও iii

১৫৯. হাশেম মিয়া ডালাভরা বাজার করতে পারলে—

i. আনন্দে আত্মহারা হয় ii. বুধাকে বাজার নিয়ে যেতে যায়

iii. বুধাকে বাসায় খেতে ডাকে

নিচের কোনটি সঠিক?

খ

ক i ও ii

খ i ও iii

গ ii ও iii

ঘ i, ii ও iii

১৬০. “তুমি যেয়ো না বুধা ভাই” কুন্তির এই উক্তিই প্রকাশ পেয়েছে—

i. ভালোবাসা

ii. অসহায়ত্ব

iii. মিনতি

নিচের কোনটি সঠিক?

খ

ক i ও ii

খ i ও iii

গ ii ও iii

ঘ i, ii ও iii

১৬১. নোলক বুধা বাড়ি ছেড়ে পাগিয়ে যায়—

i. মিলিটারির ভয়ে

ii. বুধার অত্যাচারে

iii. অজানার উদ্দেশ্যে

নিচের কোনটি সঠিক?

খ

ক i ও ii

খ i ও iii

গ ii ও iii

ঘ i, ii ও iii

১৬২. নোলক বুধা বুধাকে সাথে করে নিয়ে যেতে চায়—

i. গ্রাম ছেড়ে অজানা আশ্রয়ে

ii. মিলিটারির হাত থেকে বাঁচানোর জন্য

iii. মুড়ি ভাজায় সহায়তার জন্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক

ক i ও ii

খ i ও iii

গ ii ও iii

ঘ i, ii ও iii

১৬৩. ‘নিজের বোঝা নিজে বইব’ বুধার এই বক্তব্যে প্রকাশ পায়—

i. অহংকার

ii. সাহস

iii. আত্মবিশ্বাস

নিচের কোনটি সঠিক?

গ

ক i ও ii

খ i ও iii

গ ii ও iii

ঘ i, ii ও iii

১৬৪. বুধা মিলিটারিদের প্রতি প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠে—

i. আধপোড়া বাজার দেখে ii. গণকবর দিতে গিয়ে

- iii. আহাদ মুন্সিকে দেখে  
নিচের কোনটি সঠিক? **ক**
- ক i ও ii                      খ i ও iii  
গ ii ও iii                      ঘ i, ii ও iii
১৬৫. বুধা চাচির প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে ওঠে—  
i. চাচি ওকে মুক্তির কথা বলায়  
ii. চাচি স্বাধীন মানুষ হওয়ার স্বপ্ন দেয়ায়  
iii. চাচি পাল্টা ভাত খেতে দেওয়ায়  
নিচের কোনটি সঠিক? **ক**
- ক i ও ii                      খ i ও iii  
গ ii ও iii                      ঘ i, ii ও iii
১৬৬. গায়ের টাকাওয়ালা মানুষগুলো মিলিটারিদের খুশি করতে চায়—  
i. পালিয়ে যাওয়া লোকদের জমি দখল করে  
ii. ঘনঘন যোগাযোগ রেখে  
iii. ক্যাম্পে বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য পাঠিয়ে  
নিচের কোনটি সঠিক? **গ**
- ক i ও ii                      খ i ও iii  
গ ii ও iii                      ঘ i, ii ও iii
১৬৭. মিলিটারিরা গায়ের লোকদের ধরে নিয়ে যায়—  
i. নিজেদের খেয়াল খুশিমতো  
ii. রাজাকার বাহিনীতে ভর্তি করার  
iii. ক্যাম্পে নিয়ে নির্বাতন করার জন্য  
নিচের কোনটি সঠিক? **খ**
- ক i ও ii                      খ i ও iii  
গ ii ও iii                      ঘ i, ii ও iii
১৬৮. গায়ের কিছু মানুষের ওপর বুধার ঘৃণা বাড়তে থাকে—  
i. মিলিটারিদের সহযোগিতা করার কারণে  
ii. ঘনঘন মিলিটারিদের ক্যাম্পে যাতায়াত করার কারণে  
iii. আহাদ মুন্সির দলে যোগ না দেওয়ায়  
নিচের কোনটি সঠিক? **ক**
- ক i ও ii                      খ i ও iii  
গ ii ও iii                      ঘ i, ii ও iii
১৬৯. আলি কড়ইগাছের নিচে বাঁশের বেঞ্চি বানিয়ে চা বিক্রি শুরব করে—  
i. মিলিটারিরা তার দোকান পুড়িয়ে দেওয়ায়  
ii. দোকান বানানোর টাকা না থাকায়  
iii. মিলিটারিদের তাড়িয়ে দোকান বানানোর প্রতিজ্ঞা করায়  
নিচের কোনটি সঠিক? **খ**
- ক i ও ii                      খ i ও iii  
গ ii ও iii                      ঘ i, ii ও iii
১৭০. বুধা আহাদ মুন্সির বাড়ি পুড়িয়ে দেয়—  
i. আহাদ মুন্সি গরব চরানোর কাজ দিতে চাওয়ায়  
ii. দেশের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায়  
iii. আহাদ মুন্সি মিলিটারিদের সহায়তা করায়  
নিচের কোনটি সঠিক? **গ**
- ক i ও ii                      খ i ও iii

- গ ii ও iii                      ঘ i, ii ও iii
১৭১. আলি ও মিঠু রাতেই বাড়ি ছেড়ে পালাতে চায়—  
i. আহাদ মুন্সি ও তাদের সন্দেহ করবে ভেবে  
ii. মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেওয়ার জন্য  
iii. বুধা তাদের কথা মিলিটারিকে বলে দেবে ভেবে  
নিচের কোনটি সঠিক? **ক**
- ক i ও ii                      খ i ও iii  
গ ii ও iii                      ঘ i, ii ও iii
১৭২. আলি ও মিঠু মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিতে যায়—  
i. দেশপ্রেমের টানে                      ii. আহাদ মুন্সির ভয়ে  
iii. মিলিটারি ক্যাম্প উড়িয়ে দেওয়ার জন্য  
নিচের কোনটি সঠিক? **খ**
- ক i ও ii                      খ i ও iii  
গ ii ও iii                      ঘ i, ii ও iii
১৭৩. বুধা ফুলকলিকে আতাকুফুর বাড়িতে নিয়ে যায়—  
i. ঘুমানোর জন্য  
ii. ফুলকলিকে রাজাকার কমান্ডার বের করে দেওয়ায়  
iii. বজ্রবন্ধুর ভাষণ শোনানোর জন্য  
নিচের কোনটি সঠিক? **ক**
- ক i ও ii                      খ i ও iii  
গ ii ও iii                      ঘ i, ii ও iii
১৭৪. রাজাকাররা বুধাকে সন্দেহ না করার কারণ—  
i. বুধার বয়স কম ছিল বলে                      ii. বুধাকে পাগল ভেবে  
iii. বুধা এতিম বলে  
নিচের কোনটি সঠিক? **ঘ**
- ক i ও ii                      খ i ও iii  
গ ii ও iii                      ঘ i, ii ও iii
১৭৫. মিলিটারিরা ক্যাম্পে বাজকার বানায়—  
i. সতর্কতার জন্য  
ii. নদীপথে মুক্তিযোদ্ধারা আক্রমণ করবে ভেবে  
iii. যুদ্ধ করার জন্য  
নিচের কোনটি সঠিক? **ক**
- ক i ও ii                      খ i ও iii  
গ ii ও iii                      ঘ i, ii ও iii
১৭৬. শাহাবুদ্দিন বুধাকে মাইন দিয়ে যায়—  
i. মিলিটারি ক্যাম্প উড়িয়ে দেওয়ার জন্য  
ii. বাজকারের মাটির নিচে পুঁতে রাখার জন্য  
iii. আহাদ মুন্সির বাড়ি উড়িয়ে দেওয়ার জন্য  
নিচের কোনটি সঠিক? **ক**
- ক i ও ii                      খ i ও iii  
গ ii ও iii                      ঘ i, ii ও iii
১৭৭. শাহাবুদ্দিন মাইন দিয়ে যাওয়ার পর সারা রাত বুধা আর ঘুমায় না—  
i. মিলিটারির ভয়ে                      ii. প্রতিশোধের উত্তেজনায়  
iii. ক্যাম্প উড়িয়ে দেওয়ার আনন্দে  
নিচের কোনটি সঠিক?



ক i ও ii

খ i ও iii

গ ii ও iii

ঘ i, ii ও iii

১৭৮. মিঠুর মা চিৎকার করে কঁাদতে শুরু করে—

গ

i. মধুর কথা মনে পড়ায় ii. পুত্র হারানোর শোকে

iii. মিঠুর মৃত্যুসংবাদ শুনে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক

ক i ও ii

খ i ও iii

গ ii ও iii

ঘ i, ii ও iii

১৭৯. বুধা দৌড়ে মাটি কাটার দলের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়—

i. বাজার খুঁড়তে বাধা দেওয়ার জন্য

ii. তাদের সাথে যাওয়ার জন্য

iii. নিজের কৌশল বাস্তবায়নের জন্য

নিচের কোনটি সঠিক?

গ

ক i ও ii

খ i ও iii

গ ii ও iii

ঘ i, ii ও iii

১৮০. আহাদ মুন্সির ছেলে বুধার ওপর খুশি হয়—

i. বুধার কাজের দবতা দেখে ii. বুধার কাজের আগ্রহ দেখে

iii. বুধার ভদ্র ব্যবহার দেখে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক

ক i ও ii

খ i ও iii

গ ii ও iii

ঘ i, ii ও iii

## ➡ অভিন্ন তথ্যভিত্তিক

◆ নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৮১ ও ১৮২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

বাবা-মা মারা যাওয়ায় রতন মামার বাড়িতে আশ্রয় নেয়। মামি রতনকে আশ্রয় দেওয়ার কারণে মামাকে বকতে থাকে। রতন আড়াল থেকে সব শুনতে পায় এবং বাড়ি থেকে চলে যায়।

১৮১. উদ্দীপকের রতনের আচরণে ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসের কোন চরিত্রের প্রতিফলন লব করা যায়?

খ

ক কুন্তি

গ বুধা

গ হরিকাকু

ঘ আলি

১৮২. উক্ত মিল থাকার কারণ—

i. আত্মসম্মানবোধ

ii. দেশপ্রেম

iii. স্বাধীনচেতা মনোভাব

নিচের কোনটি সঠিক?

খ

ক i ও ii

খ i ও iii

গ ii ও iii

ঘ i, ii ও iii

◆ নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৮৩ ও ১৮৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

রাতুল মুক্তিযুদ্ধের ওপর নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র দেখছিল। সেখানে সে দেখে একদল মিলিটারি এসে একটি গ্রামের বাড়িঘরে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে। বিনা কারণে নিরীহ মানুষজনের ওপর এই অত্যাচার দেখে রাতুল ক্ষুব্ধ হয়।

১৮৩. উদ্দীপকে ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসের কোন ঘটনার ইঙ্গিত রয়েছে?

ক

ক বাজার পোড়ানোর ঘটনা

খ আহাদ মুন্সির বাড়ি পোড়ানোর ঘটনা

গ ক্যাম্প উড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা

ঘ বুধাকে কাকতাড়ুয়া বানিয়ে রাখার ঘটনা

১৮৪. উদ্দীপকের রাতুলের মাঝে উপন্যাসের বুধার চেতনার প্রকাশ ঘটেছে। কেননা—

i. রাতুলের মাঝে দেশপ্রেম রয়েছে

ii. রাতুল অন্যায়কে মেনে নিতে পারেনি

iii. রাতুল বুধার মতোই প্রতিশোধপরায়ণ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক

ক i ও ii

খ i ও iii

গ ii ও iii

ঘ i, ii ও iii

◆ নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৮৫ ও ১৮৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :  
সম্প্রতি মিয়ানমারে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় অনেক রোহিঙ্গা ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাচ্ছে। পিতৃমাতৃহীন কিশোর সালাম হোসেন পাশের বাড়ির রহিমা খালের কাছে গিয়ে দেখে তিনিও সবকিছু গুছিয়ে নিয়েছেন। রহিমা খালা সালামকে তার সাথে যাওয়ার কথা বললে সে রহিমা খালের সাথে অজানার পথে পাড়ি জমায়।

১৮৫. উদ্দীপকের রহিমা খালের মাঝে ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসের কোন চরিত্রের প্রতিফলন ঘটেছে?

গ

ক কুন্তি

খ আতাফুফু

গ নোলক বুয়া

ঘ বুধার চাচি

১৮৬. উদ্দীপকের সালাম উপন্যাসের বুধার প্রতিনিধি নয়। কারণ—

i. তার মাঝে প্রতিবাদী চেতনা নেই

ii. তার মাঝে দেশপ্রেম নেই

iii. সে পালিয়ে গেছে

নিচের কোনটি সঠিক?

খ

ক i ও ii

খ i ও iii

গ ii ও iii

ঘ i, ii ও iii

◆ নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৮৭ ও ১৮৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :  
কামাল মুক্তিযুদ্ধের সময় যুবক ছিল। পাকিস্তানি মিলিটারি ২৫ মার্চ নৃশংস গণহত্যা চালালে কামাল তা দেখে ক্ষুব্ধ হয়। সে প্রতিজ্ঞা করে ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার। এজন্য সবাই এলাকা ছেড়ে পালালেও সে পালায় না।

১৮৭. উদ্দীপকের কামালের সাথে ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসের কোন চরিত্রের মিল রয়েছে?

গ

ক হরিকাকু

খ ফুলকলি

গ বুধা

ঘ আহাদ মুন্সি

১৮৮. উক্ত চরিত্রের মতোই উদ্দীপকের কামালের মাঝে প্রকাশ পেয়েছে—

i. দেশের মানুষের প্রতি ভালোবাসা

ii. বিদেশিদের প্রতি ঘৃণা

iii. একাকিত্বের যাতনা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক

ক i ও ii

খ i ও iii

গ ii ও iii

ঘ i, ii ও iii

◆ নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৮৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

প্রবীর দশম শ্রেণির ছাত্র। সে বাবা-মা ও দুই ভাইবোনের সাথে একটি দোতলা বাসায় থাকে। একদিন রাতে ভূমিকম্পে বাসাটি ভেঙে পড়ে। প্রবীর ও তার পরিবারের সবাই ছাদের নিচে চাপা পড়ে। প্রবীর ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেলেও মারা যায় পরিবারের সবাই। সেই থেকে প্রবীর মানসিক রোগী।

১৮৯. উদ্দীপকে ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসের কোন ঘটনার ইঙ্গিত রয়েছে? গ

- ক বাজার পোড়ানোর ঘটনা  
খ আহাদ মুন্সির বাড়ি পোড়ানোর ঘটনা  
গ বুধার পরিবার-পরিজন হারানোর ঘটনা  
ঘ ক্যাম্প উড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা

♦ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৯০ ও ১৯১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :  
সেবার ভয়াবহ ভূমিকম্পে শিমুলতলী অঞ্চল ধ্বংস হয়ে যায়। অসংখ্য মানুষ মারা যায় সেই ধ্বংসলীলায়। এলাকায় যে কজন বেঁচে ছিল তারা লাশগুলোকে একই গর্তে মাটিচাপা দেয়।

১৯০. উদ্দীপকে ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসের কোন ঘটনার ইঙ্গিত রয়েছে? গ

- ক বাজার পোড়ানো      খ বুধার পরিজন হারানো  
গ বুধার গ্রামে গণকবর দেওয়ার ঘটনা  
ঘ ক্যাম্প উড়িয়ে দেওয়া

১৯১. উদ্দীপকটি ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসকে প্রতিফলিত করে নি। কারণ—

ক

- i. উভয়ের প্রেবাপট ভিন্ন

ii. উভয়ই ভিন্ন উদ্দেশ্যে রচিত

iii. উপন্যাসে দুঃখের স্মৃতির বর্ণনা নেই

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i ও ii      খ i ও iii  
গ ii ও iii      ঘ i, ii ও iii

♦ নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৯২ ও ১৯৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :  
সালামত মাতবর একজন ধূরন্ধর মানুষ। তাদের এলাকায় মিলিটারি ক্যাম্প বানাতে সে ক্যাম্পে যাতায়াত করে। সেখানে দুধ, মিষ্টি, মুরগি ইত্যাদি বিভিন্ন খাবার পাঠায়। মিলিটারির সাথে ভাব জমিয়ে সে এলাকায় তার প্রতিদ্বন্দ্বী কামাল মাস্টারকে হারানি করে।

১৯২. উদ্দীপকের সালামত মাতবর ‘কাকতাদুয়া’ উপন্যাসের কার প্রতিনিধি? গ

- ক বুধা      খ শাহাবুদ্দিন  
গ আহাদ মুন্সি      ঘ মিঠু

১৯৩. উপন্যাসের বুধার দৃষ্টিতে ঘৃণার পাত্র—

ক

- i. উদ্দীপকের মিলিটারি  
ii. উদ্দীপকের সালামত মাতবর  
iii. উদ্দীপকের কামাল মাস্টার

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i ও ii      খ i ও iii  
গ ii ও iii      ঘ i, ii ও iii